تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین

দৃঢ় বিশ্বাসের চেতনায়
নবীকূল সম্রাট
সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা

মূল:

আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত্ ইমাম আহ্‌মদ রেযা মুহাদ্দিসে বেরলভী
রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

অনুবাদ

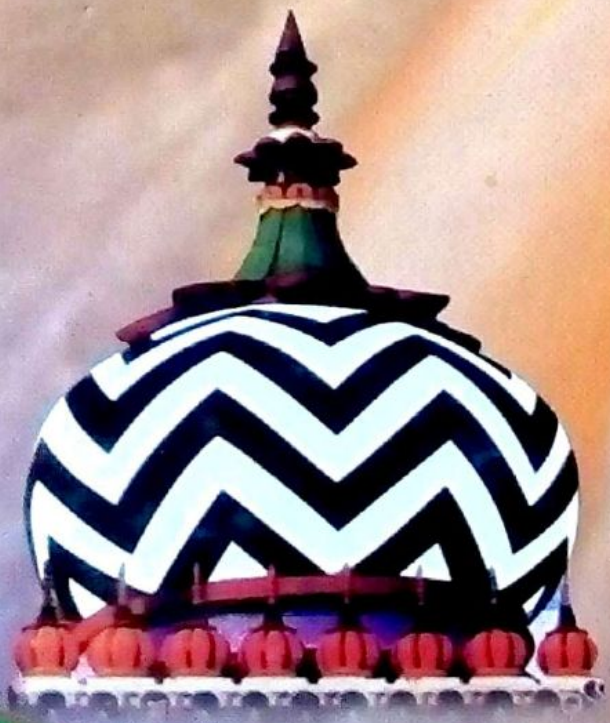

মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন রেযভী

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ॥

তাজাল্লিউল্ ইয়াক্বীন

বি আন্না নাবিয়্যানা সাইয়িদুল মুর্সালীন

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

(দৃঢ় বিশ্বাসের চেতনায় নবীকূল সম্রাট)

মূল :

ইমামে আহলে সুন্নাত

আ'লা হযরত ইমাম আহ্মদ রেযা মুহাদ্দিসে বেরলভী

(রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)

অনুবাদ :

মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন রেযভী

আরবী প্রভাষক- গর্জনীয়া রহমানীয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা,
রাউজান, চট্টগ্রাম।

খতীব- পূর্ব ফরিদের পাড়া জামে মসজিদ,
বহদ্দার হাট, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায় :

রেজায়ে মোস্তাফা পাবলিকেশন

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল নং : ০১৮১৫-৮২১২৫২

নিরীক্ষণে :

হযরতুলহাজ্ব হাফেজ আল্লামা মুহাম্মদ সোলাইমান আনৃচারী

প্রধান মুহাদ্দিস- জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

প্রেসিডিয়াম সদস্য- আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশ।

সভাপতি- ও এ সি বাংলাদেশ।

পরিবেশনায় :

মোহাম্মদী কুতুবখানা

৪২, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা),

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন : ০৩১-৬১৮৮৭৪, মোবাইল নং : ০১৮১৯-৬২১৫১৪

প্রকাশকাল :

প্রথম প্রকাশ- ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০১০ ইংরেজী

১২ ই রবিউল আওয়াল, ১৪৩১ হিজরী।

পূণঃমুদ্রণ- ৬ ডিসেম্বর, ২০১৪ ইংরেজী

১২ই সফর, ১৪৩৬ হিজরী।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।]

পিডিএফ সম্পাদনায়

www.facebook.com/sunnibookstore

উৎসর্গ

♠ কুত্‌বুল আউলিয়া শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা ছৈয়দ আহ্‌মদ শাহ্ ছিরিকোটি(রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), যিনি সর্বপ্রথম বাংলার জমীনে এশিয়া খ্যাত জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া'র বুনিয়াদ রেখে এ দেশে আ'লা হযরত চর্চার দ্বার উম্মুক্ত করেন।

♠ আন্তর্জাতিক বরেণ্য গবেষক,মস্‌লকে আ'লা হযরতের মানসপুত্র,বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা এম এ মন্নান, যিনি সর্বপ্রথম আ'লা হযরত কৃত কান্‌যুল ঈমান এর বঙ্গানুবাদ করে বাংলা ভাষীদের জন্য বিশুদ্ধ কুরআন চর্চার সমূহ উপকার করেছেন।

♠ আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ ওস্তাজুল ওলামা আল্লামা ওবাইদুন্নাছের নঈমী, যাঁর কাছেই এ অধম সর্বপ্রথম সাইয়িদুনা আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে জেনেছি এবং সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছি এবং যাঁরা মস্‌লকে আ'লা হযরতের উপর লেখুনি ও ময়দানে খেদমাত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের সকলের তরে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস উৎসর্গিত।

যাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ

- আল্লামা মুহাম্মদ আবিদুল হক রেযভী ,নূরী, খলীফা- হুযূর মুফতীয়ে আযম হিন্দ আল্লামা মুস্তফা রেযা খাঁ কাদেরী নূরী (র:), গহিরা, রাউজান।
- হযরতুলহাজ্ব আল্লামা আবুল আছাদ মুহাম্মদ যুবাইর রেযভী, শিক্ষক- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
- মাওলানা বুরহানুদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর, বিশিষ্ট লেখক, চট্টগ্রাম।
- মাওলানা মুহাম্মদ শেখ ফরিদ, কবির মুহাম্মদ সিকদার বাড়ী, জাহানপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
- মুহাম্মদ গোলাম মূঈনুদ্দীন, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
- আল্লামা মুহাম্মদ আহ্সান হাবীব, অধ্যক্ষ- গর্জনীয়া রহমানিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
- আল্লামা ক্বাজী সাইদুল আলম খাকী, উপাধ্যক্ষ- গর্জনীয়া রহমানিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা,
- মাওলানা মুহাম্মদ আস্হাব উদ্দীন, সহ-সভাপতি আঞ্জুমানে খোদ্দামুল মুসলেমীন, ইউ,এ,ই।
- হাজী মুহাম্মদ শাহ্ আলম, সেক্রেটারী- আঞ্জুমানে খোদ্দামুল মুসলেমীন, আবুধাবী।
- মুহাম্মদ সেলিম উদ্দীন, ডিরেক্টর- ডি উ গ্রুপ, রাউজান।
- মুহাম্মদ এরশাদুল ইসলাম, আল মদীনা ষ্টোর, বহদ্দার হাট, চট্টগ্রাম।
- মাওলানা নূর মুহাম্মদ রেযভী, আরবী প্রভাষক- ফটিকছড়ি জামিউল উলূম ফাযিল মাদ্‌রাসা।
- মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল আমীন রেযভী, আরবী প্রভাষক- ফটিকছড়ি জামিউল উলূম ফাযিল মাদ্‌রাসা।
- মাওলানা মুহাম্মদ আলী ছিদ্দীকী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, আমীর হাট, রাউজান।
- মাওলানা মুহাম্মদ নূরুন্নবী আল্ কাদেরী, শাকপুরা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা, বোয়ালখালী।
- মাওলানা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম রেযভী, আরবী প্রভাষক- গর্জনীয়া রহমানিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, রাউজান।
- মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল আলম নঈমী, সহ সুপার- দ: ধর্মপুর মুহাম্মদীয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, ফটিকছড়ি।
- হযরতুলহাজ্ব আল্লামা বাকী বিল্লাহ্ আযহারী বাগদাদী, বুড়িচং, কুমিল্লা।
- মুহাম্মদ নাজিম উদ্দীন নাজু, উত্তর সর্তা, রাউজান।
- মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন, বিশিষ্ট ইসলামী ফ্রন্ট কর্মী, প্রবাসী - দুবাই।
- মুহাম্মদ ওসমান গণি, সভাপতি- গাউছিয়া কমিটি, মহানগর চট্টগ্রাম।
- এম বেলাল উদ্দীন, সাবেক সভাপতি, রাউজান প্রেস ক্লাব।
- মুহাম্মদ করিম উদ্দীন, গর্জনীয়া, রাউজান।
- হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন রেযভী, পরিচালক- রহমান সুপার সপ, বিবির হাট, সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা রোড, চট্টগ্রাম।
- মুহাম্মদ আবু তৈয়ব, ছাত্র- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
- মুহাম্মদ আবুল কালাম, উত্তর চরমঙ্গল, ভোলা।

পীরে তরীকত মুরশিদে বরহক শাহ্জাদা-এ আ'লা হযরত আল্লামা আল্হাজ্ব শাহ্ মুহাম্মদ তাওছীফ রেযা খাঁ বেরলভী কাদেরী (মা: জি: আ:)'র অমীয় বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

اما بعد ! الحمد لله رب العالمين- مجھے یہ جان کر بےپناہ خوشی ومسرت وشادماں حاصل ہوئی کہ بنگلہ دیش میں مسلک حق مذہب مہذب مسلک اہل سنت وجماعت اور بالخصوص مسلک اعلحضرت لکی ترویج واشاعت کے لئے بہت کام کررہے ہیں- اور حضور پر نور نائب شافع یوم النشور جناب والا واعلی الی حق تعالی اعلحضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دیں وملت علامہ امام احمد رضا متعنا الله تعالی ببرکاته وحشرنا یوم القیامة تحت رافاته کی تصنیفات کا بنگلہ زباں میں ترجمہ کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے- اسکی ایک کڑی ہیں مولنا محمد جسیم الدین رضوی- جنہوں نے مجدد ماۃ حاضرہ صاحب تصانیفات کثیرہ امام اعلی حضرت کی کتاب مستطاب تجلی الیقیں کا بنگلہ ترجمہ کیا ہے- یہ کتاب عوام وخواص اور اخص الخواص وعلماء وطلباء کے لئے یکساں مفید ہے- میں دعاء کرتا ہوں کہ الله تعالی اس کتاب کو بنگلہ دیش میں قبول عام فرمائے اور مولنا جسیم رضوی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے – آمین بجاہ سید المرسلین-

د ستخط

فقیر محمد توصیف رضا

শেরে মিলাত মুফ্তিয়ে আহ্লে সুন্নাত আল্লামা মুফ্তি ওবাইদুল হক নঈমী (মা: জি: আ:)'র

অমীয় বাণী

যুগে যুগে মানব জাতির হিদায়তের জন্য মহান আল্লাহ অনেক নবী -রাসূল আলাইহিমুস সালামকে এ ধরাধামে প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী হুযূর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকল নবী-রাসুলগণ মূল নবূয়ত-রিসালাতের দিক দিয়ে সমমর্যাদা সম্পন্ন হলেও শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে একে অপরের উপর তারতম্য অবশ্যই রয়েছে। যা সুরা বাকারার ২৫৩ আয়াতে বিবৃত। আবার তাঁদের মধ্যে আমাদের প্রিয় আক্বা ও মাওলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হচ্ছেন আদি-অন্তে পরিব্যপ্ত সার্বজনীন শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ চুড়ায় সমাসীন, তিনিই হচ্ছেন নবীকুল সম্রাট। এটা অদ্যাবধি বুঝে না আসলেও সেদিন বেশী দূরে নয়, তা সকলের কাছে প্রতিভাত হবেই। যেদিন নবী-রাসুল ও সমগ্র সৃষ্টিকে একত্রিত করা হবে একটি মহান মিলন মেলায়। আর তার বর হবেন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রতাপশালী সকল নবীগণ সহ প্রত্যেকই শাফায়াত ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে উপস্থিত হবেন তাঁরই দ্বারে। প্রিয় নবীর এ মহান শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে যখন নবী বিদ্বেষী ওহাবীরা নব্য ফিত্না সৃষ্টি করছিল তখন আ'লা হযরত ইমাম আহ্মদ রেযা ফাযেলে ব্রেলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু **"তাজাল্লিউল ইয়াক্বীন"** নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে তাদের দাঁত ভাঙ্গা জওয়াব দেন এবং এ বাস্তব সত্যটিকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। গ্রন্থখানা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা সময়ের দাবী ছিল। আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মাওলানা **"মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন রেযভী"** এটাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। বইটি কিছু অংশ দেখার সুযোগও আমার হয়েছে। মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাই তিনি যেন সম্মানিত লেখক, অনুবাদক ও পাঠক সকলকে উত্তম প্রতিদান নসীব করেন। আমীন, বি-জাহে হাবীবে রাব্বিল আলামীন ॥

ইতি-

(মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী)

শাইখুল হাদীস- জামেয়া আহ্মদীয়া সুন্নিয়া আলীয়া চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ॥

পীরে তরীকৃত মুরশিদে বরহক আল্লামা সৈয়দ মছিউদ্দৌলা (মা:জি:আ:)'র আশীষ বাণী

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেযা মুহাদ্দিসে বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু'র সহস্রাধিক কিতাবসমূহের মধ্যে **"তাজাল্লিউল ইয়াক্বীন"** একটি সাড়া জাগানো ও প্রিয় নবীর সার্বজনীন শ্রেষ্ঠত্বের উপর লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থ। যাতে লেখক দশটি আয়াতে কুরআনী ও শত প্রামাণ্য হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, প্রিয় নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামো সর্বব্যাপি মর্যাদা ও সার্বজনীন শ্রেষ্ঠত্বের এমন সর্বোচ্চ চূড়ায় সমাসীন, যার পাদদেশে পৌঁছাও অন্যান্য সম্মানিত নবীগণের জন্য অসম্ভব। মি'রাজের ঘটনাটি তার প্রকৃত প্রমাণ। আমার স্নেহভাজন জনাব মাওলানা **মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন রেযভী** এ গুরুত্বপূর্ন কিতাবটিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছে জেনে ও দেখে আমি খুবই আনন্দিত। কিতাবটি বাংলাভাষী আলেম-ওলামা ও সর্বমহলের জন্য খুবই প্রয়োজন। আমি মহান আল্লাহর দরবারে এর বহুল প্রচার ও অনুবাদক এর দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমীন, বি-হুরমাতি সাইয়িদিল মুরসালীন ॥

ইতি-

(ছৈয়দ মছিউদ্দৌলা)
মহাসচিব- জাতীয় ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন কমিটি বাংলাদেশ ॥

মস্‌লকে আ'লা হযরতের মানসপুত্র, আন্তর্জাতিক বরেণ্য গবেষক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, আল্লামা এম এ মন্নান (মা: জি: আ:)'র বাণী

একথা আজ সর্বজন বিদিত যে, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হিজ্‌রী চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ, একজন মুজাদ্দিদ ও ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হিসেবে তিনি আপন যুগে যখন যেখানেই কোন গোমরাহী মাথাচড়া দিয়েছে তখন সেখানেই সেটার মুলোৎপাটনের ব্যবস্থা করেছেন। বিশেষত: তিনি ওই পথভ্রষ্টতার স্বরূপ উন্মোচন করে সঠিক মাস্‌আলাটি ফাত্‌ওয়া বা পুস্তাকারে লিখে প্রকাশ করে দিয়েছেন যথাসময়ে এবং যথাস্থানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। এ ভাবে তাঁকে সহস্রধিক গ্রন্থ-পুস্তক প্রনয়ন ও রচনা করতে হয়েছে।

তাঁর "তাজাল্লিউল ইয়াকীন" পুস্তকটিও এ ধরনের এক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রনয়ন করেছেন। জনৈক বদ্ আক্বীদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে "সাইয়্যেদুল মুরসালীন" (রসূলকুল সরদার) মানতে অস্বীকার করে সুন্নী মুসলমানদের নিকট কোরআন সুন্নাহর দলীল-প্রমান চেয়ে বসেছিলো। তখন জনৈক সচেতন ব্যক্তি তাৎক্ষনিক ভাবে তা "ইমাম-ই আহ্‌লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত আ'লা হযরত ফাযেলে বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে অবহিত করেন। তখন আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ বিষয়ের উপর এ প্রমান্য পুস্তক খানা প্রনয়ন করেছিলেন। এতে একদিকে ইসলামের চতুর্দলীলের ভিত্তিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর "সাইয়্যিদুল মুরসালীন" গুনবাচক নামটির স্বার্থকতা প্রমানিত হলো, অন্যদিকে যে পথভ্রষ্ট লোকটি এ বিষয়ে নতুন ফিৎনার সূচনা করতে চেয়েছিলো তাও চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়।

কিতাবটি উর্দু-আরবী-ফার্সী ভাষায় প্রণীত। তাই, এতদিন উর্দু ভাষীগন এবং এসব ভাষা সম্মর্কে জ্ঞান রাখে এমন পাঠক বৃন্দ কিতাবটি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়ে এসেছেন। কিতাবটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হলে বাংলাভাষীরাও বিষয়টি সম্পর্কে সপ্রমান ও সঠিক অবগতি লাভ করতে সক্ষম হবেন এতে সন্দেহ নেই। আজ দীর্ঘদিন পরে হলেও **মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন রেযভী** সাহেব কিতাবটির বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহন করেছেন- জেনে আমি ব্যক্তিগত ভাবে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমি যতটুকু দেখেছি অনুবাদ সঠিক ও প্রাঞ্জল হয়েছে। অনুবাদক কিতাবটির মূল কথা উর্দু ইত্যাদি ভাষা থেকে বাংলায় ব্যক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিতাবটি প্রকাশিত হলে বাংলাভাষী পাঠকগন অত্যান্ত উপকৃত হবেন।

আমি কিতাবটির সুন্দর প্রকাশনা ও বহুল প্রচার কামনা করছি। আর আ'লা হযরতের প্রামান্য কিতাব অনুবাদ ও প্রকাশের মতো যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য তাকে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক মুবারক বাদ জানাচ্ছি। পরম করুনাময়ের দরবারে আরো ফরিয়াদ জানাচ্ছি তার এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকুক।

এম এ মন্নান

তাং- ১৭, ০৮, ২০০৯

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মন্নান
চেয়ারম্যান- বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট

নিরীক্ষকের বক্তব্য

অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি পরম করুনাময় রাব্বুল আলামীনের পবিত্র দরবারে । রাহমাতুল্লিল আ'লামীন প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার চরণ যুগলে নিবেদন করছি অধমের অসংখ্য দরুদ সালামের নাজরানা । শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি রেছালত কাননের সুরভিত পুষ্পরাজি হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে এজামদেরকে। যারা যুগে যুগে কালে কালে প্রিয় নবীজির অনুসৃত পথে মানব জাতিকে পরিচালিত করেছেন।

কোরআন সুন্নাহ্ ইজ্‌মা ও কিয়াসের আলোকে একথা আজ সুস্পষ্ট যে, আমাদের প্রিয় নবী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হচ্ছেন সাইয়িদুল মুরসালীন বা রাসূল কূল সম্রাট। সকল নবী-রাসূলের নবুয়ত ও রেসালত তাঁরই ওসীলায়। তিনিই হচ্ছেন মাকসূদে আসলী বা আসল উদ্দেশ্য আর বাকীরা সব তাঁরই বদান্যতায়। যিনি যা কিছু পেয়েছেন,পাচ্ছেন এবং পেতে থাকবেন সবকিছু তাঁরই কারণে। জমীন বিস্তৃত, সমুদ্র তরঙ্গীত, আসমান উত্তোলিত, পাপ-পূন্য, জান্নাত ও দোযখ, মূল কথা সমগ্র জগৎ অস্থিত্বের গৌরবময় পোশাক পরেছে হুযূর সাইয়িদে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র কৃপায়।

এ বাস্তব সত্যটিকে অস্বীকার করে চির ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে ওহাবী নজদী মতাদর্শী পেঁচকরা। যখন এ ভ্রান্তি নিয়ে মাথা চড়া দিয়ে উঠল এসব হয়েনার দলেরা। তখনই প্রিয় নবীর মু'জিযা রূপী সত্তা, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহ্‌মদ রেযা মুহাদ্দিসে বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর সাহসী কলমে, হিরণন্ময় ভাষায়, কোরআন সুন্নাহ'র আলোকে **"তাজাল্লিউল ইয়াক্বীন"** নামক একখানা কিতাব রচনা করে তাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন এবং মুসলমানদের অমূল্য সম্পদ ঈমান আক্বীদাকে হেফাজত করেন। কিতাবটি উর্দূ ভাষায় হওয়াতে বাংলাভাষীরা অনেকে যথাযথ উপকৃত হতে পারেননি। আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মাওলানা **মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন রেযভী** কিতাবটিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাংলা ভাষীদের জন্য সমূহ উপকার করেছেন। উর্দূ অজানা বাংলাভাষী নবী প্রেমিকদের খোরাক দিয়েছেন। কিতাবটি অনুবাদে জঠিল কোন বিষয়ে আমার সহযোগীতা চাইলে আমি যথাসাধ্য তা দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমি যতটুকুন দেখেছি কিতাবটির অনুবাদ সরল ও প্রাঞ্জল হয়েছে। লেখকের মূল কথাটি ফুটিয়ে তোলতে অনুবাদক অনেক চেষ্টা করেছেন এবং কামিয়াবও হয়েছেন। এ ধরনের অনুবাদ কর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য তার প্রতি পরামর্শ রইল। আমি কিতাবটি বহুল প্রচার-প্রসার কামনা করছি। মহান আল্লাহ্ লেখক, অনুবাদক, পাঠক সবাইকে উভয় জাহানের কামিয়াবী দান করুন, আমীন ॥

(মুহাম্মদ সোলাইমান আনচারী)

প্রধান মুহাদ্দিস : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

সভাপতি : ও এ সি বাংলাদেশ, প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশ।

অনুবাদকের আরজ

সমূহ প্রশংসা বিশ্ব জগতের পালনকর্তা মহান আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির কান্ডারী পাতকীর ত্রানকর্তা নবীকূল সম্রাট পরম প্রশংসিত নবী সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা, তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁর প্রিয়জনদের প্রতি নিবেদিত। সর্বজন বিদিত যে, সৃষ্টিতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা এক অনুপম ও অদ্বিতীয় সৃষ্টি। এটিই বাস্তবতার নিরিখে প্রমানিত সত্য। কুরআনে করীমে ও সকল আসমানী কিতাবে তাঁরই মাহাত্ম্য বিবৃত। যুগে যুগে সকল নবী ও রাসূলের পবিত্র রসনা তাঁরই প্রশংসায় মুখরিত ছিল। কালে কালে বিকশিত আউলিয়া আবদালগণ তাঁরই স্তুতির জপমালা জপনে রত। স্রষ্টার সৃজন ব্যাপি তাঁরই চর্চা ও গুনগানের মধুর রব ধ্বনিত। তাইতো ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহ্‌মদ রেযা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কতইনা সুন্দর বলেছেন—

عرش پہ تازہ چیڑ و چاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام*
کان جدھر لگائیے تیرا ھی دا ستان ھے

আর্শ—ফরশ ব্যাপিয়ে বাজে ঢংকা আপনারই *
কর্ন রাখি যেদিকে শুনি তব জয়ধ্বনিই। সর্বত্র তাঁরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন।

خالق کل نے اپ کو مالک کل بنادیا *
دونوں جہاں ہیں اپ کی قبضہ واختیار میں

সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা তোমায় বানিয়ে দিলেন মালিক রাজন *
দু'জাহানের যাবতীয় তব করায়ত্বে ও ইচ্ছাধিন।

অধিকন্তু উম্মতে মুস্তফা পরিচয়ে যখন কিছু সংখ্যক পেচক শ্রেনীর লোক তাঁর সর্বব্যাপি শ্রেষ্টত্ব ও কর্তৃত্বকে অস্বীকার করছে। তিনি যে সাইয়্যিদুল মুরছালীন বা নবীকুল সম্রাট তা অমান্য করছে। তাদের অপপ্রচারে সহজ সরল মুসলমানগনও বিভ্রান্তিতে নিপতীত হচ্ছে, বিশেষ করে কুরআন হাদীসের পবিত্র জ্ঞান অজানা লোকদের আক্বীদাহ্ দ্রুত বিনষ্টের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ বিষয়ে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও বাতিল মতবাদীদের মাঝে বিতর্ক হচ্ছে, তখনই হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মহান সংস্কারক প্রিয় নবীর মু'যিযারূপি সত্ত্বা, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা মুহাদ্দিছে বেলভী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কুরআন ও হাদীসের নির্ভরযোগ্য প্রমানাদি সমৃদ্ধ গ্রন্থ — **"তাজাল্লিউল ইয়াক্বীন বিআন্না নবীয়্যানা সাইয়্যিদুল মুরসালীন"** রচনা করেন।

বর্তমানে ওহাবী, মওদুদী ও কাদীয়ানী ফিরকার বিদ্রান্তির ধুম্রজালে বাংলার আকাশ ধুম্রাচ্ছন্ন। আযমতে মুস্তফার প্রতি তাঁদের বিষাক্ত তীর অবারিত ভাবে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এমতাবস্থায় এ মূল্যবান গ্রন্থটির অনুবাদের তাগীদ অনুভব করি। আমার এপ্রয়াস মহান আল্লার মেহেরবানিতে ও হুযূর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামা'র সুনজরে "দৃঢ় বিশ্বাসের চেতনায় নবীকুল সম্রাট" নামে প্রজাকর রূপে উদিত। এ আলোক বর্তিকার আলোতে যদি কারো হৃদয় আলোকিত হয় তবে শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আর পেচকের ভাল না লাগলেও আমার করার কিছু নেই।

অনুবাদ জগতে আমার পদচারণা এই প্রথম। তাই সমূহ ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়ার আশংকা করছি। অনুবাদগত ও মুদ্রণগত ভুল-ত্রুটি সুধী পাঠক ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশাবাদী। আপনাদের আন্তরিকতা ও সুপরামর্শপূর্ণ মতামত নূতন সংস্করণে বিশুদ্ধ অনুবাদ উপহারে সহায়ক হবে।

অনুবাদ থেকে শুরুকরে প্রকাশনা পর্যন্ত যাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা মুহাম্মদ সোলাইমান আনছারী মা:জি:আ: এর নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ, যিনি এ অনুবাদ কৃত বইটি নিরিক্ষনে আমাকে ধন্য করেছেন। এবং আমার পড়ার সাথী প্রিয় বন্ধু বিশিষ্ট কলামিষ্ট মাওলানা বোরহান উদ্দিন মুহাম্মদ শফিউল বশর, যার অক্লান্ত সহযোগিতা ও লেখালেখির জগতে পা বাড়ানো তাগিদ আমাকে বিশুদ্ধ অনুপ্রেরনা যোগিয়েছে। তাঁদের সকলের তরে রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ।

পরিশেষে মুসলিম রেনেসাঁর অমর কবি ডঃ আল্লামা ইকবাল রাহমাতুল্লাহ আলাই'র ভাষায় সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই-

بمصطفے برساں خویش را کہ دین ہمہ اوست *

گربا اونہ رسیدی تمام بولہبی است

মুস্তফার সনে বাঁধ নিজ তনোমন কেননা দ্বীনতো তিনিই * নহে তো জীবন হবে তোমার আবু লাহাবের মতনই।

নিবেদক-

মুহাম্মদ কাসীম উদ্দীন রেযভী
প্রভাষক- আরবী,
গজনীয়া রহমানিয়া ফাযিল মাদ্রাসা
রাউজান, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
মোবাইল- ০১৮১৯-৬৪৩০৭১

সূচীপত্র

- পশ্নকারীর বক্তব্য- ১
- খোত্বা- ১
- হুযূর পুরনূর আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম সকল নবী-রাসূল'র উপর শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন এটি একটি অকাট্য ও সকল উম্মতের এজমায়ী মাস্য়ালা- ২
- হজরত আবুকর ও ওমরের শ্রেষ্ঠত্বের উপর লেখকের নব্বই অধ্যায় বিশিষ্ট একটি কিতাবের আলোচনা- ৪
- লেখক কর্তৃক এ কিতাবের তরতীব- ৫
- হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীনের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র) ফজায়েলের উপর লেখকের আর ও কয়েকটি কিতাবের আলোচনা-- ৬

❁ প্রথম অধ্যায় (আয়াতে কোরআনী)

- প্রথম আয়াত- واذ اخذ الله ميثاق النبيين - ৭
- মহান আল্লাহ পুর্ববর্তী সকল নবীদের থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ব্যাপারে অঙ্গিকার নিয়েছিলেন- ৭
- আগেকার সকল উম্মতগণ হুযূরের আগমণের খুশী মানাতেন এবং হুযূরের ওসীলায় শত্রুদের উপর বিজয় প্রার্থনা করতেন - ৮
- বিবি মরিয়ম তনয় (হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালাম) তোমাদের মধ্যে তাশরীফ আনবেন আর ইমাম হবেন তোমাদের মধ্য হতে - ৯
- মুহাম্মদ সাল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হচ্ছে সর্ব মূল ও রাসূলগনের রাসূল- ১০
- লেখকের তাহকিক: সকল নবীদের থেকে সায়্যিদুল মুরসলীনের ব্যাপারে বিবৃত অঙ্গিকার সহ তাগিদ- ১২
- দ্বিতীয় আয়াত وماارسلنك الارحمة للعالمين - ১৪
- তৃতীয় আয়াত : وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه - ১৪
- উল্লেখিত আয়াত টিতে হুযূর আলাইহিস্সালাতু ওয়াস্সালামের সর্বব্যাপী শ্রেষ্ঠত্বের পাঁচটি দিক আলোচনা - ১৮
- আমানত আদায় ও রেসালত বার্তা পৌছানোর ক্ষেত্রে নবীগনের কি কি বৈশিষ্টের প্রয়োজন- ১৯
- হুযূর আলাইহিস্সালাতু ওয়াস্সালামের আকল মোবারক- ২১
- বিশ্ববাসীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান হুজুরের জ্ঞানের সামনে সমগ্র মরুভূমির বালীর সামনে একটি বালীকণাতুল্য- ২২
- হুযূর কখন থেকে নবী- ২২

- চতুর্থ আয়াত تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض - ২৩
- পঞ্চম আয়াত هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق - ২৪
- হুযূরের ধর্ম সকল ধর্ম হতে হুজুরের উম্মত সকল উম্মত হতে শ্রেষ্ঠ - ২৫
- ষষ্ট আয়াত يادم اسكن أنت وزوجك الجنة - ২৫
- সকল নবীগণকে মহান আল্লাহ নাম ধরে ডেকেছেন কিন্তু প্রিয় নবীকে উপাধী দিয়ে ডেকেছেন - ২৫
- হুযূরের শানে কাফির মুশরিকদের বে-আদবী মুলক ব্যবহৃত শব্দগুলো মহান আল্লাহ কোরানে বিবৃতির জন্যও উল্লেখ করেননি - ২৭
- হুযূরকে নাম ধরে ডাকা নিষেধ বরং উপাধী দিয়ে আদবের সাথে ডাকতে হবে- ২৮
- যদিও কোন দোয়ায়ে মাসুরাতে ইয়া মুহাম্মদ থাকে, তাকে পরির্বতন করে ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলতে হবে - ২৯
- সপ্তম আয়াত- لعمرك أنهم لفى سكرتهم يعمهون - ২৯
- কোরআন মাজিদে মহান আল্লাহ তা'য়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র শহর, কথা, কাল ও প্রাণের শপথ করেছেন- ৩০
- মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবের পদধূলার শপথ করেছেন, এ ব্যাপারে শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহ্লভীর চমৎকার অভিমত- ৩১
- অষ্টম আয়াত- কাফিরদের কটুক্তি ও ধৃষ্টতার জবাব সকল নবীগন নিজেরাই দিতেন, কিন্তু হুযূরের জবাব স্বয়ং আল্লাহই দেন- ৩৩
- হযরত ইউচুপ,মরিয়াম ও আয়েশা আলাইহিমুস্সালাম পবিত্রতা ঘোষনার মধ্যে পার্থক্য- ৩৭
- নবম আয়াত- عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا - ৩৮
- মকামে মাহমুদ কি ? - ৩৮
- মহান আল্লাহ প্রিয় নবীকে আরশ আজীমে নিজের সাথে বসাবেন এর ব্যাখ্যা- ৪০
- দশম আয়াত- নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং অন্যান্য নবীগনের মধ্যে তুলনা মুলক বিশটি শান নির্দেশক আয়াত সমূহ- ৪১

❁ দ্বিতীয় অধ্যায়,

(পবিত্র হাদীস সমূহ)

❁ প্রথম ভাগ: (কিছু খোদায়ী ঐশী বাণী)

- ঐশী বাণী- ১, প্রিয় নবী'র ওসীলায় হযরত আদম (আ:) এর তওবা কবুল- ৪৯

- জান্নাতের প্রত্যেকটি স্থানে স্থানে প্রিয় নবীর নাম লিখিত- ৫০
- ঐশী বাণী- ২, প্রিয় নবীর প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে হযরত ঈসার প্রতি ওহী- ৫০
- প্রিয় নবীর নামের বরকতে আরশের প্রশান্তি লাভ- ৫০
- ঐশী বাণী- ৩, মি'রাজে প্রিয় নবীর সাথে আল্লাহর প্রেমালাপ- ৫০
- যেখানে প্রিয় নবীর স্মরণ হবেনা, সেখানে আল্লাহর স্মরণও হবেনা- ৫১
- ঐশী বাণী- ৪, প্রিয় নবী না হলে জান্নাত দোজখ কিছুই হতোনা- ৫১
- ঐশী বাণী- ৫, হযরত মুসার প্রতি ওহী "আমি আহ্মদ'র অস্বীকার কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব"- ৫২
- হযরত মুসা'র কাছে আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পরিচিতি- ৫২
- প্রিয় নবীর উম্মত হওয়ার জন্য হযরত মুসা'র প্রত্যাশা- ৫২
- ঐশী বাণী- ৬, প্রিয় নবীকে আখেরী নবী ও তাঁর উম্মতকে আখেরী উম্মত বানানোর রহস্য- ৫৩
- ঐশী বাণী- ৭, শাফায়াতের দৌলত ভান্ডার প্রিয় নবী ভিন্ন কারো জন্য প্রথমে উম্মুক্ত করা হবেনা- ৫৩
- ঐশী বাণী- ৮, প্রিয় নবী হচ্ছেন হাবিবুল্লাহ- ৫৪
- ঐশী বাণী- ৯, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মহান আল্লাহকে কোন পর্দা ছাড়া সরাসরি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন- ৫৪
- ঐশী বাণী- ১০, হুযূর হচ্ছেন সকল নবীগনের শ্রেষ্ঠ, তাঁর উম্মত সকল উম্মত গনের শ্রেষ্ঠ- ৫৫
- ঐশী বাণী- ১১, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার আপাদ-মস্তক নূর আর নূর- ৫৫
- ঐশী বাণী- ১২, হযরত আদমের উপনাম আবু মুহাম্মদ- ৫৬
- হযরত আদম আলাইহিস্সালাম সৃষ্টি হওয়া মাত্র প্রিয় নবীর নাম মুবারকের দর্শন লাভ করেন- ৫৬
- ঐশী বাণী- ১৩, সকল পবিত্র স্থানে প্রিয় নবীর নাম- ৫৬
- প্রিয় নবীর ওসীলা নিয়ে হযরত আদম আলাইহিস্সালামের প্রার্থনা- ৫৬
- ঐশী বাণী- ১৪, পাপ-পূণ্য আসমান জমীন সকল কিছু প্রিয় নবীর কারণেই সৃষ্ট- ৫৭
- ঐশী বাণী- ১৫, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র চেয়ে অধিক সম্মানী সৃষ্টিকূলে আর কেহ নেই- ৫৭
- ঐশী বাণী- ১৬, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পূর্বে সকল সম্মানিত নবীগণের উপর আর হুযূরের উম্মতগণের পূর্বে অন্য সকল উম্মতগণের উপর জান্নাত প্রবেশ নিষিদ্ধ- ৫৭
- ঐশী বাণী- ১৭, হযরত শা'ইয়া আলাইহিস সালামের মুখে হুযূরের প্রশংসা- ৫৭

- আহ্‌মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের লাভ আর অস্বীকারের ক্ষতি- ৫৭
- ঐশী বাণী- ১৮, -৫৮
- সকলেই খোদার সন্তুষ্টি কামনা করেন আর খোদা স্বয়ং মুস্তফার সন্তুষ্টি কামনা করেন- ৫৯

❁ দ্বিতীয় প্রভা

❁ প্রথম রশ্মি

হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র অমীয় হাদীস সমূহ-

- হাদীস নং- ১, - ৬০
- হাদীস নং- ২, হুযূর ইরশাদ করেন আমিই প্রথম কবর মুবারক থেকে উঠব, আমিই প্রথম সুপারিশকারী, আমিই প্রথম যার সুপারিশ গৃহিত হবে- ৬১
- হাদীস নং- ৩, কিয়ামত দিবসে প্রশংসার ঝান্ডা আমার হাতেই হবে এবং সকলে আমার ঝান্ডার নীচে অবস্থান করবে- ৬১
- হাদীস নং- ৪, আমিই প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী- ৬১
- হাদীস নং- ৫, আমিই প্রথম জান্নাতের দ্বার উম্মুক্তকারী- ৬১
- হাদীস নং- ৬, হুযূরের মর্যাদাবলী ও বৈশিষ্ট্যের উপর কতেক গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ- ৬২
- হাদীস নং- ৭ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হাশর মাঠে দু'সপ্তাহ সজিদারত থাকবেন অত:পর তাঁর আরজ গৃহিত এবং তাঁর শাফা'আত কবুল হবে- ৬৩
- হাদীস নং- ৮, আমিই সমগ্র সৃষ্টির প্রধান ও মালিক- ৬৪
- হাদীস নং- ৯, সাবধান! আমি আল্লাহর হাবীব- ৬৪
- হাদীস নং-১০,হাশরের মাঠে আমি মানবজাতীর কায়েদ,খতীব,শাফী ও মুবাশ্‌শীর-৬৫
- হাদীস নং- ১১, সমগ্র নবী রাসূলগণের সর্দার ও সর্বশেষ আমিই- ৬৬
- হাশরের মাঠে হুযূরের জন্য এক হাজার আর জান্নাতে অগণিত খাদেম থাকবেন- ৬৬
- হাদীস নং- ১২, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ঠ আর তাঁর বংশ হচ্ছেন বংশ কূল শ্রেষ্ঠ- ৬৬
- হাদীস নং- ১৩, - ৬৬
- হাদীস নং- ১৪, - ৬৭

❁ দ্বিতীয় রশ্মি

(আখিরাতে প্রিয় নবীর শান)

- হাদীস নং- ১৫, কালের দিক দিয়ে আমরা পশ্চাতে, কিয়ামত ও সকল কল্যানে আমরাই অগ্রগামী। আমরাই প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করব- ৬৯

- হাদীস নং- ১৬ - ৬৯
- হাদীস নং- ১৭ - ৬৯
- اختصرلى اختصارا হাদীসাংশের ব্যাখ্যা লেখকের দৃষ্টিতে - ৭০
- প্রতিটি কুরআনি আয়াতের পেছনে ষাট হাজার জ্ঞান রয়েছে- ৭১
- হাদীসের বাণী "আমি কুল কায়েনাতকে এভাবে দেখছি যেভাবে আমার এ হাতের তালুকে দেখছি" - ৭১
- নামাজ পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে পাঁচ ওয়াক্তে আর যাকাত চার ভাগের এক ভাগ থেকে চল্লিশভাগের এক ভাগে এসেছে কিন্তু সাওয়াবে প্রথমের মতই- ৭২
- হাদীস নং- ১৮, প্রত্যেক নবীদের এক একটি খাস দোয়া রয়েছে যা তারা করে ফেলেছে কিন্তু আমার খাস দোয়াটি কিয়ামত দিবসের জন্য গোপন রেখেছি- ৭২
- হাদীস নং- ১৯, সকলের হাশর আমার কদমে হবে- ৭৩
- হাদীস নং- ২০, কিয়ামত দিবসে মা ফাতিমা আদ্বা নামক উটনীর উপর আর হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম বোরাকের উপর আরোহন করবেন- ৭৩
- হযরত বেলাল জান্নাতের একটি উটের উপর আরোহন করে কিয়ামত দিবসে আজান দেবেন- ৭৪
- হাদীস নং- ২১, আমিই প্রথম জমীন থেকে হাশরের মাঠের দিকে বের হব আমাকেই প্রথম জান্নাতের পোশাক পরানো হবে- ৭৪
- আমি আরশের ডান পাশে দন্ডায়মান হব যেখানে আমি ভিন্ন আর কেউ দাড়ানো সম্ভব হবেনা- ৭৪
- হাদীস নং- ২২, পূর্বাপর সকলেই আমার উপর ঈর্ষা করবে- ৭৪
- হাদীস নং- ২৩, আমাকে এমন মূল্যবান ও উত্তম পোশাক পরানো হবে,যা সমগ্র মানব জাতি থেকে কেউ ইহা পরার যোগ্যতা রাখেনা - ৭৫
- হাদীস নং- ২৪, হুযূর আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং তাঁর উম্মতরাই কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে উঁচুস্থানে অবস্থান করবেন- ৭৫
- হাদীস নং- ২৫, কিয়ামত দিবসে সকলেই আশা করবেন, হায়! যদি তিনি আমাদের মধ্যে হতেন- ৭৫
- হাদীস নং- ২৬,আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে বিশেষ তিনটি দোয়া করার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন, আমি দু'টি করেছি আরেকটি ঐদিনের জন্য অবশিষ্ট রেখেছি যেদিন সবার প্রার্থনার হাত আমার দিকে হবে- ৭৫
- কিয়ামত দিবসে হযরত খলীলুল্লাহ্ আলাইহিস্‌সালাম ও আমার দোয়ার প্রত্যাশী হবেন- ৭৬

❁ শাফায়াতের হাদিছ সমূহ

* হাদীস নং-২৭, শাফায়াতের হাদীছ সমুহের সারসংক্ষেপ, (হাশরের ময়দানে প্রিয় নবীর শান)- ৭৭
* হাদীস নং- ২৮, কিয়ামত দিবসে আমিই সকল নবীগনের ইমাম ও খতিব এবং তাদের জন্য সুপারিশকারী- ৮৪
* হাদীস নং- ২৯, আমি পুলছিরাতের গোড়ায় আমার উম্মতের জন্য অপেক্ষেয় মান থাকব- ৮৪
* প্রিয় নবীর দরবারে হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম এর হাজেরী- ৮৪
* হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু পেয়েছেন,তা না কোন নৈকট্য ধন্য ফেরেস্তা, না কোন নৈকট্য ধন্য নবী-রাসূল পেয়েছেন- ৮৫
* হাদীস নং- ৩০, হুযূরের পূর্বে কারো জন্য জান্নাত দ্বার উম্মুক্ত করা যাবেনা- ৮৫
* হাদীস নং- ৩১, আমিই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব, তা দম্ভ করে বলছি না- ৮৫
* হাদীস নং- ৩২, আমিই প্রথম সুপারিশকারী,আমার উম্মতগণ সকল উম্মতদের তুলনায় অধিক- ৮৬
* হাদীস নং- ৩৩, কিয়ামত দিবসে প্রিয় নবীর শান- ৮৬
* হাদীস নং- ৩৪, আমিই সর্ব প্রথম পুলসেরাত আমার উম্মত সমুদয়কে নিয়ে পার হব- ৮৭
* হাদীস নং- ৩৫, জান্নাত দ্বার উম্মোক্তের আবেদন নিয়ে লোকেরা নবীগণের খেদমতে যাবেন- ৮৭
* হাদীস নং- ৩৬, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা'র পূর্বে সকল নবীগণের জন্য জান্নাত প্রবেশ নিষিদ্ধ- ৮৮
* হাদীস নং- ৩৭, হুযূরের সার্বজনীন শ্রেষ্ঠত্বের কথা অস্বীকার করার কারণে জনৈক ইহুদীকে হযরত ওমরের থাপ্পড়- ৮৮
* হাদীস নং- ৩৮, ওসিলা কি এবং কার জন্য- ৮৯
* হাদীস নং- ৩৯, জান্নাতুন নাঈমের সর্বোচ্চ কক্ষে কে?- ৯০

❁তৃতীয় রশ্মি

(সম্মানিত নবী ও ফিরিস্তাগণের বাণী সমূহ)

* হাদীস নং- ৪০, মিরাজ রজনীতে সকল নবীগণের খুত্‌বা- ৯১
* প্রিয় নবীর শানে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের খুত্‌বা- ৯১
* হাদীস নং- ৪১, প্রিয় নবী ও তাঁর বংশের চেয়ে উত্তম আমি আর কাউকে পাইনি, জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম- ৯২
* হাদীস নং- ৪২, ফিরিস্তাদের সু-সংবাদ- ৯২

- হাদীস নং- ৪৩, নবী জননী হযরত আমেনার মুখে প্রিয় নবীর বেলাদত কাহিনী- ৯৩
- হাদীস নং- ৪৪, বুরাক ও জিব্রাঈল কথোপকথনে প্রিয় নবীর শান- ৯৩
- হাদীস নং- ৪৫, সৃষ্ঠিকূলের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয় যিনি- ৯৪

❁ নবীগণের ইমামতের হাদিছ সমূহ

- হাদীস নং- ৪৬, প্রিয় নবী সকল নবীদের ইমাম- ৯৫
- হাদীস নং- ৪৭, মি'রাজে প্রিয় নবীর ইমামতি- ৯৫
- হুযূর সকল নবী ও ফিরিস্তাদের ইমামতি করেছেন- ৯৬

ফায়েদা

- হাদীস নং- ৪৮, কিয়ামতে আমার সাওয়াব সকল নবীগণের চেয়ে সর্বাধিক হবে-৯৮
- হাদীস নং- ৪৯, কিয়ামত দিবসে হযরত ইব্রাহীম ও ঈসা আমার উম্মতে গণ্য হবে-৯৮
- হাদীস নং- ৫০, হুযূর আলাইহিস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালাম সকল সৃষ্টির চেয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নির্বাচিত- ৯৮
- হাদীস নং- ৫১, হুযূর সকল সৃষ্টির রাসূল ও মু'মিনদের প্রতি অতীব দয়ালু- ৯৮
- হাদীস নং- ৫২, لى مع الله وقت "লী মা'আল্লাহি ওয়াকতুন" হাদীসের ব্যাখ্যা- ৯৯
- হাদীস নং- ৫৩, হুযূরের দরবারে জিব্রাঈলের সালাম নিবেদন- ৯৯
- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা আওয়াল, আখের, জাহের ও বাতেন- ৯৯

❁ তৃতীয় প্রভা

(হাদীসে খাছাইছের উপর পর্যালোচনা)

- হুযূরের বাণী- " হে আবুবকর! আমার প্রভূ ভিন্ন আর কেউ আমার হাকিকত জানেনা"- ১০৬

❁ চতুর্থ প্রভা

(সাহাবীগণের বাণী সমূহ)

- প্রথম রেওয়ায়ত- ১০৭
- দ্বিতীয় রেওয়ায়ত- ১০৭
- তৃতীয় রেওয়ায়ত- ১০৭
- চতুর্থ রেওয়ায়ত- ১০৭
- হুযূরের ব্যাপারে খ্রীষ্টান পাদ্রীর ভবিষ্যৎ বাণী- ১০৭
- পঞ্চম রেওয়ায়ত- ১০৮

- আবু তালেব ও খ্রীষ্টান পাদ্রীর ঘটনা- ১০৮
- هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين - ১০৮
- হুযূরকে গাছ পালা ও পাথর সমুহের সজিদা- ১০৮
- হুযূরের উপর গাছ পালা ও মেঘমালা ছায়া বিস্তৃত করেছে- ১০৯
- ষষ্ট রেওয়ায়ত- ১০৯
- হুযূরের আগমনের ব্যাপারে হযরত তামীম দারীকে অদৃশ্য সংবাদ- ১০৯
- সপ্তম রেওয়ায়ত- ১০৯
- হুযূরের শানে কিছু কবিতা- ১০৯
- অষ্টম রেওয়ায়ত- ১১০
- হুযূরের দরবারে এক দাসীর ঘটনা- ১১০
- নবম রেওয়ায়ত- ১১১
- মা আমেনাকে ষষ্ট মাসে শুভ সংবাদ প্রদান- ১১১
- দশম রেওয়ায়ত- ১১১
- মা আমেনার স্বপ্ন ১১১
- একাদশ রেওয়ায়ত- ১১১
- মা আমেনার আরো একটি স্বপ্ন- ১১২
- দ্বাদশ রেওয়ায়ত - ১১২
- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হেজাবে আজমত পর্যন্ত গমন,আজান শ্রবন ও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জবাব - ১১২
- যবনিকা, নূরুল খেতাম (সমাপনী বক্তব্য) - ১১৩
- গ্রন্থপঞ্জি, লেখকের তথ্য সূচী যা লেখকের সামনে ছিল- ১১৫
- লেখক ও কিতাবটি কবুল হওয়ার দু'টি শুভ স্বপ্ন- ১১৯
- টীকা বিবরণী- ১২১

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রশ্নকারী :- জনাব মির্জা গোলাম কাদের বেগ্

লাল্ দরওয়াজা, মুন্গীর, ভারত।

শাওয়াল, ১৩০৫ হিজ্রী ।

প্রশ্নকারীর বক্তব্য: আ'লা হযরত ইমাম আহ্মদ রেযা (কাদ্দাসা ওয়া দামাল্লাহু জিল্লাহুম) এর খেদমতে সালাম বাদ আরজ হচ্ছে যে,আমাদের এলাকায় ওহাবীরা একটি নব্য ফিৎনা সৃষ্টি করছে। তারা বলছে যে, হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা সায়্যিদুল মুরসালীন (নবীকুল সম্রাট) নন। নাউজুবিল্লাহ। অথচ হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা যে সকল নবীগণের শ্রেষ্ট সম্রাট একথা সম্পর্কে তো মুসলমানদের একজন ছোট্ট বাচ্চাও অবগত। আর ওহাবীরা বলছে, এ ব্যাপারে নাকি কোরআন হাদীসের কোন প্রমাণ নেই। আমি এখানে চেষ্টা করেছি, কোর্আন,হাদীসের তেমন কোন দলীল পাচ্ছি না।

অতএব হুযূরের খেদমতে আশা করছি,যেন এ মাসয়ালাটিকে কোরআন সুন্নাহর আলোকে প্রমাণ করত: মুসলমান ভাইদের কৃতার্থ করেন।

উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والى اقوامهم خاصة ارسل المرسلين هو الذى ارسل نبينا رحمة للعالمين فادخل تحت ذيل رحمته الانبياء والمرسلين والملائكةالمقربين وخلق الله اجمعين وجعله خاتم النبيين فنسخ الاديان ولاينسخ له دين وادخل فى امته جميع المرسلين اذا اخذالله ميثاق النبيين سبحن الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى السموات العلى والى العرش الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفواد ومارای افتأمرونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى مازاغ البصر وماطغى وان الى ربك المنتهى وان عليه النشأة الاخرى يوم لايجدون شفيعا الا المصطفى فله الفضل فى الاولى والاخرى والغايةالقصوى والوسيلة العظمى والشفاعة الكبرى والمقام المحمود والحوض المورود وما لايحصى من الصفات العلى والدرجات العليا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى

اله وصحبه وكل منتم اليه دائما ابدا كما يحب ويرضى هوورب العلى الاعلى -

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়ত ও সত্যদ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সে দ্বীন সমুহের উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে। তিনি অতীব বরকতময় সত্তা যিনি তাঁর প্রিয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসালামা'র উপর কোরআন নাযিল করেছেন, যাতে তিনি বিশ্ববাসীকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেন। সকল রাসুলগণকে তিনি স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছেন, কিন্তু আমাদের প্রিয় নবীকে সমগ্র জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। অত:পর সকল নবী, রাসূল, নৈকট্যধন্য ফেরেস্তা ও সমগ্র খোদার সৃষ্টিকে তাঁর (প্রিয় নবীর) রহমতের ছায়াতলে দাখিল করেছেন। তাঁকে সকল নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ করেছেন। তাই তিনি অন্য সকল দ্বীনকে রহিত করেছেন কিন্তু তাঁর দ্বীনের একটি বর্ণও রহিত হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা সকল নবীগণ থেকে তাঁর রেসালতের স্বীকৃতি নিয়ে এদেরকে তাঁর উম্মত হিসাবে পরিগণিত করেছেন। পবিত্রতা ঐ সত্তার যিনি রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রিয় হাবীবকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা, আসমান সমূহ ও আরশে আযীম পর্যন্ত ভ্রমন করিয়েছেন। অত:পর প্রেমাস্পদ নবী ও প্রেমিক আল্লাহ পরস্পর নিকটবর্তী হলো। উভয়ের মধ্যে দু'তীর বরং তদপেক্ষাও কম ব্যবধান রইল। তখন তিনি (আল্লাহ) ওহী করলেন আপন মাহবূবের প্রতি যা ওহী করার ছিল। চক্ষুদ্বয় যা দেখলেন অন্তর তাতে দ্বিধাদ্বন্ধ করেনি। তবে কি তোমরা তাঁর সাথে তিনি যা দেখেছেন তাতে বিতর্ক করছ? তিনি তাঁকে দু'বার দেখেছেন। (এ মিলন মুহূর্তে) চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে,না সীমাতিক্রম করেছে। অত:পর আপনার প্রতিপালকের প্রতিই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর শেষ উত্থান তাঁরই দায়িত্বে। ঐদিন মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ছাড়া কোন সুপারিশকারী হবে না। অতএব আদি-অন্তে পরিব্যাপ্ত শ্রেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় উড়ন্ত ঝান্ডা, সার্বজনীন ওসীলার মহামান্বিত মর্যাদা, তৃষ্ণার্ত উম্মতের তৃষ্ণা নিবারক হাউজ (ঝরনা) তাঁরই অগণিত মহান গুণাবলী। আর আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে দরূদ,সালাম ও বরকত সর্বদা তাঁর উপর ও তাঁর পরিবার পরিজন,তাঁর সাহাবীগণও তাঁর নামের জপমালা জপকারীগণের উপর, যেভাবে তিনি ও তাঁর মহামহিম প্রভূ সন্তুষ্ট"।

হুযূর পুরনূর সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সকল নবী রাসূলের সম্রাট ও শিরোমনি এটা অকাট্য, ঈমানী, ইয়াকিনী অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও

সর্বজন বিদিত বিষয়। এ আক্বিদার বিরোধী পথভ্রষ্ট, নাস্তিক ও শয়তানের গোলাম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। والعياذ بالله رب العالمين (উভয় জগতের প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই এ ভ্রান্ত আক্বিদা হতে)।

কালেমা পড়ুয়া লোক যদি এই আক্বিদায় সন্দেহ করে তবে এর চেয়ে বড় আশ্চর্যের কথা আর কি হতে পারে! হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নবীকুল সম্রাট এটা আজ বুঝে না আসলেও কাল তা বুঝে আসবেই। যে দিন সমস্ত সৃষ্টিকে একত্রিত করা হবে। আর এ মহাসমাবেশের বর সাজানো হবে প্রিয় নবীকেই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)। মহা মর্যাদাশীল সকল নবী, এমনকি ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ও সেদিন আমাদের প্রিয় আক্বা ও মাওলা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র মুখাপেক্ষী হবেন। আপন পর সকলের প্রার্থনার হাত সেদিন তাঁরই সমীপে প্রসারিত হবে। সেদিন তাঁরই কালেমা পড়ানো হবে। তাঁরই প্রশংসার ঢংকা বাজবে চারিদিকে। এটা আজকের বয়ান, কালকের বাস্তবতা। সেদিন যারা ঈমানদার এবং তাঁরই নৈকট্যধন্য, এ সমস্ত সৌভাগ্যবান নূরবর্ষী আনন্দের ফল্গুধারায় মত্ত থাকবেন।

والحمد لله الذى هدانا لهذا – (১) "আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে এ বিষয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন"।

আর যারা বাতিল, যারা প্রিয় নবীর সর্বব্যাপী মর্যাদাকে অস্বীকার করে তারা সেদিন ভরাক্রান্ত হৃদয়ে আফসোসের হাত কপালে মারতে থাকবে। আর বলবে- يٰليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول- (২) "হায় আফসোস! যদি আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতাম!" اللهم اجعلنا من المهتدين ولاتجعلنا فتنة للقوم الظلمين – "হে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত প্রাপ্তদের মধ্যে পরিগণিত করুন। অত্যাচারী সম্প্রদায়ের ফিতনা থেকে হেফাজত করুন"।

মু'তাজিলা ফির্কার লোকেরা, যারা সম্মানিত নবীগণের তুলনায় ফিরিস্তাদেরকে উত্তম মনে করে, এতদসত্ত্বেও তাঁরা প্রিয় নবী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সায়্যিদুল মুরসালীন (নবীকুল সম্রাট) বলে মনে প্রাণে আক্বীদা পোষণ করে। তাঁরা প্রিয় নবীকে নৈকট্যপ্রাপ্ত সিনিয়র ফিরিস্তা ও সমগ্র খোদায়ীর সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট ও মর্যাদাবান বলে বিশ্বাস করে। ওলামায়ে কিরামের কিতাবে এরূপ রয়েছে। এ অধমের (আ'লা হযরতের) লেখা-

اجلال جبريل بجعله خادما للمحبوب الجميل-

"এজলালু জিবরীল বে-জা'আলিহী খাদেমান লিল্ মাহ্বূবীল জমীল" নামক পুস্তিকায় এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে।

واما الزمخشرى فقد سفه نفسه وتبع هوسه وجاهل مذهبه وتناهى في الضلال حتى لم يعلم مشربه كما نبه عليه اهل التحقيق والله سبحا نه ولى التوفيق-

"জামাখ্শারী (মু'তাযিলা ফিরকার অন্যতম নেতা) নিজেকে ভুলে গেছে, নির্বুদ্ধিতার ফাঁদে আঁটকে গেছে, তার মাজহাবকে ভুলে বসেছে, ভ্রষ্টতার এমন শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে যে, সে তার দলের বক্তব্য কি তাও ভুলে গেছে। মুহাক্কিকগণ তার ব্যাপারে উপরোক্ত মন্তব্যগুলো করে জাতিকে হুশিয়ার করেছেন। আল্লাহরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তিনিই তৌফিকের মালিক"।

হুযূর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) নবীকুল সম্রাট, এ ব্যাপারে দলীল তলব করাটা আমাকে রীতিমত আশ্চর্য করে তুলেছে। আবার প্রশ্নের ধরণ দেখে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে শোকর আদায় করছি যে, প্রশ্নকারীর আক্বীদাহ বিশুদ্ধ। তিনি শুধু অন্তরের প্রশান্তি ও তৃপ্তির জন্য দলীল তলব করেছেন। কিন্তু প্রশ্নের একটি বাক্য আমাকে খুবই অবাক করে যে, এ ব্যাপারে নাকি কুরআন হাদীসের কোন দলীল পাওয়া যায়নি। অথচ এ মাসআলাটির স্বপক্ষে কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও অগণিত হাদীসে মুতাওয়াতির (বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী দ্বারা বিবৃত হওয়ায় সন্দেহের অবকাশ মুক্ত) রয়েছে। প্রশ্নকারী আলেম হলে না পাওয়ার কোন হেতু নেই। আর অজ্ঞ বা মুর্খ হলে না পাওয়া স্বাভাবিক। এ ফকীর (আ'লা হযরত) হযরত আবু বকর ও ওমর (রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আন্হুমা)'র শ্রেষ্টত্বের উপর কুরআন হাদীসের অখন্ডনীয় অনেক দলীল সম্বলিত একটি কিতাব রচনা করেছি, আল্লাহরমেহের বানিতে যা নব্বইটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত।যার নাম-

منتهى التفصيل لمبحث التفضيل- "মুন্তাহাত্ তাফ্সীল লিমাবহাছিত তাফদ্বীল"

আবার এ কিতাবটি বেশ দীর্ঘ হওয়ায় পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবে মনে করে তার সারসংক্ষেপ নিয়ে আরেকটি কিতাব রচনা করেছি। যার নাম-

مطلع القمر ين فى ابا نة سبقة العمرين- "মাতলাউল কমরাঈন ফি এবানাতে ছবকাতিল ওমরাঈন"

হযরত আবু বকর ও ওমরের শ্রেষ্টত্বের উপর যদি এতো অগনিত কুরআন হাদীসের দলীল পাওয়া যায়,তাহলে যিনি শ্রেষ্টত্বের অতল মহা সাগর তাঁর

শ্রেষ্টত্বের দলীল পাওয়া যাবে না এটা কোন ধরনের কথা! অথচ প্রিয় নবীর মান মর্যাদা ও শ্রেষ্টত্বের জয়গান গেয়েছেন মহান আল্লাহ এভাবে–

ولوان ما فى الارض من شجرة اقلام والبحريمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله – (৩) "যদি পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সবই কলম হয়ে যায় আর সমুদ্র তার কালি হয়, এরপর আরো সাতটি সমুদ্র নেয়া হয়, তবুও কালিমাতুল্লাহ্ নিঃশেষ হবে না"।

আল্লাহর অনুগ্রহে আমি যদি চাই তাহলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা যে সকল নবী রাসূলগণের সম্রাট ও শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত বহু খন্ড বিশিষ্ট কিতাব রচনা করতে পারি। কিন্তু সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে, প্রয়োজন অনুসারে, আশেকগণের অন্তরের প্রশান্তি ও অস্বীকার কারী নবীদ্রোহীদের চিত্ত ও গাত্র দাহের নিমিত্তে এ বিষয়ে শুধু দশটি আয়াত ও একশটি হাদীস সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব রচনা করেছি। প্রথমে যার নাম রেখেছিলাম- قلائد نحور الحور من فرائد بحور النور- "কালায়েদু নুহুরীল হুর মিন্ ফরায়িদি বুহুরিন নূর"

পরবর্তীতে কিতাবটি রচনা সনের দিকে লক্ষ্য রেখে আবজাদী হিসেবে রচনা সন মিলিয়ে নাম রাখলাম— تجلى اليقين بان نبينا سيد المرسلين

"তাজাল্লিউল ইয়াক্বীন বে আন্না নবীয়্যানা সায়্যিদুল মুরসালীন"

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب وصلى الله تعالى على خير خلقه وسراج افقه واله وصحبه ومتبعيه وحزبه انه سميع قريب مجيب -

"আল্লাহই আমার সামর্থ্য দাতা, তাঁর উপরই আমার ভরসা,তাঁরই পানে আমার প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ তা'য়ালা সকল প্রশংসা তাঁরই শ্রেষ্ট সৃজন, তাঁরই সৃষ্টাকাশের আলোক বর্তীকা,সাহাবা,অনুসারী ও অনুগামীদের উপর। সুনিশ্চিত তিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটবর্তী ও প্রার্থনা কবুল কারী"।

এ কিতাবটি দু'অধ্যায়ে বিভক্ত ঃ

প্রথম অধ্যায়ে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শ্রেষ্টত্বের প্রমাণবহ পবিত্র আয়াত সমূহ।

আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে বিষয়ে পবিত্র হাদীস সমূহ।

আবার দ্বিতীয় অধ্যায় চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত,এ পরিচ্ছেদগুলো তা-বিশ বা প্রভা নামে আখ্যায়িত হবে।

* **প্রথম প্রভায়** রয়েছে কুরআনি আয়াত ব্যতীত কিছু ঐশী বাণী ।

* **দ্বিতীয় প্রভায়** রয়েছে হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র মহিমান্বিত হাদীস সমূহ। যদিও কতেক স্থানে অন্যান্য নবী ও ফিরিস্তাগণের বাণী দেখা যায়, এটাকে অনুসৃতের লেগাম অনুসরণ কারীর মধ্যে বুঝতে হবে।

* **তৃতীয় প্রভায়** রয়েছে, বিশুদ্ধ সনদে তথ্য নির্ভর বর্ণনাকারীর বর্ণনায় হুযূরের বৈশিষ্টে বর্ণিত হাদিছ সমূহ।

* **চতুর্থ প্রভায়** রয়েছে আলোচ্য বিষয়ে সম্মানিত সাহবীগণের চিত্তমুগ্ধকর হাদীছ, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব জানা ওলামায়ে কিরামের অভিমত ও সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রিয় নবীর শ্রেষ্টত্বের প্রমাণবহ সত্য স্বপ্ন ও শুভ সংবাদ সমুদয় -والله سبحانه وهو المعين والحمد لله رب العالمين

"আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালাই একমাত্র সাহায্যকারী, আর সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য"।

এ ছাড়াও ওলামায়ে উম্মতে মুহাম্মদীর অভিঁমত সংকলন সংগত ছিল। সংক্ষিপ্ততার তাগিদে তা বর্জন করি। এদের অভিমত জানতে আগ্রহীগণকে এ অধমের (আ'লা হযরত) লেখা--سلطنة المصطفى فى ملكوت كل الورى "সাল্ তানাতুল মুস্তফা ফি মালাকুতে কুল্লিল ওয়ারা"এবং قمر التمام لنفى الظل عن سيد الانام- "কামরুত তামাম লিনাফিয়িজ জিল্লি আন ছৈয়্যদীল আনাম"এবং اجلال جبريل بجعله خادما للمحبوب الجميل- "ইজ্লালু জিবরীল বে-জা'আলিহী খাদেমান লিল্ মাহ্বূবীল জমীল" নামক কিতাব গুলো দেখার অনুরোধ রইল والله الهادى ولى الايادى- "আল্লাহই পথ প্রদর্শনকারী এবং তিনিই সাহায্যের মালিক"।

প্রথম অধ্যায়

কুরআনী আয়াতের প্রদীপ্ত মুক্তামালা

প্রথম আয়াত :- মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم واخذ تم على ذالكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين – فمن تولى بعد ذالك فاولئك هم الفاسقون - (৪)

"হে মাহবুব! স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ সকল নবীদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিক্‌মত দেব, অত:পর যদি একজন সম্মানিত রাসুল এসে যান, যিনি তোমাদের সাথে যা কিছু রয়েছে এগুলোকে সত্যায়ন করবেন, তাহলে তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁর উপর ঈমান আনায়ন করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ ইরশাদ করেন- তোমরা কি এটা মানলে? এবং আমার এ গুরু দায়িত্ব কি গ্রহণ করলে? নবীগণ বললেন- আমরা মেনে নিলাম। আল্লাহ ইরশাদ করলেন- তোমরা পরস্পর স্বাক্ষী হও, আর আমিও তোমাদের সাথে স্বাক্ষী । এখন যারা এর পরেও ফিরে যাবে এরাই ফাসিক"।

প্রখ্যাত ইমাম আবু জাফর তাবারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ উক্ত আয়াতের তাফ্‌সীর করতে গিয়ে সমগ্র মুসলমান জাতির মওলা, আমিরুল মো'মেনীন হযরত আলী (কর্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) থেকে বর্ণনা করেন-

لم يبعث الله نبيا من آدم فمن دونه الا اخذ عليه العهد فى محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وباخذ العهد بذالك على قومه (৫)

"আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে যত নবী-রাসুল প্রেরণ করেন, সবার থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ব্যাপারে এ বলে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে,যদি এ নবীর যুগে তোমরা প্রেরিত হও তবে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন ও তাঁকে সহযোগিতা করবে। আর স্ব- স্ব উম্মতদের থেকেও এ ব্যাপারে ওয়াদা নেবে"।

অনুরূপ এ উম্মতের সুপন্ডিত কোরআন বিশেষজ্ঞ মুফাস্‌সীর হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস রাদ্বিয়াল্‌লাহু তা'য়ালা আনহু- এর বরাতে ইবনে জরীর (৬) ইবনে আসাকের, বদর জারকাসী, হাফেজ এমাদ বিন কসীর ও ইমামুল

হুফ্ফাজ আল্লামা ইব্নে হাজর আস্কালানী প্রমুখ ওলামাগণ উপরোক্ত উক্তিটিকে ছহীহ্ বুখারীর উদ্ধৃতি মর্মে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালাই ভাল জানেন। এভাবে ইমাম ইবনে আবী হাতেম তার তাফসীরে ইমাম সুদ্দীর বর্ণনার বরাতে আরো ব্যাপক আলোচনা করেছেন। ইমাম হাফেজ জালালুদ্দীন ছুয়ূতীও তার খাছায়েছে কুবরা নামক হাদীস গ্রন্থে এহাদীসটি সংকলন করেছেন। (৭)

এই খোদায়ী ওয়াদা মোতাবেক সর্বদা সম্মানিত নবীগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম) হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পদমর্যাদার প্রশংসা ও গুণে-গানে মুখরিত থাকতেন। তারা স্ব-স্ব ফেরেশ্তাবেষ্টিত সভা সমাবেশ গুলোকে হুযূরের স্মরণ ও প্রশংসা দ্বারা সৌন্দর্য্য মন্ডিত করতেন। আর আপন উম্মতদের থেকে হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে মজবুত ওয়াদা নিতেন। এ ধারাবাহিকতায় কুমারী সাধ্বী রমনীর পবিত্র সন্তান হযরত মসীহ্ কলিমাতুল্লাহ (আলাইহিমাসসালাম) ও এ শুভ সংবাদ নিয়ে আবির্ভূত হন। কুরআনুল্ করীমে উদ্ধৃতি এসেছে এভাবে- (৮) مبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد

"আমি শুভ সংবাদ প্রদান করছি এমন একজন রাসুলের, যিনি আমার পরে তাশরীফ আনবেন, তার নাম আহমদ"।

যখন সকল নক্ষত্ররাজি ও পূর্ণশশী অস্তমিত হলো, তখন সকল নবীগণের খতমীয়ত বা সমাপনের মর্যাদা নিয়ে,বিশ্ব উজ্জ্বলকারী নবুয়তের সূর্য সহস্রাধিক উচ্চ পদ মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের অধিকারী হুযূর কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাশরীফ আন্লেন।ইবনে আসাকের সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন-

لم يزل الله يتقدم فى النبى صلى الله عليه وسلم الى آدم فمن بعده ولم تزل الامم تتباشربه وتستفتح به حتى اخرجه الله فى خير امته وفى خير قرن وفى خير اصحاب وفى خير بلد (৯)

"সর্বদা আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ব্যাপারে হযরত আদম ও তার পরবর্তী সকল নবীগণ কে ভবিষ্যৎ বানী দিয়ে থাকতেন, পূর্বকার সকল নবীর উম্মতগণ হুযূরের আগমনের খুশি মানাতেন। হুযূরের ওসীলায় আপন শত্রুদের উপর বিজয় প্রার্থনা করতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে শ্রেষ্ঠতম উম্মতে, শ্রেষ্ঠতম বংশে, শ্রেষ্ঠতম সাথীদের মাঝে ও শ্রেষ্ঠতম শহরে প্রেরণ করলেন।"

যার সত্যায়ন কুরআনুল কারীমেই রয়েছে-

وكانوا من قبل يستفتحون عل الذين كفروا فلما جائهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين- (১০)

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামা'র আগমনের পূর্বে তারা কাফিরদের উপর তাঁর ওসিলায় বিজয় প্রার্থনা করত, অত:পর যখন তিনি তাদের নিকট আগমন করলেন, তারা তাঁকে চেনা-জানা সত্বেও অস্বীকার করে বসল। কাফিরদের উপর আল্লাহর লানত বা অভিসম্পাত"।

ওলামাগণ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন- যখন ইহুদীরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করত তখন তারা এভাবে দোয়া করত-

اللهم انصرنا عليهم بالنبى المبعوث فى آخر الزمان نجد صفته فى التوراة (১১)

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাওরীতে বর্ণিত গুণাবলীর ধারক, শেষ জামানায় প্রেরণের প্রতিশ্রুত নবীর ওসীলায় কাফিরদের উপর বিজয় দান করুন"।

এ দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করতেন। এ খোদায়ী বাণীর কারণে হাদীছে পাকে এসেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন-

والذى نفسى بيده لو ان موسى كان حيا اليوم ما وسعه الا ان يتبعنى (১২)

"ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আজকে যদি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও দুনিয়ায় থাকতেন তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর অন্য কোন অবকাশ থাকত না"।

এ হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইমাম দারমী ও ইমাম বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে, আর আবু নুয়াইম ইস্পাহানী তাঁর দালায়েলুন নুবুয়তে হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

এ কারণে শেষ জামানায় হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালাম নবুয়ত ও রেসালতের মহান মর্যাদা থাকা সত্বেও হুযূর পুরনূর ছাইয়িদুল মুরছালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম'র উম্মত রূপে এ পৃথিবীতে আভির্ভূত হবেন। তাঁরই শরীয়তের উপর তিনি আমল করবেন। ইমাম মাহদীর পেছনে নামাজ আদায় করবেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামা ইরশাদ করেন-

كيف أنتم اذا نزل ابن مريم فيكم وأمامكم منكم-(১৩)

"তোমরা কতইনা সৌভাগ্যবান, যখন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন অথচ তোমাদের ইমাম তোমাদের থেকে হবেন।" (অর্থাৎ ইমাম মাহদীই ইমাম হবেন)।

এ হাদিসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমদ্বয় হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

আর এই মজবুত প্রতিজ্ঞার কথা যা ১নং আয়াতে বিবৃত, তাওরীত কিতাবে আল্লাহ তা'য়ালা তা নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার সাথে এরশাদ করেছেন। যার কিছু কিছু আয়াত ইন্‌শা আল্লাহু তায়ালা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা হবে। ইমাম আল্লামা তকীউল মিল্লাতে ওয়াদ্বীন আবুল হাছান আলী বিন আব্দুল্লাহ ক্বাফী সুবুকী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি এ আয়াতের তাফসীর সম্বলিত একটি চমৎকার পুস্তিকা রচনা করেছেন। যার নাম-

التعظيم والمنةفي لتؤمنه به ولتنصرنه- (١٤)

(আত্ তাজীম ওয়াল মীন্নাহ ফী লাতু মিনুন্নাহ বীহি ওয়ালা তানসুরান্নাহ)

উক্ত কিতাবে তিনি এ পবিত্র আয়াত মর্মে প্রমান করেছেন যে, আমাদের হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হচ্ছেন সকল নবীগনের নবী, সকল নবী- রাসূল ও তাদের উম্মতগণ প্রকৃতপক্ষে হুযূর করীম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামারই উম্মত। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নবুয়ত ও রেছালত, হযরত আবুল বশর আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

كنت نبيا وآدم بين الروح و الجسد- (١٥)

"আমি নবী ছিলাম যখন হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম শরীর এবং আত্মার মধ্যখানে ছিলেন"।

এ হাদিসটি দ্বারা উপরোক্ত কথাগুলোর বাস্তবতাই বুঝা যায়। যদি আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হযরত আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালাম এদের সময়ে তাশরীফ আনতেন, তাহলে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন ও তাঁকে সহযোগিতা করা তাঁদের উপর ফরয হয়ে যেত। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা তো এটার ব্যাপারেই তাঁদের থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন। হুযূর সকল নবীদের নবী হওয়ার কারণেই তো মে'রাজ রজনীতে সকল নবীগণ তাঁরই পেছনে ইক্‌তিদা করেছেন। এ শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ান্ত বিকাশ কিয়ামত দিবসেই হবে।

ঐদিন আদম থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূল ও তাদের উম্মতগণ হুযূরেরই ঝান্ডার নিচে আশ্রিত হবেন। صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين

ইমাম সুবূকীর উক্ত পুস্তিকাটি খুবই চমৎকার। যার কথা এবং উদ্ধৃতি ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী খাছায়েছুল কুব্‌রা,ইমাম শিহাবুদ্দীন কুস্তলানী মাওয়াহেবুল লুদুনীয়া এবং পরবর্তী ইমামগণও আপন আপন রচনা গুলোতে সংকলন এনেছেন। এ কিতাবটিকে তারা নিয়ামতে ওজ্‌মা বা মহা নিয়ামত ও মাওয়াহেবে কুররা বা খোদায়ী বড় দান বলে মন্তব্য করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণের প্রতি উক্ত পুস্তিকা সমূহ পড়ে দেখার অনুরোধ রইল।

মোদ্দা কথা হচ্ছে যে, যদি কোন মুসলমান ঈমানী দৃষ্টি দিয়ে উক্ত আয়াতটিকে তার বর্ণনা শৈলীর দিকে থাকায়, তাহলে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাবে যে, হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হচ্ছেন আসলুল উসূল বা সর্বমূল।উম্মতগণের সাথে নবী রাসূলগণের যে সম্পর্ক, অনুরূপ অন্যান্য নবী রাসূলদের সাথে সৃজনকূল সম্রাট মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সম্পর্ক। উম্মতদের উপর ফরয করতেছেন যে তোমরা রাসূলদের উপর ঈমান আনয়ন কর। আর রাসূলদের থেকে প্রতিজ্ঞা নেয়া হচ্ছে যে, তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র উপর ঈমান আনয়ন ও তার গোলামী কর।আয়াতে সু-স্পষ্টভাবে একথাই ঘোষিত হচ্ছে যে, তিনিই হচ্ছেন মাকসুদে আসলী বা আসল উদ্দেশ্য। বাকিরা সকল তাঁরই অনুসারী এবং তারই বদান্যতায় ধন্য। কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন-

مقصود ذات او است دیگر جملگی طفیل

"প্রকৃতপক্ষে খোদার মকসুদ বা উদ্দেশ্য হচ্ছেন তিনিই (নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" আর অন্যরা তারই কারণে সৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আল্লাহ প্রদত্ত তওফিকে বলিয়ান হয়ে এ অধম বলতেছি যে, এই মর্ম কথাটির উপর কুরআনুল করীম কতইনা গুরুত্বারোপ করেছেন। এবং বিভিন্ন ধরনের তাগিদ মূলক শব্দ সম্ভার নিয়েছেন।

উপরোক্ত আয়াতের কয়েকটি সূক্ষ্ম কথা:-

এক :- সকল নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম হচ্ছেন মা'সুম বা নিষ্পাপ। আল্লাহর কোন বিধান ও নির্দেশের বিরোধিতা তাদের ব্যাপারে অকল্পনীয়। এটাই

যথেষ্ট ছিল যে,আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে এ বলে নির্দেশ দিবেন যে আমার এ সম্মানিত নবী যদি তোমাদের কাছে আসেন, তাহলে তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন এবং তাঁকে সাহায্য করবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এতটুকুতে শেষ করেননি বরং তাঁদের থেকে দৃঢ় অঙ্গিকার নিলেন। যা তাঁর রবুবিয়াত বা প্রভূত্বের অঙ্গিকার-

(১৬) الست بربكم "আমি কি তোমাদের প্রভূ নই"

এর পর দ্বিতীয় অঙ্গিকার। যা কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ্ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র" সাথে সন্নিবেশিত "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"। এতে করে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে,আল্লাহ ভিন্ন সকলের উপর আবশ্যক আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি; সেই সাথে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সর্বব্যাপি রেসালতের প্রতি ঈমানও।

দুই :- এ প্রতিজ্ঞাটিকে লামে কসম বা প্রতিজ্ঞা সূচক লাম দ্বারা তাগিদ সহযোগে বর্ণনা করেছেন। ইর্‌শাদ হচ্ছে- (১৭) - لتؤمنن به ولتنصرنه যেভাবে নবাবদের থেকে বাদশাদের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেয়া হয়। ইমাম সুবুকী বলেন-"মনে হয় শপথ বাক্য পাঠ করানোর রীতি এ আয়াত থেকেই নিসৃত"।

তৃতীয়:- শব্দগুলো "নুনে তাকীদ্" বা তাকিদ সূচক নুন সহযোগে বিবৃত হয়েছে।

তিন :- আবার لتؤمنن به এবং ولتنصرنه শব্দদ্বয়ে - ن - দুটি হচ্ছে - نون ثقيلة যা তাগীদ বা নিশ্চয়তাকে আরো দৃঢ়তর করছে।

চার :- গুরুত্বারোপের চুড়ান্তরূপ প্রত্যক্ষ করুন যে, মহাত্মন আম্বিয়াগণ আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব ও ওয়াদার ব্যাপারে কোন জবাব দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ নিজেই আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে বসলেন- أاقررتم তোমরা কি আমার গুরু দায়িত্ব ও ওয়াদা গ্রহণ করেছো? প্রকৃতপক্ষে এখানে বুঝে সমজে বলারও অবকাশ নেই, বরং এটা দ্রুত প্রণীত ও বাস্তবায়নযোগ্য বিধান।

ছয় :- এতটুকুতেই আল্লাহ তা'য়ালা শেষ করলেন না বরং ইর্‌শাদ করলেন (১৮) -واخذتم على ذالكم اصرى তোমরা কি তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জিম্মা নিলে? এটা শুধু স্বীকারোক্তি প্রদানে যথেষ্ট নয় বরং এক মহান দায়িত্বও বটে।

সাত :- আয়াতে عليه বা على ذالك এর স্থলে على ذالكم বলে দুরবর্তী ইঙ্গিতের দ্বারা সম্মান বুঝানো হয়েছে।

আট :- আরো একটু এগিয়ে এসে বলা হচ্ছে (১৯) - فاشهدوا

"তোমরা একে অপরের সাক্ষী হয়ে যাও"। অথচ আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করার কল্পনাও ঐ সমস্ত পূত-পবিত্র সত্তাগনের বেলায় অশোভন। (নাউজুবিল্লাহ)

নয় :- আল্লাহ তা'য়ালা শুধু সম্মানিত নবীগনের পরস্পর স্বাক্ষী হওয়ার উপর যথেষ্ট করছেন না বরং আবার ও ইরশাদ করছেন-

انا معكم من الشاهدين- (২০)

"আমি স্বয়ং নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষী হিসেবে রয়েছি"।

দশ :- বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, উল্লেখিত এতগুলো দৃঢ় তাগিদ ও নবীগণের ইসমত বা নিস্পাপতা সত্তেও অতি কঠোর হুশিয়ারী বাক্যে ঘোষিত হচ্ছে-

فمن تولى بعد ذالك فاولئك هم الفاسقون - (২১)

"যারা এ অঙ্গিকার ভঙ্গ করবে তারা ফাসিক হিসেবে সাব্যস্ত হবে।"

আল্লাহ! আল্লাহ! এরূপ সু-নিবিড় উদ্দ্যোগ ও চুড়ান্ত গুরুত্বারোপ তিনিতো স্বীয় তৌহিদের বেলায় করেছেন মাত্র। তিনি নিস্পাপ ফিরিস্তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন-

من يقل منهم الى اله من دونه فذالك نجزيه جهنم وكذالك نجزي الظالمين(২২)

"এদের থেকে যারা বলবে আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য রয়েছে আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি জালেমদের এরূপ শাস্তি দিই।"

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ এ ইঙ্গিতই দিচেছন যে, যে ভাবে আমার কাছে ঈমানের প্রথম অংশ- لا اله الا الله (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) এর গুরুত্ব রয়েছে,অনুরূপ ঈমানের দ্বিতীয় অংশ- محمد رسول الله "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) আল্লাহর রাসুল" এর ও পরিপূর্ণ গুরুত্ব রয়েছে।

আমি সারা জাহানের খোদা, নৈকট্য পাপ্ত ফেরেস্তারা ও আমার ইবাদত থেকে মাথা ফেরাতে পারে না । আর আমার মাহবুব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হবেন সমগ্র জাহানের রাসূল ও ইমাম। সকল নবী রাসূল তার শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং তার গোলামীর সর্ববেষ্টিত বৃত্তে আবদ্ধ।

والحمد لله رب العلمين وصلي الله تعالي علي سيد المرسلين محمد واله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الاالله وحده لاشرك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبين واكرم الاولين والاخرين . صلوات الله وسلامه عليه وعلي اله واصحابه اجمعين-

হুযূরের ব্যাপক কর্তৃত্ব ও মহান মর্যাদার ক্ষেত্রে উপরোক্ত দলিল থাকা সত্তেও অন্য প্রমানের কি প্রয়োজন ? - ولله الحجة البالغة

দ্বিতীয় আয়াত:- মহা মহীয়ান আল্লাহ্ ইর্শাদ করেন-

وماارسلناك الا رحمة للعالمين - (২৩)

"হে প্রিয় হাবীব! আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু সমস্ত জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ"। অর্থাৎ আমি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত রূপে প্রেরণ করেছি।

عالم(আলম) বলতে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই বুঝায়। যার মধ্যে সকল নবী ও ফেরেস্তারা সহ সমুদয় সৃষ্টি অকাট্য ভাবে শামিল রয়েছে। সুতরাং হুযূর পুরনূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা সবার উপর রহমত ও খোদায়ী অনুগ্রহ। আর তারা সবাই হুযূরের বিশ্ব ব্যাপী রহমতের দরবার থেকে রহমত পেয়ে সৌভাগ্যবান ও ধন্য হয়েছেন।

এজন্য আল্লাহর আওলিয়ায়ে কামেলীন ও ওলামায়ে আমেলীনগণ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন,সৃষ্টির আদি-অন্ত,জমিন-আসমান, ইহকাল পরকাল,দ্বীন দুনিয়ায়,আত্মা ও শরীরে ছোট-বড় কম-বেশী যত নিয়ামত, যে কেউ পেয়েছেন,পাচ্ছেন এবং পাবেন, সবকিছু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র দরবার থেকেই বন্টিত,বন্টমান এবং বন্টন হতে থাকবে।এ ব্যাপারে আমি (আ'লা হযরত) মহান আল্লাহর তওফীকে আমার লিখিত কিতাব-

سلطانة المصطفى فى ملكوت كل الورى "সাল্তানাতুল মুস্তফা ফী মালাকূতি কুল্লিল্ ওয়ারা"- এ বিশদ আলোচনা করেছি।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজি এ আয়াতের তাফ্সীর করতে গিয়ে বলেন-(২৪) - لما كان رحمة للعالمين لزم ان يكون افضل من كل العالمين যেহেতু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সমগ্র জাহানের জন্য রহমত সাব্যস্ত, সেহেতু তিনি কুল মাখ্লুকাতে শ্রেষ্টতম হওয়াটাও আবশ্যক বলে বিবেচিত হলো।

একটি কায়েদা বা সূত্র

আমি (আ'লা হযরত) বলছি - ادعاء التخصيص خروج عن الظاهر بلا دليل - وهو لايجوز عند عاقل فضلا عن فاضل – "নির্দিষ্ট করনের দাবী, জাহের বা সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে আরো অধিকতর স্পষ্ট কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে। অতএব নির্দিষ্টকৃত বিষয়টির জন্য দলীল তলব করাটা বিজ্ঞ জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে অবৈধ"।

তৃতীয় আয়াত:- আল্লাহ জাল্লা জিকরুহু এরশাদ করেন-

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه-(২৫)

"আমি প্রেরণ করিনি কোন রাসূলকে কিন্তু তার জাতীর ভাষা সহকারে"।

* সকল নবীগণের প্রেরণ নির্দিষ্ট একটি ভূখন্ডে

ওলামাগণ বলেন:- এ আয়াতে করীমা দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র পূর্ববর্তী সকল নবীকে পাঠিয়েছেন স্ব-গোত্র বিশেষে। এ কথার উপর আরো কিছু কুর্আন হাদিসের দলীল পেশ করছি।

কর্আনিক দলিল:-

আল্লাহ তায়ালা ইর্শাদ করেন - (২৬) لقد ارسلنا نوحا الى قومه

"আমি নূহকে আপন গোত্রে প্রেরণ করেছি"।

আরো ইরশাদ হচ্ছে- (২৭)- والى عاد اخاهم هودا

"আমি আ'দ জাতির কাছে তাদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক থেকে হুদকে প্রেরণ করেছি"।

আরো ইরশাদ হচ্ছে- (২৮) والى ثمود اخاهم صالحا

"সামুদ সম্প্রদায় এর প্রতি তাদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক থেকে সালিহকে প্রেরণ করেছি"।

আল্লাহ তায়ালা আরো ইর্শাদ করেন- (২৯) ولوطا اذا قال لقومه

"লূৎকে প্রেরণ করেছি যখন তিনি আপন সম্প্রদায়কে বললেন"।

আরো ইরশাদ হচ্ছে- (৩০) والى مدين اخاهم شعيب

"আমি মাদায়েন বাসির প্রতি তাদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক থেকে শুয়াইবকে প্রেরণ করেছি"।

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

(৩১) - ثم بعثنا من بعدهم موسى بايتنا الى فرعون وملائه

"অত:পর উল্লেখিত নবী গণের পর আমি আমার নিদর্শনাবলী সহকারে মুসাকে ফিরআউন ও তার রাজন্যবর্গের প্রতি প্রেরণ করেছি"।

আরো এরশাদ হচ্ছে- (৩২) ذالك حجتنا اتينها ابراهيم على قومه

"ঐগুলো আমার দলীল যা আমি হযরত ইব্রাহীমকে দিয়েছি তার সম্প্রদায়ের জন্য"।

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেন -

(৩৩) وارسلنه الى مائه الف او يزيدون

"আমি ইউনুস (আলাইহিস সালাম) কে এক লক্ষ বা এর চেয়ে অধিক লোকের কাছে প্রেরণ করেছি"।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর শানে ইরশাদ হচ্ছে- ورسولا الى بنى اسرائيل (৩৪) "তিনি বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত একজন সম্মানিত রাসূল।"

হাদিসের দলীল

সহীহ হাদীসে এসেছে-

كان النبى يبعث الى قومه خاصة (৩৫)

সম্মানিত নবীগণ বিশেষ করে স্ব স্ব গোত্রে প্রেরিত হয়েছেন, এ হাদীসটিকে ইমাম বুখারী ও মুসলীম উভয়ে হযরত যাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

অপর বর্ণনায় এসেছে- كان النبى يبعث الى قرية لا يعدوها (৩৬)

নবীগণ এক একটি জনপদে প্রেরিত হতেন, যাকে অতিক্রম করে অন্য কোন জনপদে যেতে পারতেন না।

এ হাদিস্টি হযরত আবু ইয়ালা তাঁর কিতাবে হযরত আউফ বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র প্রেরণ সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি

হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র প্রেরণের ব্যাপকতা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ্ ত'য়ালা ইরশাদ করেন -

وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لايعلمون (৩৭)

"হে প্রিয় হাবীব আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি কিন্ত সমস্ত মানবজাতীর জন্য শুভ সংবাদ ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে।তবে অধিকাংশ লোক এ ব্যাপারে অজ্ঞ।"

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا- (৩৮)

"প্রিয় হাবীব! আপনি বলুল হে সমগ্র মানব জাতি নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল।"

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا- (৩৯)

"বড় বরকতময় সে সত্তা যিনি তার প্রিয় বান্দার উপর কুরআন নাজিল করেন। যাতে তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হন।"

তাইতো স্বয়ং হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- (৪০) ارسلت الى الخلق كافه -

"আমি গোটা বিশ্ব জগতের প্রতি প্রেরিত"

এ হাদিসটি ইমাম মুসলিম আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে সংকলন করেন।

ইমাম দারমী ও আবুল ইয়ালা সংকলিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসে হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সার্বজনীন শ্রেষ্টত্বের আরো প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস বলেন-

ان الله تعالى فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى اهل السماء- (৪১)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সকল নবী ও ফেরেস্তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন"

উপস্থিত জনতা সকল নবীদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন- ان الله تعالى قال وما ارسلنك من رسول الا بلسان قومه وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما ارسلنك الا كافة للناس فارسله الى الانس والجن (৪২)

"আল্লাহ তা'য়ালা অপরাপর রাসূলদের ব্যাপারে বলেছেন- আমি কোন রাসূলকে প্রেরণ করিনি কিন্তু তার জাতির কাছে,স্ব-জাতীয় ভাষা সহকারে। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন- আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি তবে সমগ্র মানব জাতির জন্য। অতএব বুঝা গেল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল মানব দানব ও সৃষ্টিকূলের জন্য প্রেরণ করেছেন"।

সমগ্র মানব দানবের এমনকি ফেরেস্তাদের উপর ও হুযূরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যাপারে সকল ওলামা ও মুহাক্কেকীনগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ ব্যাপারে আমি আল্লাহ তায়ালার তওফীকে আমার রচিত কিতাব- اجلال جبريل(আজলালে জিবরীল) এ বিশদ আলোচনা করেছি। সারসংক্ষেপ কথা হচ্ছে সকল গাছ-পালা, পাথর-মাটি, আসমান-জমীন, পাহাড়-সাগর, তথা আল্লাহ ব্যতীত সাকল কিছু হুযূর সাল্লাল্মহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র অধীনে। তাইতো কুরআনুল করীমে হুযূরের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে عالمين (আলামীন) শব্দের

প্রয়োগ হয়েছে। (যা আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছু কে শামিল করে)। আর সহীহ মুসলিম শরীফে خلق (খাল্‌কুন) শব্দটি এসেছে তাও তাগিদ সূচক كافة (খাফফাতুন) শব্দ দ্বারা আরো স্পষ্টকারী হাদিস হচ্ছে যা ইমাম তাব্‌রানী মু'জামে কবীর এ ইয়ালা বীন মুররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

(৪৩) ما من شيئ الا يعلم انى رسول الله الا كفرة الجن والانس-

"কোন বস্তু নেই যারা আমাকে রাসূল বলে জানে না। কিন্তু অবাধ্য জ্বীনজাতি এবং ইনসানজাতি।"

উপরোক্ত আয়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র শর্তহীন শ্রেষ্টত্বের কয়েকটি দিক

প্রথম পূর্ববর্তী সকল নবীগণ আলাইহিমুচ্ছালাম এক একটি নির্দিষ্ট শহরের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। আর হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হচ্ছেন সপ্ত মহাদেশ সপ্ত আসমান সপ্ত জমিন এমনকি সকল সৃষ্টি জগতের দায়িত্ব প্রাপ্ত মহাসম্রাট।

দ্বিতীয় রেছালতের জুব্বা খুবই ভারী। আর এটা বহন করা অতিব কঠিন। তাইতো আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন: (৪৪) ان سنلقى عليك قولا ثقيلا

"নিশ্চয় আমি আপনার উপর একটি ভারী বানী অবতরণ করেছি। তাইতো মুসা ও হারুন আলাইহিমাচ্ছালামের চেয়ে আরো অধিকতর প্রভাবশালী নবীদেরকে পর্যন্ত প্রথমেই তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে"। (৪৫) لاتنيا فى ذكرى "আমার জিকিরের বহনে দূর্বল হয়ে যেওনা।" নিশ্চয় আমি আপনার উপর একটি ভারী বানী অবতরণ করেছি। তাইতো মুসা ও হারুন আলাইহিমাচ্ছালামের চেয়ে আরো অধিকতর প্রভাবশালী নবীদেরকে পর্যন্ত প্রথমেই তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে"।

(৪৫) لاتنيا فى ذكرى

"আমার জিকিরের বহনে দূর্বল হয়ে যেওনা।"অতএব, যাদের রেছালত একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নিকট, তার বহন যদি এত কষ্টকর হয়। তাহলে যার রেছালত মানব-দানব, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর- দক্ষিন, গোটা খোদার খোদায়ীকে ঘিরে রয়েছে তার ভারীত্ব কতবেশী হবে? তাইতো যেমন কষ্ট তেমন প্রতিদান, যেমন খেদমত তেমন ক্বদর ও সম্মান। افضل العبادات احمزها "অতীব উত্তম এবাদত হচ্ছে যাতে কষ্ট বেশী।"

তৃতীয় কাজ যত মহান তার জন্য ব্যক্তিও হয় মহান। বাদশা ছোট ছোট কাজের জন্য তাঁর অধিনস্থ নিম্নস্থরের কর্মকর্তাগণকে প্রেরণ করেন। আর কাজটি যদি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে সর্বোচ্চ পদস্থ ব্যক্তি নিশ্চিত পাঠাবেন। এখানে যেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হলো, তদ্রুপভাবে অন্যান্য রাছুলগণও রাছুলকুল সর্দার এর রেছালতের মধ্যে পার্থক্য।

চতুর্থ কাজ যত ব্যাপক তার সরঞ্জাম সামগ্রীও তত ব্যাপক। একজন নবাব বা জেলা প্রশাসকের জন্য তার জেলা পরিচালনায় সৈন্য,খাদ্য ও যা কিছু প্রয়োজন সে অনুসারে তা তাকে দিতে হয়। আর যিনি রাজাধিরাজ সপ্ত মহাদেশ যার রাজত্বে, এ ব্যাপক রাজত্ব পরিচালনায় যাবতীয় যা কিছু দরকার তা অবশ্যয় তাঁর শানমান অনুসারে তাঁকে প্রদান করা হবে। এখানে সরঞ্জাম বলতে খোদায়ী সাহায্য ও প্রশিক্ষণকে বুঝানো হয়েছে, যা হযরাতে আম্বিয়ায়েকেরামকে প্রদান করা হয়েছে। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র কলবে যত জ্ঞান,বুদ্বি ও গুনাবলীর সন্নিবেশ ঘঠেছে অন্যান্য নবীগণের তুলনায় তা অনেক অনেক বেশী ও পরিপূর্ণ।

ইমাম ফখ্রুদ্দীন রাযী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে 'রা-যী' তে, ইমাম হাকীম তিরমীজির বরাতে এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

রিছালতের বাণী পৌছানোর ক্ষেত্রে নবীগণের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

আমি বলছি (আলা হযরত) এখন লক্ষ্য করুন সম্মানিত নবীগণের কাছে তাদের উপর অর্পিত আমানত আদায় এবং রেসালতের বাণী পৌছানোর ক্ষেত্রে কি কি জিনিসের প্রয়োজন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :-

(এক) حلم বা সহনশীলতা : যাতে খোদাদ্রোহী কাফীরদের দৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ ও বেয়াদবীতে মনোবল না হারান। তাইতো মহান আল্লাহর ঘোষনা –

دع اذا هم وتوكل على الله (৪৬) "আপনি তাদের কষ্টকে এড়িয়ে চলুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন"।

(দুই) صبر বা ধৈর্য্য:দুশমনদের অত্যাচারে যাতে ভেঙ্গে না পড়েন। ঘোষনা হচ্ছে-–فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل (৪৭) "আপনি ধৈর্য্য ধারন করুন যেভাবে রাসূলদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়রা ধৈর্য ধারন করেছিলেন"।

(তিন) تواضع বা বিনয়ী হওয়া:যাতে তাদের সহচার্যকে ঘৃনা না করেন। ঘোষনা হচ্ছে- واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين- (৪৮)
"মু'মীনদের মধ্যে যারা আপনাকে অনুসরন করবে তাদের জন্য আপনার (দয়ার)ডানা অবনত করুন।"

(চার) رفق বা নম্রতা : যাতে অন্তর মোবারক সর্বদা তাদের দিকে লেগে থাকে, আল্লাহ তায়ালার ঘোষনা হচ্ছে - فبما رحمة من الله لنت لهم (৪৯)
"অত:পর কেমনই আল্লাহর কিছু দয়া হয়েছে যে, হে মাহবুব! আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন"।

(পাঁচ) لينت বা দয়াবান হওয়া : তিনি যেন সকল কল্যাণ প্রাপ্তির একমাত্র মাধ্যম হন। আল্লাহ তায়ালা তাইতো (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার) ব্যাপারে বলেন--رحمة للذ ين امنوا منكم (৫০) "আপনি যাতে রহমত প্রদানকারী হন ঈমানদারদের জন্য।"

(ছয়) شجاعت বা বীরত্ব : বিপুল পরিমাণ শত্রুদেরকেও যেন খেয়ালে না নেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-
انى لا يخاف لدى المرسلين- (৫১) "নিশ্চয় আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণের ভয় থাকেনা"।

(সাত) جود وسخاوت বা দান দক্ষিণা: যা আন্তরিক ভালবাসা গড়ে ওঠার একমাত্র কারণ। কেননা মানুষ তো এহসানের গোলাম। যিনি কারো প্রতি এহসান বা সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রসার করে, তার দিকেই তো অন্তর ঝোঁকে।তাইতো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন لاتجعل يدك مغلولة الى عنقك- (৫২) "আপন হাত আপন ঘাড়ের সাঞে আবদ্ধ রেখোনা"।

(আট) عفو বা ক্ষমা মার্জনা : যাতে মূর্খ ও সাধারণ লোকেরা ফয়েজ রহমত থেকে বঞ্চিত না হয়। তাইতো আল্লাহ তায়ালা বলেন-
فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين - (৫৩) " সুতরাং তাদেকে ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণগণ আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র"।

(নয়) استغناء وقناعت বা অমুখাপেক্ষিতা ও অল্পেতুষ্টি : যেন প্রিয় নবীর মহান শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষনাকে নির্বোধরা দুনিয়া তলব বা পার্থিব কামনা বলে ধারনা করতে না পারে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- لاتمدن عينك الى ما متعنا به ازواجا منهم "আপন চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করে ঐ বস্তুর প্রতি তাকাবেন না, যা আমি তাদের কিছু সংখ্যক যুগলকে ভোগ করার জন্য প্রদান করেছি"।(৫৪)

(দশ) كمال عدل বা সুনিপূন ন্যায়পরায়ণতা : যেন তিনি উম্মতগণকে সু-সভ্যকরণ, শিষ্টাচার ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে এই মহত্ব গুনটির প্রতি দৃষ্টি রাখেন। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– وان حكمت بينهم فاحكم بالقسط

"আপনি যদি তাদের মাঝে ফয়সালা করেন, তাহলে তা ন্যায়পরায়নতার সাথে ফয়সালা করুন"। (৫৫)

(এগার) كمال عقل বা পরিপূর্ণ আকল থাকা :- যেহেতো আকল হচ্ছে সকল মর্যাদা ও সম্মানের কেন্দ্রবিন্দু যার কারণে নারীদের মধ্যে কখনো নবী হয়নি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন – وما ارسلنا من قبلك الا رجالا (৫৬)

"আর আমি আপনার পূর্বে যতো রসুল প্রেরণ করেছি সবই পুরুষ ছিলো"।

আর কোন বনজঙ্গল ও গ্রাম্য ব্যক্তিকে নবুয়ত প্রদান করা হয়নি। কেননা এরা স্বাভাবিকভাবে রুঢ় ও উগ্র প্রকৃতির হয়। যেমন কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে-

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نولى اليهم من اهل القرى (৫৭).

"আর আমি আপনার পূর্বে যতো রসুল প্রেরণ করেছি সবই পুরুষ ছিলো। যাদেরকে আমি ওহী করতাম এবং সবরই শহরের অধিবাসী ছেলো"

اهل القرى اى اهل الامصار "আহ্লুল কুরা" বলতে শহরবাসীদের বুঝানো হয়েছে।

হাদীস শরীফে রয়েছে – من بداجفا (৫৮) যারা গ্রামে বসবাস করে,তারা সাধারণত উগ্র বা রুঢ় প্রকৃতির হয়।

এভাবে নবী হওয়ার জন্য বংশের পবিত্রতা সুন্দর অনিন্দ্য আরিজাত আকৃতি প্রকৃতি সহ সকল উত্তম গুনাবলীর নেহায়তই জরুরী।যেন তার কথায় কোন ধরনের ছিদ্রান্বেষণ করার সুযোগ না থাকে।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, উপরোক্ত বর্ণিত গুনভান্ডার গুলো নবুয়তের মুকুট ধারী বাদশা (হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম) কে প্রদান করা হয়। অতএব,যার রাজত্ব যত বিশাল তার মধ্যে এ সমস্ত গুনভান্ডার ও তত বিশাল।

হাদীসে রয়েছে – ان الله تعالى ينزل المعونة على قدر المؤنة (৫৯) "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য নাযিল করেন"। তাইতো আমাদের প্রিয় নবী হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এ সমস্ত পারিজাত গুনাবলী ও অনুপম চরিত্রগুলোর অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে সকল নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন।

তিনি ইরশাদ করেন – انما بعثت لا تمم مكارم الاخلاق "নিশ্চয় আমি তো উত্তম চরিত্রগুলোকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে প্রেরিত"। (৬০)

এ হাদিস্‌টি ইমাম বুখারী তাঁর 'আদাবুল মুফ্‌রাদ'এ, ইব্‌নে সা'দ হাকেম ও বায়হাকী হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন। হযরত ওহাব্‌ বিন মুনাব্বাহ বলেন –আমি একাত্তরটি আসমানী কিতাবে এ কথাটি লেখা দেখেছি যে, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিশ্ব বাসীকে যতগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করা হয়েছে এবং হবে এগুলো সব মিলে হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামনে যেন সমগ্র মরুভূমির বালি সমূহের সামনে একটি বালির কণা। (৬১)

পঞ্চম পূর্ব থেকে আমার আলোচনা চলে আসছে যে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম'র রিছালত দুনিয়ায় তাশরীফ আনয়ন কালের সাথে খাস নয় বরং সৃষ্ঠির আদি-অন্ত সকল কিছুই তাঁর রিছালতের সামিয়ানায় পরিবেষ্টিত। জামে তিরমীযিতে হাসান সনদে এবং হাকেম, বায়হাকী ও আবু নুয়াঈম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে, আর ইমাম আহমদ তাঁর মসনদে, ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে, ইবনেসা'দ, হাকেম, বায়হাকী ও আবু নুয়াইম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত মাইছারাতুল ফজর থেকে বর্ণনা করেছেন। অন্য দিকে ইমাম বাজ্জার, তিরমিজী ও আবু নুয়াইম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে, আবার আবু নুয়াইম সুনাজির মাধ্যমে আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। অপর দিকে ইবনে সা'দ তাঁর কিতাবে ইব্‌নে আবীল জা'দ, মাত্‌রাফ বিন্‌ আব্‌দিল্লাহ্‌ শাকির ও আমের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে, উপরোক্ত কিতাবগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন সনদে ও সমার্থবোধক শব্দের মাধ্যমে বর্ণিত আছে যে, হুযূর করীম সায়্যিদুল মুরছালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র খেদমতে আরজ করা হয়েছিল-

متى وجبت لك النبوة (৬২) "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কখন নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন"? হুযূর ইরশাদ করলেন- وآدم بين الروح والجسد "যখন হযরত আদম আত্মা-কায়ার মধ্যখানে ছিলেন"। অর্থাৎ যখন তাঁকে সৃষ্টি করা হয়নি, জাবালুল হুফ্‌ফাজ (হাদীস মুখস্ত কারীদের মধ্যে পাহাড় সম মর্যাদার অধিকারী) ইমাম আসকালানী তাঁর الاصابة আল্‌-ইসাবাহ্‌ নামক কিতাবে লিখেছেন- سنده قوى(৬৩) হযরত মাইসারার বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস্‌টি সনদে খুবই মজবুত ও বিশুদ্ধ।

কবি বলেন- آدم سروتن باب وگل داشت * کوحکم بملك جان ودل داشت

তাই শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম অভিমত পেশ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যার স্রষ্টা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর রাসূল।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শেখ মুহাক্কিক আব্দুল হক দেহলভী তাঁর প্রণীত মাদারেজুন নাবুয়্যাহ্ গ্রন্থে বলেন-

چوں بود خلق آں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم الاخلاق بعث کرد خدائے تعالی اورا بسوئے کافہ ناس بلکہ عام گردا نید جن وانس را بلکہ جن وانس نیز مقصور نگردانید تا انکہ عام شد تامہ عالمین راپس ہر کہ اللہ تعالی پر ور دگار است محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول او ست

(৬৪)"যেহেতু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র চরিত্র অতিব উত্তম ও অনুপম, তাই তাকে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানব জাতির নিকট প্রেরণ করলেন। আর তার রেছালতকে শুধু মানবজাতির জন্য সীমাবদ্ধ রাখলেন না বরং জ্বীন ইনসান উভয়ের জন্য ব্যাপক করে দিলেন। শুধু তাই নয় বরং তার রেছালতকে সমগ্র জাহানের জন্য এতো ব্যাপকতর করে দিলেন যে, আল্লাহ যার পালনকর্তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁরই রাসূল। এরূপই বুঝতে হবে"।

এ কথা আরো অকাট্য ভাবে প্রমানিত হলো যে, হযরাতে আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্পর্ক যেখানে শুধুমাত্র এক একটি বসতি বা গোত্রের প্রতি হত আর সেখানে আরশের উপরে সম্মানের অধিকারী সে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সৃষ্টির প্রত্যেকটি অনুপরমানু,আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় সবকিছু, এমনকি সকল নবী রাসূলগণের সাথে ও তাঁর রেছালতের সম্পর্ক রয়েছে। আর প্রত্যেক নবী রাসূল তো আপন উম্মতের চেয়ে অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ, এটা তো একেবারে স্বাভাবিক কথা। যার কোন দলীলের প্রয়োজন নেই।

والحمد لله رب العالمين

চতুর্থ আয়াত মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন - تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات (৬৫) "এরা রাসূল যাদেরকে একে অপরের উপর ফজিলত দান করেছি। এদের মধ্যে কারো সাথে

আল্লাহ কথা বলেছেন। আবার এদের মধ্যে কারো কারো সম্মান অনেক অনেক উপরের স্থরে উত্তোলন করেছেন"।

ইমামগণ বলেন উপরোক্ত আয়াতে بعض বা কেহ দ্বারা হুযূর সায়্যিদুল মুরছালীকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তাকে সকল নবী রাসূলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। ইমাম বাগভী, (৬৬) বায়জাবী, (৬৭) নাসাফী, (৬৮) সুয়ূতী, কুস্ত লানী, জুরকানী, শামী, হালভী সহ অনেকেই এরূপ তাফসীর করেছেন। আর তাফসীরে জালালাঈনে রয়েছে- (৬৯) ورفع بعضهم এর بعض শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা। আর তাফসীরে জালালাঈনের একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে, যদি কোন শব্দের একাধিক তাফসীর থাকে তবে সেখানে সার্বাধিক বিশুদ্ধ তাফসীরটি উল্লেখ করা হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, بعضهم থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছেন হুযূর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

আর আয়াতে بعض বা কেহ " এরূপ উল্লেখ করে হুযূরের মর্যাদা ও বিশ্বজোড়া খ্যাতির দিকে পূর্ণ ঈঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ , ইনি এমন সত্তা যার নাম উল্লেখ হোক বা না হোক তারই দিকে খেয়াল যাবে। আর অন্য কারো খেয়াল আসবে না। ফকীর (আ'লা হযরত) বলছি– প্রেমিকেরাই তো জানে নাম উহ্য রাখার মাঝে কত শিষ্টতা ও সুখানুভূতিকর তৃপ্তি রয়েছে।

اے گل بتو خرسندم تو بوئے کسے داری

"হে ফুল আমি তোমাতে কতইনা আনন্দিত! কেননা তুমি তো কারো সুগন্ধি বহন করছ"।

مژدہ اے دل کہ مسیحا نفسے می آید کہ زانفاس خوشش بوے کسے می آید

"শুভ সংবাদ হে অন্তর, কারো উজ্জিবনী নিঃশ্বাস আমার নাসিকায় এসেছে। তার খোশ্ নিঃশ্বাসে কারো সুগন্ধি অনুভূত হচ্ছে"।

(৭০) کسی کا دو قدم چلنا یہاں پا مال ہوجانا

"কারো দু কদম পা বাড়ানোটা এখানে আনন্দের শ্রোতধারা বয়ে আনবে"।

পঞ্চম আয়াত هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله وکفی بالله شهیدا (৭১)

"তিনি ঐসত্তা যিনি আপন রাসুলকে সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন,যাতে সেটাকে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ঠ"।

আল্লাহ তা'য়ালা এই করুনাধন্য উম্মতদেরকে সম্বোধন করে বলেন- كنتم خير امة اخرجت للناس (৭২) "তোমরাই শ্রেষ্ঠতম উম্মত যাদেরকে মানুষের

অস্থিত্বে আনা হয়েছে"। এ আয়াতে করীমা সুস্পষ্ট ঘোষানা দিচ্ছেন যে,হুযূরের দ্বীন অন্য সকল দ্বীন সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ট ও পরিপুর্ণ।

আর হুযূরের উম্মত সকল উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ট ও মর্যাদাবান।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাঁর মসনদে, ইমাম তিরমিজী তাঁর জামেতে হাসান সুত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবার এ হাদিছটিকে ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে ও ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদারাকে মুওয়াবিয়া বীন হিদাহ থেকে বর্ণনা করেন। মুলত হাদিছটি হচ্ছে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

وانتم تتمون سبعين امة انتم خيرها واكرمها على الله (৭৩)"তোমরা সত্তর তম উম্মত বা জাতীতে উপনীত। আর আল্লাহর কাছে তোমরাই সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ট ও মর্যাদাবান"।

ষষ্ট আয়াত মহান আল্লাহ কুরআনে করীমে প্রিয় নবীর পূর্ববর্তী সকল নবী রাসুলদেরকে নাম ধরে ডেকেছেন, যেমন-

يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة (৭৪)"হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে থাক"। يا نوح اهبط بسلام منا (৭৫)"হে নূহ! আমার পক্ষ থেকে শান্তি লয়ে নেমে পড়"। يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا (৭৬)"হে ইব্রাহীম! তুমি স্বপ্নকে বাস্ত-বায়ন করলে"। يا موسى انى انا الله (৭৭)"হে মূসা! নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ"। يا عيسى انى متوفيك (৭৮)"হে ঈসা! আমি তোমাকে পরিপূর্ণ বয়সে পৌছাবো"। يا داؤد انا جعلناك خليفة (৭৯)"হে দাউদ! আমি তোমাকে প্রতিনিধি বানিয়েছি"।

يا ذكريا انا نبشرك (৮০)"হে জাকারিয়া! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সু-সংবাদ দিচ্ছি"। يا يحيى خذ الكتاب بقوة (৮১) "হে ইয়াহিয়া! তুমি কিতাবটিকে শক্ত করে ধর"। বুঝা গেল কুরআনের সাধারণ স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে সকল নবীদে কে তাঁদের স্ব স্ব নাম ধরে ডাকা।

কিন্তু কুরআনের যে স্থানে হুযূর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে আল্লাহ তায়ালা ডেকেছেন, তখন হুযূরের নাম ধরে ইয়া মুহাম্মদু বলে ডাকেন নি বরং হুযূরের বিভিন্ন গুণবাচক উপাধি দ্বারা ডেকেছেন ও স্বরণ করেছেন। যেমন কুরআনে এসেছে– يا ايها النبى انا ارسلناك (৮২) "হে নবী (গায়েবের খবরদাতা) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি"। يا ايها

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك (৮৩) "হে রাসূল! আপনি পৌছিয়ে দিন যা আপনার উপর নাজিল করা হয়েছে"। يا ايها المزمل قم الليل (৮৪) "হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ করুন"। يا ايها المدثر قم فانذر (৮৫) "হে উপর-আবরণী(চাদর)আবৃতশায়ী দন্ডায়মান হয়ে যান অত:পর সতর্ক করুন"। يس والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين (৮৬) "ইয়া-ছীন। হিকমতময় কুরআনের শপথ নিশ্চয় আপনি প্রেরিত"

طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى (৮৭) "হে ত্বো-হা! আমি আপনার উপর কুরআন শরীফ এজন্য নাজিল করিনি যাতে আপনি কষ্টে উপনিত হৌন"।

অতএব, সকল জ্ঞানী তা অবগত হবে, উপরোক্ত সম্বোধন ও আহবান সমুহ শুনার সাথে সাথে হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামা ও অন্য সকল নবী ও পরবর্তী রাসুলদের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু। কবি কতইনা সুন্দর করে বলেছেন- يا آدم است باپدر انبياء خطاب يا ايها النبى خطاب محمداست (৮৮) "হে আদম বলে (নাম ধরে) ডাকলেন নবীগণের পিতাকে, আর ইয়া আইয়ুহান নবীয়ু(উপাধি সহকারে)ডাকলেন হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে"

যৌক্তিক ব্যাখ্যা ইমাম ইজ্জুদ্দীন বিন্ আবদুছ ছালাম ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বলেন- বাদশাহ যখন নিজের সকল আমীর ওমরাগণকে নাম ধরে ডাকেন আর তাঁদের মধ্যে যদি কোন খাস নৈকট্য প্রাপ্তকে- হে নৈকট্য প্রাপ্ত মহান ব্যক্তিত্ব! হে বাদ্শাহের স্থলাভিষিক্ত! হে মহা সম্মানের অধিকারী! হে রাষ্ট্রের মালিক! ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেন, তবে বাদ্শাহের এরূপ সম্বোধনে রাজ দরবারে তাঁর মর্যাদা, সম্মান ও মহাত্ব ও অন্যান্য উজির ওমরা থেকে অধিক প্রিয়তর হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারেনা।

ফকীর (আ'লা হযরত) বলেন- কুরআনে করীমের ইরশাদকৃত ইয়া আইয়ুহাল মুজ্জাম্মিলু! ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাচ্ছিরু! ইত্যাদি প্রিয়তর সম্বোধনে কিযে মজা তা আহ্লে মহাব্বত বা প্রেমিকেরাই জ্ঞাত। এ আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার সময় হুযূর সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা চাদর মোবারক পরিধেয় অবস্থায় শুয়ে আরাম ফরমাচ্ছিলেন। ঐ অবস্থায় হুযূরকে এ প্রিয় খেতাব দিয়ে সম্বোধন করলেন তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ আল্লাহ। যেভাবে একজন প্রিয় প্রেমিক তার প্রাণাধিক প্রিয়কে সম্বোধন করেন- "হে মুকুট শুভিত! হে রেশমী দোপাট্টা পরিহিত! হে আঁচল হেলিয়ে গমণকারী! "।

উক্ত জাগতিক সম্বোধন সমূহ মহান আল্লাহ কর্তৃক তার মাহবুবকে করা সম্বোধনের সাথে তুলনার অবকাশ না থাকলে ও এখানে শুধুমাত্র পার্থিব দৃষ্টান্ত হিসেবে বুঝানোর জন্য উপস্থাপিত হল।

فسبحان الله والحمد لله ذى الجاه والصلوة الزهراء على الحبيب

একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমি (আ'লা হযরত) আরো বলছি– লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, মদিনার পাপিষ্ট ইহুদী ও মক্কার অভিশপ্ত মুশরিকগণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ব্যাপারে যে সমস্ত কুরুচি পূর্ণ সমালোচনা করত, তাদের এ অমূলক কথাগুলোর হুবহু উদ্ধৃতি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে রদ করার ও তাদেরকে আজাবের ভয় প্রদর্শনের জন্য উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু এ বেয়াদবদের বেয়াদবী মুলক সম্বোধন যেমন তারা তাঁকে নাম ধরে ডাকত, এটা বর্ণনার জন্য ও কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তবে হ্যাঁ যেখানে তারা সুন্দরতম উপাধিমুলক সম্বোধন করেছেন যদি তারা এ সম্বোধন ঠাট্টা বা উপহাস করার মানসে করেছে তবুও আল্লাহ কুরআনে সে গুলোকে বিবৃতি এনেছেন। যেমন- يا أيها الذى نزل عليه الذكر قالوا (৮৯)"তারা বলল, হে সত্তা! যার উপর কুরআন নাজিল করা হয়েছে"।

পক্ষান্তরে হুযূরের পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীগণকে কাফেররা যেভাবে ডেকেছে, আল্লাহ তার হুবহু কুরআনে উদ্ধৃতি দিয়েছেন । যেমন-

يا نوح قد جادلتنا (৯০)"হে নূহ! আপনি আমাদের সাথে ঝগড়া করছেন"।

يا ابراهيم أأنت فعلت هذا بالهتنا (৯১) কাফিররা বলল, "হে ইব্রাহিম! আপনি কি আমাদের খোদার সাথে এসব কিছু করেছেন" يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك(৯২)"হে মুসা! আপনি আপনার প্রভূকে আমাদের ব্যাপারে বলুন যে ব্যাপারে তিনি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন" يا صالح أئتنا بما تعدنا (৯৩)"হে সালেহ! আপনি যার ব্যাপারে আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন তা নিয়ে আসুন" قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول (৯৪) "তারা বলে হে শুয়াইব আমরা তোমার অনেক কথা বুঝতেছিনা"। বরং পূর্ববর্তী নবীগন (আলাইহিমুচ ছালাম) কে তাঁদের অনুসারীগণ তাঁদের নাম ধরে ডাকতেন। যেমন কোরান মজীদে এরুপ বর্ণনা পাওয়া যায় । মুসার অনুসারীগণ তাঁকে নাম ধরে এভাবে ডাকতেন।

يا موسى لن نصبر على طعام واحد (৯৫) "হে মূসা আমরা একটি খাবারের উপর ধৈয্য ধারণ করব না ."

হযরত ঈসার হাওয়ারীগণ তাঁকে ডাক দিলেন এভাবে - يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك (৯৬)"হে ঈসা! আপনার প্রভু কি এটা করতে সক্ষম হবেন?" আর অপর দিকে প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ব্যাপারে এ আইন জারী করা হল যে, এই করুনা প্রাপ্ত উম্মতগণের জন্য নবী আলাইহি আফজালু ছালাতু ওয়াত তাসলীমের পবিত্র নাম ধরে সম্বোধন করা হারাম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا (৯৭) "রাসূলকে আহ্বান করা, ডাকা এভাবে নির্ধারণ করিও না যেভাবে একে অপরকে তোমরা ডাক।" যেমন আমরা একে অপরকে নাম ধরে হে জায়েদ হে ওমর এভাবে ডাকি। অনুরূপ রাসূলকে সেভাবে নাম ধরে ইয়া মুহাম্মদু বলে সম্বোধন করা হারাম। বরং এভাবে আরজ কর, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ইয়া হাবীবাল্লাহ্, ইয়া সায়্যিাদাল মুরসালীন, ইয়া খাতামান নবীয়্যীন, ইয়া শাফিয়াল মুজনিবীন। (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা)।

আবু নুয়াইম তার কিতাব দলাযেলুন নবুয়্যাহ'র মধ্যে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের একটি বর্ণনা এনেছেন। তিনি বলেন- كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله عن ذالك اعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبى الله يارسول الله (৯৮) "ইসলামের প্রথম যুগে সাহাবারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে নাম ধরে ইয়া মুহাম্মদু বলে ডাকতেন। পরবর্তীতে প্রিয় নবীর মান মর্যাদা ও সম্মানের কারণে আল্লাহ এরূপ সম্বোধনকে অত্র আয়াত দ্বারা নিষেধ করে দিলেন" ।

এ আয়াত নাযিলের পর সাহাবারা নবীকে ইয়া নবীয়্যাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলে এরূপ সম্বোধন করতেন।

মুহাদ্দিস বায়হাকী ইমাম আলকামা ও ইমাম আসওয়াদ থেকে আর আবু নুয়াইম ইমাম হাসান বসরী ও ইমাম সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করেন যে- لا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله يا نبى الله (৯৯) (আল্লাহ তায়ালা বলেন) "তোমরা নবীকে ইয়া মুহাম্মদু বলো না। বরং ইয়া রাসূলাল্লাহ,ইয়া হাবিবাল্লাহ বল)"।

হযরত আনাস বিন্ মালেক এর অন্যতম ছাত্র ইমাম ক্বাতাদাহ ও এ আয়াতের অনুরূপ তাফসীর করেছেন। এজন্য ওলামায়ে কিরাম সু-স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাম ধরে ডাকা-সম্বোধন করা হারাম।

বাস্তবিক পক্ষে এটাতো বিচার্য বিষয় যে, যাকে তাঁর মালিক ও মাওলা আল্লাহ তায়ালা নাম ধরে ডাকেন নি তাহলে গোলামের কি সাধ্য ও সাহস যে আদবের রাস্তা পরিত্যাগ করবে? বরঞ্চ ইমাম জয়নুদ্দীন মারাগী ও অন্যান্য মুহাক্কেকীন (আইন গবেষকগণ) বলেছেন যে, যদি কোন দোয়ায় "ইয়া মুহাম্মদু" থাকে, এ দোয়ার মধ্যে "ইয়া মুহাম্মদু" এর স্থলে "ইয়া রাসূলাল্লাহ্" বলাটা সার্বাধিক উচিত।

যে দোয়া স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কোন সাহাবীকে শিক্ষা দিয়েছেন, যেমন (উসমান বিন হুনাইফের হাদীসে বর্ণিত) দোয়া "ইয়া মুহাম্মদু ইন্নি তাওয়াজ্জাহ্তু বিকা ইলা রাব্বী"(১০০) (হে মুহাম্মদ, আমি আপনাকে ওয়াসীলা করে আল্লাহর দরবারে সম্মুখিন হয়েছি)।

অথচ দোয়ায়ে মা'সুরার মধ্যে পারত পক্ষে পরিবর্তন করা যায় না। যেমন হাদীসে "নবীয়্যিকাল্লাজী আরসালতু" এ কথা বুঝায়। এ গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাটির ব্যাপারে এ যুগের অধিকাংশ লোক বেখবর, অলস, অজ্ঞ। তাই উপরূক্ত কথাগুলো স্বরণে রাখা সকলের জন্য ওয়াজিব। এ অধম (আ'লা হযরত) এ মাসআলাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমার ফতওয়া সংকলন ফতওয়ায়ে রেজভীয়্যাহ'র মধ্যে বর্ণনা করেছি। আমি আল্লাহর প্রদত্ত শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বলছি, এটাতো হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ব্যাপার। আর হুযূরের ওসীলায় হুযূরের উম্মতগণকে ও আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদেরকে যেভাবে ডেকেছেন সেভাবে ডাকেন নি। যেমন আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য নবীদের উম্মতদেরকে ডেকেছেন- يا ايها المساكين "হে মিসকিনরা"। যা পবিত্র তাওরীত কিতাবের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে। একথাটি হযরত খাইছমা বলেছেন। আর ইবনে আবি হাতেম সেটাকে সংকলন করেছেন। আবার এ বর্ণনাটি ইমাম ছুয়ূতী তাঁর কিতাব খাছায়েছুল কুব্রার মধ্যে এনেছেন।(১০১) আর এ দয়াধন্য উম্মতদেরকে যখন আল্লাহ ডেকেছেন তখন- يا ايها الذين آمنوا "হে ইমানদারগণ!" বলে ডাকলেন। এর চেয়ে বড় সম্মান ও মর্যাদার কথা এ উম্মতের জন্য আর কি হতে পারে? সত্যিইতো প্রিয়'র সাথে সংশ্লিষ্টরাও প্রিয়। তাইতো কুরআনে করীমে বিবৃত হল- فاتبعونى يحببكم الله (১০২) "আমাকে অনুস্মরণ কর, আল্লাহর প্রিয় হয়ে যাবে।"

সপ্তম আয়াত আল্লাহ তা'য়ালা আপন হাবিবে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون (১০৩)"হে হাবিব! আপনার প্রাণের শপথ, নিশ্চয়ই এ কাফিররা তাদের নেশায় অন্ধ হয়ে রয়েছে।"

আল্লাহ ত'য়ালা আরো ইরশাদ করেন- لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد (১০৪)"এ শহরের শপথ, কেননা হে প্রিয় হাবিব আপনি তো এ শহরে অবস্থান করছেন।" ইরশাদ করেন- وقيله يا رب ان هولاء قوم لايؤمنون (১০৫) "রাসূলের ঐ কথার শপথ,যে কথায় তিনি বলেছেন,হে প্রভু! নিশ্চয়ই লোকগুলো ঈমান আনবে না।" ইরশাদ করেন- والعصر (১০৬)"মুহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র বরকত ধন্য সময়ের শপথ।" হে মুসলিম ভাইয়েরা! এ মহান মর্যাদা সে প্রেমাস্পদত্ত্বের প্রাণ ভিন্ন অন্য কারো ভাগ্যে কি জুটেছে? দেখুন কুরআনে করীমে মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের শহর,তাঁর অমিয়বাণী, তাঁর কাল ও তাঁর প্রাণের শপথ করেছেন। হ্যাঁ, হে মুসলিম ভাইয়েরা! মাহবুবীয়্যতে কুবরা বা মহান প্রেমাস্পদত্ত্বের এটাই প্রকৃতি। والحمد لله رب العالمين

ইবনে মারদুবীয়্যাহ তার তাফসীর গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- ما حلف الله بحياة احد قط الا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى يامحمد! وحياتك لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون (১০৭) "আল্লাহ তা'য়ালা কারো হায়াতের শপথ করেননি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হায়াতের শপথ করা ব্যতীত। তাইতো মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, হে প্রিয় হাবিব! আপনার জীবনের শপথ, নিশ্চয়ই তারা তাদের নেশায় অন্ধ।" আয়াতে- لعمرك এর অর্থ হচ্ছে- يا محمد وحياتك "হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জীবনের শপথ।"

আবু ইয়া'লা, ইবনে জরীর, ইবনে মারদুবীয়্যাহ, বায়হাকী, আবু নুয়াইম, ইবনে আসাকের ও বাগভী এরা সকলেই ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন- ما خلق الله وما ذرا وما برأ نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما حلف الله بحياة احد قط الا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم لعمرك انهم لفى سكراتهم يعمهون- (১০৮)"আল্লাহ তা'য়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার চেয়ে সর্বাধিক সম্মানিত কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি এবং ভবিষ্যতেও করবেননা। আল্লাহ তা'য়ালা তিনি ভিন্ন অন্য কারো প্রাণ বা হায়াতের শপথ করেননি। যেমন কুরআনে এসেছে আপনার হায়াতের শপথ কাফিররা তাদের নেশায় মত্ত।"

অপর দিকে ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মদ গাজ্জালী রচিত এহইয়াউল উলুমে, ইমাম মুহাম্মদ বিন আলহাজ্ব আবদরী মক্কী তাঁর রচিত মাদখলে, ইমাম আহমদ

বীন মুহাম্মদ খতীবে কুস্তলানী মাওয়াহেবে লুদুনীয়াতে ,আল্লামা শিহাব উদ্দিন খাফাজী নছিমুর রিয়াজে, হযরত আমীরুল মু'মেনীন ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার খিদমতে তাঁর অভিব্যক্ত বর্ণনা করত: বলেন-

بابی انت وامی یا رسول الله قد بلغ من فضيلتك عند الله تعالى ان اقسم بحياتك دون سائر الانبياء ولقد بلغ من فضيلتك عنده ان اقسم بتراب قدميك فقال لا اقسم بهذا البلد-(১০৯)"ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার পিতা মাতা আপনার কদম শরীফে কুরবান হউক । নিশ্চয় আপনার মান মর্যাদা আল্লাহর নিকট এত উর্ধ্বস্থানে পৌঁছেছে যে, মহান আল্লাহ অন্যান্য নবীদের নয় বরং আপনার জীবনের শপথ করেছেন। আপনার পবিত্র মর্যাদা এত সুউচ্চ যে আপনার পবিত্র পদধুলার শপথ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। যেহেতু কুরআনে এরশাদ করেছেন, আমি এ শহরের শপথ করছি"।

শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী তাঁর প্রণীত মাদারিজুন নবুয়ত গ্রন্থে লিখেছেন-

ایں لفظ د ر ظاہر نظر سخت می د رآید نسبت بجانب عزت چوں گویند کہ سوگند می خورد بخاکپائے حضرت رسالت ونظر بحقیقت معنی صاف وپاک کہ غبارے نیست برآں وتحقیق ایں سخن آنست کہ سوگند خورن حضرت رب العزت جل جلالہ بچیزے غیر ذات وصفات خود برائے اظہار شرف وفضیلت وتمیز آں چیزست نزد مردم ونسبت بایشاں تابدانند کہ اں امرے عظیم وشریف ست نہ آنکہ اعظم است نسبت بوی تعالی (১১০)

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামার পদধূলার শপথ করেছেন, শব্দটি আল্লাহর দিকে সম্পর্ক বিবেচনায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে অশুভনীয় মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'য়ালার শানে তা নয়। কথাটির বাস্তব বিশ্লেষন এই যে, আল্লাহ নিজ সত্বা ও গুনাবলী ব্যতিরেকে অন্য কোন জিনিসের শপথ করার অর্থ হচ্ছে ঐ জিনিসের শ্রেষ্টত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করা, ঐ বস্তুটির মহানত্ব ও শ্রেষ্টত্ব মানুষের নিকট প্রকাশ করাই তাঁর একমাত্র উদ্দ্যেশ্য। এ নয় যে, ঐ জিনিসটি আল্লাহর চেয়ে বড়।"

অষ্টম আয়াত কুরআন শরীফে বিভিন্ন আয়াতে সম্মানিত নবীগনের সাথে কাফিরদের মূর্খতাপূর্ণ ঝগড়া বিতর্কের কথা উল্লেখ আছে। যা পাঠ করলে দেখা যায় যে, ঐ সকল পাপিষ্টরা সম্মানিত নবীগনের শানে নানারূপ দূর্ব্যবহার ও অহেতুক আচরণ করেছে। আর সম্মানিত রাসুলগণ স্বীয় মহান সহনশীলতা ও

অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় এগুলোর জবাব দিতেন। এর কয়েকটি কুরআনিক উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলো।

১। হযরত নূহ আলাইহিচ্ছালামকে তাঁর সম্প্রদায়রা বলল-

انا لنراك فى ضلال مبين- (১১১)

"নিশ্চয় আমরা আপনাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে মনে করছি।"

এদের জবাবে হযরত নূহ আলাইহিচ্ছালাম বললেন-

يقوم ليس بى ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين- (১১২)"হে আমার সম্প্রদায়রা ভ্রান্তির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আর আমিতো উভয় জগতের পালনকর্তার রাসুল।"

২। হযরত হুদ আলাইহিচ্ছালামকে আ-দ সম্প্রদায়রা বলল- انا لنراك فى سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين- (১১৩)"নিশ্চয় আমরা আপনাকে নির্বোধ জ্ঞান করছি, আমাদের ধারণায় নিশ্চয় আপনি মিথ্যুক।"

তিনি তাদের উত্তরে বললেন- يا قوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العامين (১১৪)"হে আমার সম্প্রদায়রা প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে নির্বোধ্যতার কিছু নেই, আমি তো রাব্বুল আলামীনের রাসুল।"

৩। হযরত শুয়াইব আলাইহিচ্ছালামকে মাদইয়ানবাসীরা বলল- انا لنراك فينا ضعيفا ولو لا رهطك لرجمناك وما انت علينا العزيز (১১৫)

"আমরাতো আপনাকে আমাদের মাঝে দূর্বল দেখছি, যদি আপনার সাথে এই কয়জন লোক না থাকত, তাহলে আমরা আপনাকে পাথর মারতাম, আর আপনিতো আমাদের দৃষ্টিতে সম্মানিত নন।" এদের উত্তরে তিনি বললেন-

يا قوم ارهطى اعز عليكم من الله واتخذتموه ورائكم ظهريا (১১৬)

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে আমার স্বজনবর্গের প্রভাব কি আল্লাহ অপেক্ষা ও বেশী, আর তোমরা তাঁকে তোমাদের পৃষ্ট পশ্চাতে ফেলে রেখেছ।"

৪। হযরত মুসা আলাইহিচ্ছালামকে ফিরআউন বলল- انى لاظنك يا موسى مسحورا (১১৭) "হে মুসা নিশ্চয় আমি আপনাকে যাদুগ্রস্থ মনে করছি।"

এর জবাবে তিনি বললেন- لقد علمت ما انزل هولاء الارب السموات والارض بصائره وانى لاظنك يا فرعون ميثورا- (১১৮)"তুমি খুবই ভাল জান যে, এগুলো (তাওরাত) জ্ঞান দৃষ্টি পরিস্পুটিত করণে আসমান ও জমীনের মালিক ছাড়া আর কেউ নাজিল করেন নি, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হে ফেরআউন নিশ্চয় তুমি ধ্বংস হবে।"

অধিকন্তু হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ শানে কাফিরগণ যে মুখরাপনা বেআদবী করেছে, আল্লাহ নিজেই তাঁর জবাবের ভার নিলেন। আর মাহবুবে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পক্ষ থেকে তিনিই জবাব দিলেন। নানারূপ ভাষায় প্রিয় হাবীবের নিষ্কলুষতা ও পূত পবিত্রতার গুণাগুণ গেয়েছেন। স্থানে স্থানে দুষ্ট শত্রুদের অপবাদ গুলোকে শপথের মাধ্যমে খন্ডন করেছেন। বে-নিয়াজ (অমুখাপেক্ষী) আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে তাদের জবাব দেয়া থেকে বে-নিয়াজ (অমুখাপেক্ষী) করে দিলেন। আর আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে দেয়া জবাব, হুযূরের নিজের জবাব থেকে অনেক অনেক গুণ শ্রেয়। এটি খোদায়ী মহান মর্যাদা যা অনন্ত।

ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم- "এটা আল্লাহরই প্রদত্তদান যা তিনি যাকে চান তাকে দান করেন। আল্লাহই মহান পদ মর্যাদার অধিকারী।"

কাফিরদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ আর খোদার পক্ষ থেকে তার জবাবের কিছু উদাহরণ নিম্নে পেশ করছি।

১। কাফিররা বলল--يا ايها الذى نزل عليه الذكر انك لمجنون (১১৯)"হে সত্তা যার উপর কুরআন নাজিল হয়েছে নিশ্চয়ই আপনি পাগল।"

তাদের এ বেয়াদবীর জবাবে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন – ن والقلم وما يسطرون وما انت بنعمة ربك بمجنون- (১২০) "নূন! কলম! ফেরেস্তারা যা লিখতেছে এগুলোর শপথ,আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে কভু পাগল নন।" وان لك لاجر غير ممنون (১২১)"আর অবশ্যই আপনার জন্য অশেষ পুরষ্কার রয়েছে।" যেহেতু আপনি এই পাগলদের দূব্যর্বহারে ধৈয্য ধারণ করেছেন। তাদের দূর্ব্যবহারের পরিবর্তে আপনি ভদ্রতা ও নম্রতার সাথে তাদের সম্মুখীন হয়েছেন। পাগলরা তো প্রবাহমান বাতাসের সাথে ও ঝগড়া করে। আপনার মত ধৈর্য্য ও সহনশীলতা সম্পন্ন সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানীদের মধ্যে একজন ও নেই। তাইতো বলা হয়েছে –انك لعلى خلق عظيم- (১২২) "নিশ্চয়ই আপনি মহান শিষ্টাচার ও উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।" শুধুমাত্র সহনশীলতা ও ধৈর্য্য গুণ কেন, আপনি তো এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের সর্বোচ্চ চূড়ায় উপনিত, বিশ্ব পন্ডিতগণের সকল চারিত্রিক গুণাবলীগুলো একত্রিত হয়ে ও আপনার মহান চরিত্র ও শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষদেশের সামান্য ঘ্রাণের কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। এমতাবস্থায়

যারা আপনাকে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ দূর্ব্যবহার করে তাদের চেয়ে বড় অন্ধ আর কে হতে পারে? অধিকন্তু তাদের এ অন্ধত্ব ও কিছু দিনের জন্য মাত্র।

(১২৩)"শিঘ্রই আপনি ও দেখবেন এবং তারা ও দেখবে যে, তোমাদের মধ্যে পাগল কে।" আজকে মূর্খতা পাগলামী ও অভ্যন্তরীন অন্ধত্বের কারণে যা ইচ্ছা তা বল। দৃষ্টির অন্ধত্ব গোচার সময় একেবারে নিকটবর্তী। সে দিন আপন পর সকলের কাছে সু-স্পষ্ট হয়ে যাবে পাগল কে ছিল।

২। কিছুদিন ওহী বা প্রত্যাদেশ বিলম্বিত হলে কাফিরগণ বলতে লাগল –

(১২৪)"নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে তাঁর প্রভু ছেড়ে দিয়েছে এবং তাকে অপছন্দ করেছে।" তাদের জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন (১২৫)"দ্বি প্রহরের শপথ এবং রাতের শপথ যখন অন্ধকার আচ্ছাদিত হয়" অথবা হে প্রিয় হাবীব! আপনার উজ্জল চেহারা মোবারকের শপথ এবং আপনার যুলফ মোবারক (কোনের পাশ্বে মুখের চুয়ালের উপর চুলের গুচ্ছ) এর শপথ! যখন সেগুলো, মুখমন্ডলের দিকে প্রক্ষিপ্ত হয়ে ঝলমল করে।

(১২৬) "না আপনার প্রভু আপনাকে ছেড়েছেন, না আপনাকে অপছন্দ করেছেন।"

এ কাফের দূর্ভাগ্যরা তখন মনে মনে ঠিকই বুঝেছে যে, আপনার উপর কি পরিমাণ খোদার দয়া রয়েছে। এ দয়া অবলোকনে তারা জ্বলছে। হিংসা ও বিদ্বেষের তুফান বয়ে যাচ্ছে তাদের অন্তকরনে। তাদের জলন্ত অন্তরের আগুন দাউ দাউ করে আরো জ্বলে উঠছে। কিন্তু তাদের এ খবর নেই যে, আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে – (১২৭) "নিশ্চয়ই আপনার জন্য দুনিয়ার চেয়ে আখিরাত উত্তম।"

সেথায় যে অগনিত নিয়ামত আপনাকে প্রদান করা হবে, সে গুলো না কোন চক্ষু কখনো দেখেছে, না কোন কর্ণ কখনো শুনেছে, না কোন মানুষ বা ফেরেস্তা সেগুলোর ব্যাপারে ভাবতে ও পেরেছে। ঐ অনুগ্রহ রাজীর ব্যাপারে সার সংক্ষেপ আলোচনা হচ্ছে, (১২৮)"শিঘ্রই আপনার প্রভূ আপনাকে এতো দেবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান।"

ঐ দিন শত্রু-মিত্র সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, আপনার সমকক্ষ আল্লাহ তা'য়ালার আর কোন মাহবুব ছিল না, এখনো নেই এবং থাকবেও না। ভাগ্যিস যদি আজ এ অন্ধরা আখিরাতের প্রতি ঈমান না রাখত তাহলে আপনাকে প্রদান

করা খোদায়ী অপুরন্ত অসমান্য প্রচুর নেয়ামত গুলো যা আজকে নয় আদিকাল থেকে প্রদান করা হয়েছে, তারা কি দেখেনি আপনার প্রথম অবস্থা? আসলে তারা দেখেছে কিন্তু তা তারা বিশ্বাস করে নাই। আপার উপ তোখোদা প্রদত্ত এমন অনুগ্রহ রয়েছে যা কখনো পরিবর্তন হবেনা।

৩। কাফির বলল لست مرسلا (১২৯) "আপনি রাসুল নন।" তার জবাবে আল্লাহ ঘোষণা দিলেন- يس والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين (১৩০)

"হে নবীকুল সর্দার বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রাসুল।"

৪। কাফিররা হুযূরকে শুধুমাত্র একজন কবি বলে নিন্দা করলে তার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলেন- وما علمناه الشعر وما ينبغى له (১৩১) "আমি (আল্লাহ) তাঁকে কবিতা শিখাইনি আর তা তাঁর মর্যাদার উপযোগীও নয়।" ان هو الا ذكر وقرآن مبين (১৩২) "আর (তার উপর নজিল কৃত কিতাব)এটাতো উপদেশ ও সুস্পষ্ট বয়ান সম্বলিত কোরান ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

৫। মুনাফিকরা হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র শানে বিভিন্ন ধরনের বেয়াদবীপূর্ণ বাক্য বলত। যেমন- তারা একদিন পরস্পর বলল- "হে তোমরা মুহাম্মদের ব্যাপারে যেমন তেমন বলনা কারন এ গুলো সব তাঁর কাছে পৌছে যাবে। তাদের অপর দল বলে, পৌছলে কি হবে? তিনি যদি আমাদের কে জিজ্ঞেস করেন আমরা শপথ করে এটা অস্বীকার করব। তাহলে তা তিনি বিশ্বাস করে ফেলবেন। هواذن(১৩৩)"তিনিতো আমরা যে রূপ বলব সে রূপই শুনবে "

তিনিতো আমাদের মতই শুনবে এর চেয়ে বেশী নয়, মুনাফিকদের এ হঠকারিতামূলক কথার জবাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- اذن خيرلكم (১৩৪) "এ কান তো তোমাদের মঙ্গলের জন্য" তাই তো তিনি তোমাদের মিথ্যা ওজর আপত্তি ও কবুল করেন। তোমাদের এ কপটতা গুলো তিনি জেনে বুঝেও অত্যাধিক সহনশীলতা ও দয়াদ্রতায় ক্ষামার দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি কি তোমাদের এ গোপন রহস্য ও ভেতরের লোকায়িত কথাগুলোর ব্যাপারে অবগত নন? يؤمن بالله (১৩৫) "তিনি আল্লাহর উপর ঈমান রাখেন" এবং তোমাদের রহস্যাবলী তাকে অবগত করান। সুতরাং তোমাদের মিথ্যা শপথে তিনি কি করে আস্থা রাখবেন? হ্যাঁ ويؤمن للمؤمن (১৩৬) ১৩৬অর্থ– ঈমানদারদের আলোচনা বাস্তব জ্ঞান করেন যে, তিনি তাদের অন্তরের বাস্তব অবস্থা অবগত। এজন্যেই ورحمة للذين امنوا منكم (১৩৭) "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য তিনি রহমত। তাঁরই ওসিলায় পরকাল নিবাসে মু'মিনরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন"।

যদিও দুনিয়ায় তিনি তোমাদেরকে ক্ষামার দৃষ্টিতে দেখেছেন যা তোমাদের জন্য রহমত। তথাপিও তার পরিণাম ভাল মনে কর না। তোমাদের এ দৃষ্টতাপূর্ণ আচরণে তিনি অবশ্যই কষ্ট পাচ্ছেন। আর যারা রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন- والذين يوذون رسول الله لهم عذاب اليم (১৩৮) "আর যারা রাসূলুল্লাহকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে"।

৬। চির অভিশপ্ত ও পাপিষ্ট ইব্নে উবাই যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে এ অভিশাপ পূর্ণ প্রস্তাবটি পেশ করল যে, (কুরআনের ভাষায়)

يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الا عز منها الاذل (১৩৯)

"মুনাফিকরা বলল,যদি আমরা মদিনায় ফিরে যাই, তাহলে অবশ্যই যে বড় সম্মানিত সে সেখান থেকে তাকেই বের করে দেবে,যে অত্যন্ত লাঞ্ছিত।"

এদের জবাবে আল্লাহ জাল্লাজালালুহু বলেন–

ولله العزة لرسوله للمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون (১৪০)

"সম্মান তো আল্লাহ,তার রাসূল ও মু'মিনদের জন্যই, যদিও মুনাফিকরা অবগত নয়।"

৭। মুনাফিক নেতা আস বিন ওয়ায়েল হুযূর সায়্যিদুল মুরছালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সাহেবজাদা গণের এন্তেকালে তাঁকে আবতার (বংশ কর্তিত) বলে দূর্ণাম ছড়ায়। তার জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন– انا اعطينك الكوثر- (১৪১)"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে অধিক কল্যাণ দান করেছি।"

সন্তান সন্ততি দ্বারা নাম বেঁচে থাকার সাথে আপনার মহান মর্যাদা চর্চার কি সম্পর্ক? অনেক সন্তান সন্ততি ওয়ালা লোক পৃথিবীতে এসে চলে গেছে। কিন্তু তাদের নাম নিশানা ও বাকি নেই। আর আপনার প্রশংসার জয় ঢংকা তো কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের আনাচে কানাচে জগতের বিভিন্ন প্রান্তরে প্রান্তরে বাজবে। আপনার নামের খুতবা পঠিত হবে আসমান জমীনের বিভিন্ন স্থরে স্থরে। আপনাকে এমন পূতঃপবিত্র সন্তান সন্ততি প্রদান করা হবে, যাদের অস্থিত্ব দ্বারা পৃথিবীর অস্থিত্ব নির্ভর করবে। এছাড়াও সমুদয় মুসলমান আপনার রূহানী ছেলে সন্তান। তাদের জন্য আপনার মত এত দয়ালু পিতা আর কেউ নেই। বরঞ্চ যথার্থভাবে আপনি লক্ষ করুন যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতই মূলত আপনার রুহানী আওলাদ। কেননা আপনি না হলে তো কিছুই হতো না। আপনার নূর থেকেই তো সকলের সৃষ্টি। তাইতো আবুল বশর (আদিপিতা) আদম আপনাকে স্মরণ করার সময় এভাবে বলতেন يا ابنى صورة وابای معنى (১৪২)"হে যিনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমার সন্তান আর প্রকৃত পক্ষে আমার পিতা"।

আর আখিরাতে যা আপনাকে দেয়া হবে তার পরিণাম তো আল্লাহই জানেন। যখন তাঁর এত বিপুল পরিমান অনুকম্পা আপনার নিকট রয়েছে, তবুও কেন আপনি এ দুষ্টদের দুষ্ট আচরণে দুঃখ পাচ্ছেন? বরং--فصل لربك وانحر (১৪৩)"আপনার প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নামাজ আদায় এবং কুরবানী করুন।"ان شانئك هو الابتر (১৪৪)"যারা আপনার শত্রু তাঁরাই তো বংশ বর্তিত।"যে সমস্ত সন্তান সন্ততিদের উপর এদের গর্ব এরা অচিরেই তাদের দুশমন হয়ে যাবে। তোমাদের সত্য দ্বীনে প্রবেশ করে দ্বীনের বৈপরীত্বের কারণে তাদের বংশ থেকে পৃথক হয়ে দ্বীনি সন্তানদের মধ্যে গণ্য হবেন। যে লোকটি বংশ কর্তিত তার নাম বাকি থাকবে না তো সত্য কিন্তু দূর্ণাম অবশিষ্ট থাকা এর চেয়ে হাজার গুণে মন্দ। আপনার দুশমনদের অপবিত্র নাম সব সময় ঘৃনা ও নিকৃষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হবে। কিয়ামত দিবসে ঐ সমস্ত ধৃষ্ট আচরনের পূর্ণ শাস্তি পাবে এরা। (নাউজুবিল্লাহে তায়ালা)।

৮। হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা স্বীয় নিকট আত্নীয়দের নিয়ে ওয়াজ নসিহত, ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন,পাপিষ্ট আবু লাহাব বলে উঠল, تبالك سائر اليوم الهذا اجمعتنا(১৪৫)"তোমার স্থায়ী ধ্বংস আসুক এজন্যেই কি আমাদেরকে এখানে একত্রিত করেছ"। মহান আল্লাহ (আবু লাহাবের এ বিয়াদবীর জবাবে) বললেন

تبت يد ابى لهب وتب- (১৪৬)"আবু লাহাবের দু-হাত ধ্বংস হয়েছে এবং সে নিজেই ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছে।"

ما اغنى عنه ماله وما كسب- (১৪৭) "তাঁর মাল সম্পদ ও সে যা কামাই করেছে সব, তার কোন কাজে আসেনি"।

سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب (১৪৮)"সে এবং তাঁর স্ত্রী লাকড়ির বোঝা মাথায় বহন কারিনী শিঘ্রই প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে"।

في جيدها حبل من مسد- (১৪৯)"তাঁর গলায় খেজুর বাকলের রশি"।

মোদ্দাকথা হচ্ছে, এরূপ আয়াতগুলো কুরআনুল করীমে সহস্র রয়েছে। এভাবে হযরত ইউসুপ ও সাধবী মরিয়ম অন্যদিকে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (আলা ছৈয়্যেদিহীম ও আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) এর কাহিনী এ বক্তব্যের উপর সাক্ষী। আমার সম্মানিত পিতা (আল্লামা নক্বী আলী খাঁ কাদ্দাছাল্লাহু ছিররুহু) তাঁর কিতাব- سرور القلوب بذكر المحبوب "ছুরুরুল কুলূব বে-জিকরিল মাহবুব" এর মধ্যে বলেন- حضرت یوسف کو دودھ پیتے بچے اور حضرت مریم کو حضرت عیسی کی گواہی سے لوگوں کی

بدگمانی سے نجات بخشی اور جب حضرت عائشہ پر بہتان اٹھا جو انکی پاکدامنی کی گواہی دی اور سترہ آیتیں نازل فرمائی اگر چاہتا ایک ایک درخت اور پتھر سے گواہی دلواتا مگر منظور یہ ہوا کہ محبوبہ محبوب کی طہارت وپاکی پر خود گواہی دیں اور عزت وامتیاز انکا بڑھائیں۔

(১৫০)

"হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দুধ পানকারী বাচ্চা দ্বারা আর হযরত মরিয়মকে ঈসা আলাইহিমুস সালামের সাক্ষ্য দ্বারা তাঁদের প্রতি মানুষের ভুল ধারণার অবসান ঘটান। আর যখন আয়েশা ছিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হার ব্যাপারে অপবাদ উঠল, তখন আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর পবিত্রতার সাক্ষ্য হিসাবে সাতেরটি আয়াত নাযিল করেছেন। যদি তিনি চাইতেন তাহলে এক একটি বৃক্ষ ও পাথর থেকে সাক্ষ্য প্রদান করাতে পারতেন। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা হল যে, প্রিয় হাবীবের প্রিয়ার পবিত্রতার সাক্ষ্য তিনি স্বয়ং নিজেই দেবেন। যার দ্বারা হযরত আয়েশার ইজ্জত ও সতন্ত্র সম্মান আরো বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে"।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যদি কোন রাষ্ট্রের উর্ধতন কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্র প্রদানের নৈকট্য প্রাপ্তদের সাথে বিশ্বাসঘাতক ও অবাধ্যরা বেয়াদবীর ঔদ্ধত্য আচরণ করত। তখন বাদশা বা রাষ্ট্র প্রদান তাদের জবাব দেয়ার জন্য তাঁদের উপর ছেড়ে দিতেন। কিন্তু যদি তাঁদের একান্ত কাছের মানুষ এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নদের ব্যাপারে এ জাতীয় ঘটনা ঘটে তবে তাঁদের বিপরীতে অবস্থানরতদের প্রগলভ ব্যবহারের জবাব দেয়ার দায়িত্ব বাদশাহ কাউকে না দিয়ে তা নিজেই গ্রহণ করতেন। তাহলে প্রত্যেক বিবেকবান এ ঘটনা অবলোকনে কি এ কথা নিশ্চিত বুঝলনা যে, বাদশাহর দরবারে যে, সম্মান পরে উল্লেখিতদের রয়েছে, পূর্বে উল্লেখিতদের তা নেই। বাদশাহর এ খাস দৃষ্টি পরে উল্লেখিতদের যেভাবে রয়েছে পূর্বে উল্লেখিতদের ভাগ্যে ততটুকু জুটেনি। والحمد لله رب العالمين

নবম আয়াত আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا(১৫১)"শিঘ্রই আপনার প্রভূ আপনাকে মকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থানে প্রেরণ করবেন।" সহীহ বুখারী ও জামে তিরমীজিতে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقام المحمود فقال هوالشفاعة۔ (১৫২)"হযরত সায়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন নবীয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র নিকট মকামে মাহমুদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, তা হচ্ছে শাফায়াত"।

এখানে ইমাম আহমদ বীন হাম্বল ও ইমাম বায়হাকী হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন–

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فقال هى الشفاعة۔ (১৫৩)

"উক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সেটা হচ্ছে "শাফায়াত"।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর শাফায়াত সম্পর্কিত অনেক অনেক স্বয়ং মুতাওয়াতের, মাশহুর সিহাহ্ সিত্তাও হাদিসের অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে বিশদভাবে উল্লেখ রয়েছে। সেখান থেকে কিছু হাদীস দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করব।

ঐদিন আদম ছফিউল্লাহ থেকে ঈসা কলিমুল্লাহ পর্যন্ত সকল নবীগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) নাফসী নাফসী বলবেন। আর হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলবেন- انالها انالها "আমিই তো শাফায়াতের জন্য, আমিই তো শাফায়াতের জন্য।"

সেই দিন সকল নবী রাসূল ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেস্তারা সকলেই চুপচাপ, আর তিনি (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সালাম) সেদিন সরব। সবাই সে দিন কান্নায় রত, আর তিনি মস্তকাবনত ও দন্ডায়মান। সবাই সে দিন ভয়ে প্রকম্পিত,আর তিনি সে দিন নিরাপদ ও আনন্দে। সকলেই সে দিন আপন আপন চিন্তায় মগ্ন, আর তিনি সেদিন সকল জগৎবাসীর ভাবনায়। সকলেই সেদিন হুকুমতের মালিক ও হাকিম অধিনস্থ, আর তিনিই স্বাধীন। আল্লাহর দরবারে সজিদায় লুটে পড়বেন। তাঁর প্রভু তাঁকে বলবেন– يا محمد! ارفع راسك وقل تسمع وسل تعطعه واشفع تشفع (১৫৪) "প্রিয় মুহাম্মদ! আপনি মস্তক উত্তোলন করুন, আর ফরিয়াদ করুন। আপনার ফরিয়াদ কবুল করা হবে। আপনি চান, আপনাকে প্রদান করা হবে। আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে"।

ঐ সময়ে পূর্ববর্তী, পরবর্তী সকলের মাঝে হুজুরের প্রশংসা ও স্তুতিগীতির বর উঠবে। শত্রু-মিত্র, অনুগামী ও বিরুদ্ধবাদী সকলেই তাঁর মহান শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বব্যাপী কর্তৃত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে- والحمد لله رب العالمين

(১৫৫) مقام تو محمود ونامت محمد * بد نسیان مقامی ونامی کہ دارد

"আপনার সিংহাসন হচ্ছে'মকামে মাহমুদ'আর আপনার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ (অধিক অধিক প্রশংসিত)। এধরনের নাম ও পদমর্যাদার অধিকারী আর কে আছে?"

ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগভী "মুয়া'লিমুত তানজীল" নামক কিতাবে বলেন-

عن عبد الله رضى الله تعالى قال ان الله عز وجل اتخذ ابراهيم خليلا وان صاحبكم صلى الله تعالى عليه وسلم خليل الله واكرم الخلق على الله ثم قرأ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش (১৫৬)"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নিশ্চয়ই ইব্রাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে শুধু খলিল বানিয়েছেন আর আমাদের প্রিয় মওলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্লাহর খলিল ও তাঁর কাছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে সর্বাধিক সম্মানিত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাঁর উক্ত বক্তব্যের দলিল হিসেবে-

عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا আয়াতটি পেশ করে বলেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন কিয়ামত দিবসে প্রিয় হাবীবকে আরশের উপর বসাবেন। মাওয়াহেবের মধ্যে ছালাবীর বর্ণনাও অনুরূপ এসেছে।

ইমাম আবদু বিন হুমাইদ আরো অনেকেই হিবরুল উম্মত (উম্মতের প্রজ্ঞাবান) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ছাত্র হযরত মুজাহিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ আয়াতের তাফসীরে বলেন– يجلسه الله تعالى معه على العرش (১৫৭) "আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) কে (কিয়ামত দিবসে) নিজের সাথে আরশের উপর বসাবেন।"

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'য়ালা কোন স্থান ও বসা থেকে পবিত্র। কারণ বসার জন্য স্থান দরকার আল্লাহকে কোন স্থান احاطة বা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তিনি সব কিছু কে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাই এখানে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে আরশের উপরে বসাবেন বলে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মর্যাদাকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম কুস্তলানীর মাওয়াহেবে লুদুনীয়াতে রয়েছে, সায়্যিদুল হুফ্ফাজ শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুজাহিদের কথাটি বর্ণনার দিক দিয়ে প্রত্যাখান যোগ্য নয়।

মুহাদ্দিস নাক্বাশ সুনান প্রণেতা আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন – তিনি বলেন, من انكر هذا القول فهو متهم (১৫৮)"যিনি এ কথাটি অস্বীকার করেন,তিনি অপবাদ দাতা।"

এভাবে ইমাম দ্বারেকুত্নী এ কথাটিকে বিশুদ্ধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর এই বর্ণনাকে নিয়ে তিনি কিছু কবিতাও সংকলন করেছেন। সেখান থেকে কিছু কবিতা নাছীমুর রিয়াদ্ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। (১৫৯)

আবুশ শাইখ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন- ان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يوم القيامة يجلس على كرسى الرب بين يدى الرب (১৬০)"নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ প্রদত্ত কুরসীতে তাঁর সম্মুখে বসবেন।"

আর মুয়াল্লিমুত তানজীল গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের বর্ণনায় এসেছে-

يقعده على الكرسى (১৬১) "আল্লাহ তাঁকে কুরসীতে বসাবেন"।

صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين والله رب العالمين-

দশম আয়াত কুরআন শরীফের সমুদয় আয়াত, পরিভাষা সমূহ বানী সমষ্টির সংকলন ও বিভিন্ন কাহিনী মালার প্রতি গভীর দৃষ্টি দেয়া হলে এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হবে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র শান সকল নবীগণ আলাইহিমুস্সালামের অনেক অনেক উর্দ্ধে। এটা এমন এক তরঙ্গমান সমূদ্র যার কানায় কানায় পূর্ণ। যার ব্যাখ্যা দিতে দফতরের পর দফতর প্রয়োজন। ইমাম আবু নুয়াইম, ইবনে ফোরক, ক্বাজী আয়াজ, জালাল উদ্দীন সুয়ুতী ও শিহাব উদ্দীন কুস্তলানী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম গণ প্রিয় নবীর শ্রেষ্টত্বের উপর তুলনামূলক কতেক আলোচনা করেছেন। এ ফকীর (আলা হযরত) প্রথমে তাঁদের আলোচনার কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ পূর্বক আরো কিছু প্রিয় নবীর শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা যা এই মুহূর্তে সংক্ষিপ্ত গবেষনা ও সীমিত বোধিতে উদ্ভাসিত হয়েছে তা উল্লেখ করব। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এবং সংক্ষিপ্ত করনের ইচ্ছায় বিশটি তুলনামুলক শ্রেষ্টত্ব এখানে উপস্থাপন করছি।

প্রিয় নবী হুযূর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও অন্যান্য নবীগণ আলাইহিমুচ্ছালাম এর মধ্যে তুলনামুলক শ্রেষ্ঠত্ব :

১। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিল আলাইহিস্ সালাম মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেন- لا تخزنى يوم يبعثون (১৬২)"হে আল্লাহ যে দিন সমস্ত লোকদেরকে উঠানো হবে সেদিন আমাকে অসম্মান করবেন না।" কিন্তু স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র জন্য স্বয়ং আল্লাহ-ই ইরশাদ করেন- يوم لا تخزى الله النبى والذين آمنوا معه (১৬৩) " (কিয়ামত) দিন আল্লাহ তা'য়ালা নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছেন তাদেরকে অসম্মান করবেন না।" হুযূরের সাদকায় তারাও এ মর্যাদার অধিকারী হলেন।

২। ইব্রাহীম খলীল আলাইহিস্সালাম মহান আল্লাহর বেসাল বা মিলন প্রত্যাশী হয়ে বলেছিলেন। যেমন তিনি বলেন- انى ذاهب الى ربى سيهدين (১৬৪)"নিশ্চয় আমি আমার প্রভূর পানে চলছি, তিনিই আমাকে তাঁর মিলন পথের সন্ধান দেবেন।" আর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে স্বয়ং আল্লাহ ডেকে নিয়ে মিলন সুধার দৌলত দানে গৌরবান্বিত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে - سبحان الذى اسرى بعبده (১৬৫) "পবিত্র ঐ সত্তা যিনি তার প্রিয়কে ভ্রমন করায়েছেন।

৩। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়তের প্রত্যাশী হয়ে ফরিয়াদ করেন- سيهدين "তিনি আমাকে শিঘ্রই হেদায়ত প্রদান করবেন।" আর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ-ই ওয়াদা ও ঘোষনা দিচ্ছেন- ويهديك صراطا مستقيما (১৬৬) "আপনাকে তিনি সরল সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।"

৪। খলিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ব্যাপারে কুরআনে এসেছে যে, ফেরেস্তারা তাঁর সম্মানিত মেহমান হয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين- (১৬৭)"আপনার কাছে কি ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানগণের খবর এসেছে?" আর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্য ঐ সমস্ত ফেরেস্তাগণ হয়েছেন তারই সৈনিক, সিপাহী।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, এভাবে– وايده بجنود لم تروها (১৬৮-১) "এবং তাকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছেন যা তোমরা দেখনি" يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين (১৬৮-২)"আর যখন কাফিররা ঐ মুহুর্তেই তোমাদের উপর হামলা করে বসে তখন তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার চিহ্নধারা ফিরিস্তা প্রেরণ করেছেন" والملائكة بعد ذالك ظهيرا - (১৬৮-৩)"এবং এর পর ফিরিস্তাগণ সাহায্যকারী রয়েছে"

৫। হযরত মুসা কালীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালামা'র ব্যাপারে বিবৃত হয়েছে যে তিনি খোদার সন্তুষ্টি কামনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে– وعجلت اليك رب لترضى- (১৬৯)"হে আমার প্রতিপালক! তোমার প্রতি আমি ত্বরা হয়ে হাজির হয়েছি,যাতে তুমি রাজি হও।" আর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করেন এরশাদ হচ্ছে– فلنولينك قبلة ترضاها (১৭০) "সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিব সেই ক্বিবলার দিকে, যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে।" আরো ইরশাদ হচ্ছে– ولسوف يعطيك ربك فترضى (১৭১)"এবং নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এ পরিমাণ দেবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান।"

৬। মুসা কালিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফেরআউনের ভয়ে মিশর তাশরীফ নিয়ে যাওয়াকে কুরআনের ভাষায় পলায়ন বলা হয়েছে। যেমন মুসা বলেছিলেন – ففررت منكم لما خفتكم (১৭২)"অত:পর আমি তোমাদের থেকে পলায়ন করছি,কেননা আমি তোমাদেরকে ভয় করি। আর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র হিজরতের ঘটনাটিকে অতিব সুন্দর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হল এভাবে- اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك (১৭৩) "হে মাহবুব স্মরণ করুন,যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল যে, আপনাকে বন্দি করবে কিংবা শহীদ করবে অথবা নির্বাসিত করবে।"

৭। কলীমুল্লাহ (হযরত মুসা) আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামা'র সাথে তুর পর্বতে আল্লাহ কালাম (কথা) করেছেন এবং তিনি এ গুলোকে আবার সবার সম্মুখে প্রকাশও করে দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে– انا اخترتك فاستمع لما يوحى اننى انا الله لا اله الا انا فاعبدنى واقم الصلوة لذكرى (الى آخر الايات) (১৭৪)"হে মুসা! আমি তোমাকে মনোনিত করেছি। এখন কান পেতে শুন,যা তোমার প্রতি ওহী করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই আমিই "আল্লাহ"। আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তুমি আমার বন্দেগী করো এবং আমার স্মরণার্থে নামাজ কায়েম রাখো(এভাবে আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।"

আর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে আল্লাহ তা'য়ালা নভোজগৎ সমূহের আরো অনেক ওপারে নিয়ে হাজারো আসমান সমূহের উপর অনেক পরস্পর আলোচনা করেছেন। কিন্তু সব আলোচনাকে গোপন রাখলেন এ বলে- فاوحى الى عبده ما أوحى (১৭৫)"অত:পর আল্লাহ ওহী করলেন আপন প্রিয়'র প্রতি,যা ওহী করার ছিল।"

৮। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বলা হল- لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله- (১৭৬)"আপনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। যা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।" আর এ দিকে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ব্যাপারে মহান আল্লাহ শপথ করে বলেন- وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى- (১৭৭)"এবং তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন তাতো নয়, কিন্তু ওহী-ই, যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়।"

৯। হযরত নূহ এবং হুদ আলাইহিমাস সালাম মহান আল্লাহ'র দরবারে দোয়া করেছিলেন এ বলে- رب انصرنى بما كذبونى (১৭৮) "হে আমার প্রতিপালক! তাঁরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এর বিনিময়ে আমাকে সাহায্য করুন।

আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাই ঘোষনা দিলেন- (১৭৯) وينصرك الله نصرا عزيزا "আল্লাহ আপনাকে বড়ই মর্যাদাপূর্ণ সাহায্য করবেন।"

১০। হযরত নূহ এবং হযরত ইব্রাহীম খলীল(আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালামা) উভয়ে উম্মতের গুনাহ ক্ষমার জন্য আল্লাহর দরবারে এভাবে দোয়া করলেন- (১৮০)ربنا اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب"হে আমার প্রতিপালক! বিচার দিবসে আমাকে আমার মা বাবা এবং সকল মু'মিনদেরকে ক্ষমা কর।" আর হাবীব (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ-ই হুকুম দিলেন যে, আপনি আপনার উম্মতের জন্য ক্ষমা চান। (১৮১) استغفرلذنبك وللمؤمنين والمؤمنات- "হে মাহবুব! আপনার আপন জনদের এবং সাধারণ মুসলমান নর-নারীর পাপ রাশির ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

১১। হযরত ইব্রাহীম খলীল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম'র ব্যাপারে এসেছে যে, তিনি তাঁর পরবর্তীতে সুন্দর চর্চা বাকী থাকার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন এভাবে- (১৮২)واجعل لى لسان صدق فى الاخرين "হে আল্লাহ! আমার সত্য চর্চা প্রতিষ্ঠিত রাখ পরবর্তীদের মধ্যে।" আর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে আল্লাহ স্বয়ং বললেন- ورفعنا لك ذكرك (১৮৩) "আপনার জন্যই আপনার চর্চাকে উত্তোলন করেছি"। বরং এর চেয়ে আরো সু-মহান সু-উচ্চ মর্যাদার সু-সংবাদ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন- (১৮৪) عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا "অতি শিঘ্রই আপনাকে আপনার প্রভু মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) অধিষ্ঠিত করবেন।" আল্লাহর সৃষ্টির পূর্বাপর সকলেই সেখানে একত্রিত হবেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র প্রশংসা ও গুণগানের সুরের মুর্ছনায় মেতে উঠবে প্রত্যেকের জুবান।

১২। খলীল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)'র বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি হযরত লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সম্প্রদায় থেকে আজাব তুলে নেওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে অনেক প্রচেষ্টা করলেন। يجدلنا فى قوم لوط (১৮৫)"কেননা তাঁরা আমাদের সাথে লুত সম্প্রদায় সম্পর্কে ঝগড়া করছে"। কিন্তু আল্লাহর হুকুম হল, يا ابراهيم اعرض عن هذا (১৮৬) "হে ইব্রাহীম এ দোয়ার খেয়াল ও করবেনা"। উত্তরে ইব্রাহীম আরজ করলেন, ان فيها (১৮৭) لوطا "হে মাওলা! ঐ বসতিতে তো লূত রয়েছে"। হুকুম হল, نحن اعلم بمن فيها (১৮৮) "ওখানে কে রয়েছে তা আমার ভাল জানা আছে"। আর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র- ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে- وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم (১৮৯) "আল্লাহ্ ঐ কাফিরদেরকেও আজাব দেবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত হে কুলজাহানের করুনার আধার ! আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন "

১৩। খলীল (আলাইহিসসালাতু ওয়াস্সালাম) মহান আল্লাহর দরবারে এ বলে দোয়া করলেন, ربنا وتقبل دعاء(১৯০)"হে আল্লাহ! আমার দোয়া কবুল করুন।" আর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও তাঁর সকল গোলামদেরকে এরশাদ করেন- وقال ربكم ادعونى استجب لكم (১৯১) "এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি কবুল করবো"।

১৪। মূসা কলীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস্সাল্লাম এর মি'রাজ দুনিয়ার গাছে হয়েছে । যেমন কোরআনে বর্ণিত হয়েছে-

فلما اتها نودى من شاطى الواد الايمن فى البقعة المباركة من الشجرة (১৯২)
"অত:পর যখন আগুনের নিকট (মুসা) হাযির হলেন, আহ্বান করা হল ময়দানের ডান পাশে বরকতময় স্থানে অবস্থিত বৃক্ষ থেকে, হে মুসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ , প্রতিপালক সমগ্র জাহানের"। আর হাবীব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামার মি'রাজ ছিদরাতুল মুন্তাহা পেরিয়ে। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে- عند سدرة المنتهى وعندها جنة المأوى (১৯৩)"সিদ্রাতুল মুন্তাহার নিকটে, যার নিকট রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া।

১৫। হযরত মুসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) কে রেছালতের দায়িত্ব দেয়ার সময় তিনি আত্মসংকীর্ণতার ওজর পেশ করেছেন। যার কারণে সহায়ক হিসাবে হারুন (আলাইহিস্ সালাম) কে চেয়েছেন। কুরআনে কারীমের বর্ণনা এরূপ – ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فارسل الى هارون (১৯৪) "এবং

আমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে পড়েছে, আর আমার মুখ চলে না সুতরাং হারুন (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) কে ও রাছুল হিসেবে প্রেরণ করুন।" আর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে নিজেই বক্ষ প্রশস্তের মত মহান দৌলত প্রদান করেছেন এবং এটা করতে পেরে আল্লাহ স্বয়ং এটার উপর অনুরঞ্জিত ইহসান স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন,এভাবে- الم نشرح لك صدرك (১৯৫)"আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করিনি?"

১৬। হযরত মুসা কলীম (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর হেজাবে না-র বা অগ্নি পর্দার আড়াল থেকে তাজাল্লী হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে- فلما جاءها نودى ان بورك من فى النار ومن حولها (১৯৬)"অত:পর যখন আগুনের নিকট আসলেন তখন ঘোষনা করা হলো যে, কল্যাণ দেয়া হয়েছে তাকে, যে এ আগুনের আলোময় ভূমিতে রয়েছে, অর্থাৎ মুসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম) এবং তাদেরকে যারা আশেপাশে রয়েছে অর্থাৎ ফিরিস্তাগকে।"

আর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপর নূরের জলওয়া নিয়ে নিকটবর্তী হয়েছেন। আর এটাও অসাধারণ সম্মান ও তাজিমের কারণে দূর্বোধ্য বাক্য দ্বারা বর্ণনা দিয়েছেন এ রূপে- اذ يغشى السدرة ما يغشى (১৯৭)"যখন সিদরার উপর আচ্ছন্ন করছিল যা আচ্ছন্ন করার ছিল।"

ইবনে জরীর ,ইবনে আবীহাতেম,ইবনে মরদূভীয়া,বাজ্জার,আবু ইয়ালা ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে মিরাজ সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন- ثم انتهى الى السدرة فغشيها نور الخلائق عز وجل فكلم الله تعالى فقال سل- (১৯৮)"অতপর হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা সিদ্‌রা পর্যন্ত পৌঁছলে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালার নূর তাঁর উপর ছেয়ে গেল।" তখন (আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লাহ) হুযূরের সাথে আলাপচারিতা আরম্ভ করলেন এবং বললেন হে প্রিয়! আজ চাও আমার কাছে।

১৭। মুসা কালিম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁর উম্মতগনকে আমালেকা সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলে তাঁর ভাই ছাড়া কেউ এ নির্দেশ মান্য করলনা। ফলে তিনি(হযরত মুসা)তাঁর ভাই ছাড়া সকলের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ফরিয়াদ জানালেন মহান আল্লাহর দরবারে এ বলে- رب انى لا املك الانفسى واخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين (১৯৯)"হে আমার প্রতিপালক আমি আমার উপর ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো উপর ক্ষমতা রাখিনা। তাই তুমি আমাদের এবং এ গুনেহগার সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন কর"।

আর হাবীব (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র দয়ার প্রসারতা এতো বেশী যে, তাঁর দয়ার চাদরতলে গুনাহগার মু'মিনরা তো আছেই, কাফিররাও বাদ যায়নি। কোরআনে বর্ণিত আছে- ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم (২০০) "আল্লাহর এটা শান নয় যে, তিনি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) আজাব দেবেন, যেখানে আপনি নবী অবস্থান করছেন।" আরো বর্ণিত হচ্ছে- عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا - (২০১) "অতি শীঘ্রই আপনার প্রভূ আপনাকে মকামে মাহমুদ দান করবেন।" এখানে মাক্বামে মাহ্মূদ বলতে শাফায়াতে কুব্রা (সার্বজনীন সুপারিশ) কে বুঝানো হয়েছে। যেখানে আপন পর, শত্রু-মিত্র সকলই শামিল।

১৮। হযরত হারুণ ও মুসা কালিম (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) দ্বয়ের ব্যাপারে কোরআনে এসেছে যে,তাঁরা ফের আউনের কাছে যেতে ভয়ের কথা ব্যক্ত করে আল্লাহর দরবারে এ বলে আরজ করেন- قالا ربنا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى- (২০২) "তাঁরা দু'জন আরজ করলো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমরা আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপর সীমা লংঘন করবে অথবা অন্যায় আচরণ করবে।" জবাবে আল্লাহ বলেন– قال لا تخافا اننى معكما اسمع وارى (২০৩)"আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'ভয় করোনা, আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি শুনছি এবং দেখছি।" আর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) কে স্বয়ং আল্লাহই অভয়ের শুভ সংবাদ দিয়ে বলেন- والله يعصمك من الناس (২০৪) "আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন"।

১৯। হযরত ঈসা মছীহ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)"র ব্যাপারে কুরআনে এসেছে যে (কিয়ামত দিবসে) তাঁকে প্রশ্ন করা হবে এভাবে,

يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وامى الهين من دون الله - (২০৫) "হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আমি এবং আমার মাকে আল্লাহ ভিন্ন দু' খোদা রূপে গ্রহণ কর।"

তাফসীরে মোয়ালেমুত তানজীলে রয়েছে যে, এ প্রশ্নে খোদা ভীতিতে হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (সালাওয়া তুল্লাহে ওয়াসালামুহু আলাইহি) থরথর করে কেঁপে উঠবেন। প্রতি লোম কূপ হতে রক্তের ফোয়ারা জারী হবে (২০৬)। তারপর জবাব আরজ করবেন। যার সত্যায়ন আবার আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই করবেন।

আর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যখন তাবুক যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন মুনাফিকগণ মিথ্যা অজুহাত দিয়ে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি নিল। এদের মিথ্যা অজুহাতে কেন অনুমতি দিলেন এ ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে ও প্রশ্ন করা হয়েছে কিন্তু এখানে যে প্রেম ভালবাসা দয়া

মায়ার শান ফুটে উঠেছে, তা দৃষ্টি দেয়ার মত। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন- عفا الله عنك لم أذنت لهم (২০৭)"আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাঁদের অনুমতি দিলেন? সুবহানাল্লাহ! প্রশ্ন পরে আর প্রেমমাখা কথাটি প্রথমে। والحمد لله رب العالمين-

২০। ঈসা মসীহ্ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আপন উম্মতদের থেকে সাহায্য চেয়েছেন। কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصار الله- (২০৮)"অত:পর যখন ঈসা তাঁদের মধ্যে কুফর পেলো তখন বলল, কারা আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য করবে? সাহায্যকারীরা বললো, আমরা খোদার দ্বীনের সাহায্যকারী।" আর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ব্যাপারে তো সকল নবী রাসূলদেরকে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন প্রিয় হাবীবকে অবশ্যই অবশ্যই সাহায্য করেন। যা কুরআনে বিবৃত এভাবে- لتؤمنن به ولتنصرنه (২১০) "হে নবী রাসূলগণ তোমরা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সে প্রিয় হাবীবকে সাহায্য করবে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।"

মোদ্দাকথা হচ্ছে যা অন্যান্য প্রিয় জনরা পেয়েছেন এগুলোতে বটেই বরং এর চেয়ে আরো অনেক অনেক বেশী কিছু উত্তম ও উৎকৃষ্ট (মর্যাদা তো) তাঁকেই প্রদান করা হয়েছে।আর যা তিনি পেয়েছেন তা আর অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি। তাই কবি বলেন-

*حسن يوسف دم عيسى يدبيضا دارى * آنچه خوبان همه دارند توتنها دارى-*

(২১১) "ইউসুফের সৌন্দর্য্য ঈসার ফুৎকার মুসার শুভ্র হস্ত সবই তো আপনার আছে। যত গুণাবলী সকলের রয়েছে, তা আপনার একার আছে।"

صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله واصحابه وبارك وكرم والحمد لله رب العالمين-

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্র হাদীস শরীফের প্রদীপ্ত মুক্তামালা।

প্রথম প্রভাঃ

কুর্আনী আয়াত ব্যতীত কিছু খোদায়ী ঐশীবাণী

এগুলো মুলত হাদীসের অন্তর্ভূক্ত তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে নেয়া হয়েছে। (লেখক)

ঐশীবাণীঃ এক হাকেম নেশাপুরীর মুসতাদরক, বায়হাকী, তিবরানী, আজরী, আবু নুয়াইম ও ইব্নে আসাকির সংকলিত আমিরুল মু'মিনীন ওমর ফারুক (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

لما اقترف آدم الخطيئة قال رب اسئلك بحق محمد لما غفرت لى قال وكيف عرفت محمدا قال لانك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحك رفعت راسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك وفى رواية عند الحاكم فقال الله تعالى صدقت يا آدم انه لأحب الخلق الى اما اذا سألتنى بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما غفرت لك وما خلقتك۔ (২১২)

"আদম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আরজ করলেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র উসিলায় তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ বল্লেন- হে আদম! তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) কে কিভাবে জেনেছ? আরজ করলেন, হে আল্লাহ! যখন তুমি আমাকে তোমার কুদরাতের হস্ত মোবারকে বানিয়ে আমার মধ্যে রূহ নিক্ষেপ করেছ, তখন আমি আমার মস্তক উত্তোলন করলে দেখতে পেলাম, আরশের পায়ে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ" কালেমাটি লিপিবদ্ধ। সেদিন আমি জ্ঞাত হলাম যে, তোমার নামের সাথে এমন একজন সত্তার নাম মিলিত হয়েছে, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতে তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। মহান আল্লাহ বললেন, আদম! তুমি ঠিকই বলেছ, তিনি তো আমার কাছে সমগ্র সৃষ্টি জগতের চেয়ে অতি প্রিয়। তুমি

যখন আমার সকাশে তাঁর ওসীলা নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আমি তোমাকে মার্জনা করলাম। যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) না হতেন, না তোমাকে সৃষ্টি করতাম, না তোমাকে ক্ষমা করতাম। বায়হাকী ও তাব্‌রানীর বর্ণনায় এভাবে রয়েছে, যে আদম (আলাইহিস্ সালাম) মহান আল্লাহকে বর্ণনা দিলেন, رايت كل موضع من الجنة مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انه اكرم خلقك عليك-(২১৩)"আমি জান্নাতের প্রতিটি স্থানে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লিখিত দেখেছি। তাতে জানতে পারলাম যে, তিনি তোমার দরবারে সমগ্র জগতের সর্বাধিক মর্যাদাবান।" আ-জরীর বর্ণনায় এভাবে এসেছে- فعلمت انه ليس احد اعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك- (২১৪) "তাতে আমার বিশ্বাস হলো যে, যার নাম তুমি তোমার আপন নামের সাথে রেখেছ, নিশ্চয়ই এর চেয়ে মহা সম্মানী ও মর্যাদাবান তোমার কাছে আর কেউ নেই।"

ঐশীবাণী : দুই হাকেম নেশাপুরী সংকলিত সহীহ সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে- اوحى الله تعالى الى عيسى ان امن بمحمد من ادركه من امتك ان يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت ادم ولا الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا اله الاالله محمد رسول الله فسكن- (২১৫) "আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে ওহী পাঠালেন, হে ঈসা তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়ন কর। আর তোমার উম্মতদেরকে এ নির্দেশ দাও যে, যারা তাঁর যুগ পাবে তাঁরা যেন তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে। যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) না হতেন না আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম, না জান্নাত দোযখ বানাতাম। আমি আরশকে পানির উপর সৃষ্টি করলাম, তা কাঁপতে লাগল। অত:পর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) লিখে দিতেই আরশের কম্পন বন্ধ হয়ে গেল।"

ঐশীবাণী : তিন ইবনে আসাকের সংকলিত,হযরত সালমান ফারসী হতে বর্ণিত বর্ণনায় রয়েছে, হুজুর সৈয়্যদুল মুরসালীন(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এর খেদমতে আরজ করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর সাথে কালাম করেছেন। ঈসাকে(আলাইহিস সালাম) রূহুল কুদুস (জীবরীল ফেরেস্তা) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, ইব্রাহীমকে(আলাইহিস সালাম) নিজ

বন্ধু বানিয়েছেন, আদমকে(আলাইহিস সালাম) সম্মানিত করেছেন, আমাদের হুজুরকে কি ফজিলত প্রদান করা হয়েছে? তৎক্ষনাৎ জিবরীল আমীন নাজিল হয়ে আরজ করলেন, হুজুর আপনার প্রতিপালক! এরশাদ করেছে- ان كنت اتخذت ابراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا ، وان كنت كلمت موسى فى الارض تكليما فقد كلمتك فى السمآء، وان كنت خلقت عيسى من روح القدس فقد خلقت اسمك من قبل ان اخلق الخلق بالفى سنة ولقد وطأت فى السمآء موطئا لم يطأه احد قبلك ولا يطأه احد بعدك، وان كنت اصطفيت آدم فقد ختمت بك الانبيآء وما خلقت خلقا اكرم على منك (وساق الحديث الى ان قال) ظل عرشى فى القيامة عليك ممدود وتاج الحمد على راسك مقعود وقرنت اسمك مع اسمى فلا اذكر فى موضع حتى تذكر معى ولقد خلقت الدنيا واهلها لاعرفهم كرامتك ومنزلتك عندى ولولاك ما خلقت الدنيا- (২১৬)"যদিও আমি ইব্রাহীমকে খলীল বানিয়েছি কিন্তু আপনাকে হাবীব। মূসার সাথে জমিনে কথা বলেছি কিন্তু আপনার সাথে আসমানে। যদিও ঈসাকে রুহুল কুদ্‌স থেকে বানিয়েছি কিন্তু আপনার নামকে সমগ্র সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে সৃজন করেছি। নিশ্চয় আপনার কদম উর্দ্ধাকাশের এতো সর্বোচ্চে পৌছেয়েছি যে যেখানে না কেউ আপনার পূর্বে পৌছেছে, না পরে পৌঁছবে। যদিও আদমকে নির্বাচিত নবী করেছি কিন্তু আপনিতো খাতামুল আম্বিয়া (সকল নবী রাসুলের সমাপ্ত কারী)। আপনার চেয়ে সম্মানী,মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী আর কাউকে আমি সৃজন করিনি। কিয়ামত ময়দানে আমার আরশের ছায়া আপনার উপর প্রসারিত হবে। হামদ বা প্রশংসার মূকুট আপনার শীরে শোভা পাবে। আপনার নাম আমার নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছি, যাতে আমার স্মরণ না হয় যতক্ষন না আপনার স্মরণ হবে। আর আপনার মান মর্যাদা আমার কাছে কত বেশী তা জানানোর লক্ষ্যে তো আমি পৃথিবী এবং তার অধিবাসীকে সৃষ্টি করেছি। যদি আপনি না হতেন তাহলে তো আমি ভূমন্ডলকে সৃষ্টি করতাম না।"

ঐশীবাণী : চার দায়লমী সংকলিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসে রয়েছে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- اتانى جبرائيل فقال ان الله يقول لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار (২১৭)"আমার সমীপে জিব্রাঈল হাজির হয়ে আরজ করলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, হে প্রিয় আপনি যদি না হতেন, আমি না জান্নাত সৃষ্টি করতাম, না জাহান্নাম"। অর্থাৎ আদম ও সমস্ত বিশ্ব ভূবন সকল কিছূ

আপনারই কারণে, আপনি না হলে তো কোন বাধ্য- অবাধ্য কেউ হতোনা, সুতরাং বাধ্যদের জন্য জান্নাত আর অবাধ্যদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টির প্রয়োজন ও পড়তো না, আর জান্নাত- জাহান্নাম তো বিশ্ব ভূবনের মধ্য হতে একটি অংশ বিশেষ। আপনি না হলে বিশ্ব ভূবন হতো না , মানে জান্নাত- জাহান্নাম হতোনা এগুলোতো আপনার অস্থিত্বের প্রতিবিম্ব। কবি বলেন-

*مقصود ذات اوست دگر جملگی طفیل * منظور نور اوست دگر جملگی ظلام*

(২১৮) "সকল কিছুর মাকসুদ বা উদ্দেশ্য হচ্ছে- তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা। আর যাবতীয় সকল কিছু তাঁরই কারণে সৃষ্ট। তাঁর নূর-ই দর্শনীয়, বাকী সব অন্ধকার।"

ঐশীবাণী : পাঁচ আবু নুয়াইম রচিত হুলীয়াতে রয়েছে, হযরত আনস্ বিন্ মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- اوحى الله تعالى الى موسى نبى بنى اسرائيل انه من لقينى وهو جحد باحمد ادخلته النار قال يارب ومن احمد قال ما خلقت خلقا اكرم على منه كتبت اسمه مع اسمى فى العرش قبل ان اخلق السموات والارض ان الجنة محرمة على جميع خلقى حتى يدخلها هو وامته قال ومن امته قال الحمادون(ذكر صفتهم ثم قال) قال اجعلنى نبى تلك الامة قال لنبيها منها قال اجعلنى من امة ذالك النبى قال استقدمت واستأخر ولكن ساجمع بينك وبينه فى دار الخلد-(২১৯) "আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস্সালাম'র কাছে ওহী পাঠালেন যে, হে মুসা! আপনি বনী ইসরাঈলদেরকে অবগত করুন, যে ব্যক্তি আহমদকে অস্বীকার করবে, তাকে আমি দোযখে নিক্ষেপ করব। মুসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্সালাম) আরজ করলেন- হে প্রভূ! আহমদ কে? ইরশাদ করলেন, তিনি এমন এক মহান সত্তা যার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান কোন সৃষ্টি আমি সৃজন করিনি, আসমান-জমিন সৃষ্টির বহু পূর্বে তাঁর নাম আমার নামের সাথে আরশে লিখিত। যতক্ষণ না তিনি এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবেন, অন্য সকল সৃষ্টির জন্য জান্নাত প্রবেশ নিষিদ্ধ। মুসা আরজ করলেন হে আমার মাবুদ! তাঁর উম্মত কারা? ইরশাদ হল- তাদের নাম হাম্মাদো-ন (অধিক অধিক প্রশংসাকারী), এদের আরো অনেক গুণাবলীর বর্ণনা শুনার পর মুসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্সালাম) আরজ করলেন হে আল্লাহ! আমাকে ঐ উম্মতদের নবী বানাও, জবাবে মহান আল্লাহ বললেন, তাদের নবী তাদের মধ্য হতে হবেন। মুসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্সালাম) পূণরায় আরজ করলেন- আল্লাহ তাহলে আমাকে ঐ নবীর উম্মতের

অন্তর্ভূক্ত কর। ইরশাদ করলেন, হে মুসা তুমি তাঁর পূর্বে তিনি তোমার পরে পৃথিবীতে আগমন করবেন, কিন্তু জান্নাতে তোমাকে এবং তাঁকে একত্রিত করব।"

ঐশীবণী : ছয় ইব্নে আসাকের ও খতিবে বাগদাদী সংকলিত হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- لما اسرى بى قربنى ربى حتى كان بينى وبينه كقاب قوسين او ادنى وقال لى يا محمد هل غمك ان جعلتك آخر النبين قلت لا (يارب) قال فهل غم امتك ان جعلتهم آخر الامم قلت لا (يارب) قال اخبر امتك انى جعلتهم آخر الامم لافضح الامم عندهم ولا افضحهم عند الامم-(২২০)"মি'রাজ রজনীতে আমার প্রভু আমাকে তাঁর এতবেশী নিকটে নিয়ে গেলেন তিনি এবং আমার মধ্যে যেন দু' ধনুক মধ্যবর্তী স্থান বরং এর চেয়ে আরো অধিক নিকটে, তার পর আমাকে বললেন- হে প্রিয় মুহাম্মদ! আমি আপনাকে সকল নবীদের শেষ করায় আপনি কি অসন্তুষ্ট? আরজ করলাম- না, হে আমার পালনকর্তা! আবার বললেন- আপনার উম্মতদের কি কোন দু:খ? যে আমি এদের সকল উম্মতের শেষে পাঠিয়েছি। আরজ করলাম- না তো, হে আমার প্রভূ! ইরশাদ করলেন- আপনি আপনার উম্মতদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি তাদেরকে সকল উম্মতের শেষে এ জন্য প্রেরণ করেছি, যেন তারা অন্য উম্মতের সমীপে লজ্জিত না হন বরং অন্যরা তাদের সামনে নিজেদের কর্মকান্ড দেখে লজ্জাবোধ করেন।"

ঐশীবাণী : সাত আবু নুয়াইম বর্ণিত 'দালাইলুন্ নুবূয়াহ্'তে হযরত আনাস্ বিন্ মালেক ও বায়হাকী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- لما فرغت مما امرنى الله به من امر السموات قلت يارب انه لم يكن نبى قبلى الاوقد اكرمته جعلت ابراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت لداؤد الجبال ولسليمان الريح والشياطين واحببت لعيسى الموتى فما جعلت لى قال اوليس اعطيتك افضل من ذالك كله لا اذكر الا ذكرت (الحديث) (২২১) "যখন আমি আল্লাহর নির্দেশ মত সমগ্র আসমান ভ্রমন থেকে অবসর হলাম, তখন আল্লাহ তা'য়ালার সমীপে আরজ করলাম, হে আমার প্রভূ! আমার পূর্বে যত নবী রাসুলগণ ছিলেন, সবাইকে আপনি বিভিন্ন

ফজিলত দান করেছেন। ইব্রাহীমকে খলিল, মুসাকে কলীম, দাউদের জন্য পাহাড়কে অনুগত, সোলায়মানের জন্য বাতাসও শয়তানকে আজ্ঞাধীন, আর ঈসার জন্য মৃতকে জীবনদানের ক্ষমতা ইত্যাদি। আমাকে কি দিয়েছ? ইরশাদ করলেন, আমি কি আপনাকে এরা সবার চেয়ে অধিক শ্রেষ্টত্বদান করিনি? আমাকে স্মরণ হবেনা যতক্ষন না আমার সাথে আপনাকে স্মরণ করা হবে"। এ ছাড়া আরো অনেক শ্রেষ্টত্বের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এটুকু পর্যন্ত হযরত আনস বীন মালেক বর্ণিত হাদিছের বর্ণনা। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীছে আরো রয়েছে- ما اعطيتك خير من ذالك اعطيتك الكوثر وجعلت اسمك مع اسمى ينادى به فى جوف السماء (انى ان قال) وخبائت وشفاعتك ولم اخبائها النبى غيرك- (২২২) "আমি আপনাকে যা দিয়েছি তা ঐগুলোর চেয়ে আরো বহু উত্তম। আমি তো আপনাকে কাউসার দান করেছি, আপনার নামকে আমার নামের সাথে মিলিত রেখেছি। আসমানের মধ্যে তো এ নামের জপ্ জারী রয়েছে।আপনার শাফায়াতকে গোপন ভান্ডার রূপে রেখেছি। আপনি ছাড়া এ শাফা'আতের দৌলত আর কারো ভাগ্যে জোটেনি"।

ঐশীবাণী : আট প্রখ্যাত হাদীসের ঈমাম হাকীমে তিরমিজী, বায়হাকী ও ইবনে আসাকের সংকলিত, আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- হুযূর সায়্যিাদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন- اتخذ الله ابراهيم خليلا وموسى نجيا واتخذنى حبيبا ثم قال وعزتى وجلالى لاوثرن حبيبى على خليلى ونجيى (২২৩) "আল্লাহ তা'য়ালা 'ইব্রাহীম' কে খলীল, 'মুসা' কে 'নজীহ্' আর আমাকে 'হাবীব' বানিয়েছেন। তারপর আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা দিলেন যে, আমার ইজ্জত ও মহানত্বের শপথ, আমি আমার হাবীবকে খলীল ও নজীর উপর অবশ্যই অবশ্যই শ্রেষ্টত্ব দান করব।"

ঐশীবাণী : নয় ইবনে আসাকের সংকলিত,আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- قال لى ربى عزوجل نحلت ابراهيم خلتى وموسى تكليما واعطيتك يا محمد كفاحا-(২২৪)"আমাকে আমার প্রভূ (আয্যা ওয়াজাল্লা) বললেন, "আমি ইব্রাহীম কে খিল্লাত (ভালবাসার স্মারক) দান, মুসার সাথে কালাম করেছি বটে। হে প্রিয় মুহাম্মদ! তোমাকে তো আমার সম্মুখ

সাক্ষাতের দৌলত দান করেছি, যে আপনি একেবারে নিকটে এসে কোন হিজাব বা পর্দা ছাড়া আমার মহামহিম চেহেরার দর্শন লাভ করছেন।"

ঐশীবাণী : দশ বায়হাকীতে ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ হতে বর্ণিত-

ان الله اوحى فى الزبور ياداؤد انه سيأتى بعدك من اسمه احمد ومحمد صادقا نبيا لا اغضب عليه ابدا ولا يعصينى ابدا (الى قوله) امته امة مرحومة اعطيتهم من النوافل مثل ما اعطيت الانبياء وافترضت عليهم الفرائض التى افترضت على الانبياء والمرسلين حتى يأتونى يوم القيامة ونورهم مثل نورالانبياء (الى ان قال) ياداؤد انى فضلت محمدا وامته على الامم كلهم الى آخر- (২২৫)

"হযরত দাউদের উপর নাজিল কৃত যবূর শরীফে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, "হে দাউদ! শীঘ্রই তোমার পরে এমন এক সত্য নবীর আগমন হবে, যার নাম আহমদ ও মুহাম্মাদ (প্রশংসাকারী ও পরম প্রশংসিত)। আমি কখনো তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হবনা, তিনিও আমার অবাধ্য নন। তাঁর উম্মত হচ্ছে উম্মতে মারহুমাহ (কৃপাধন্য)। আমি তাদেরকে ঐ সমস্ত নফল এবাদত সমুহ দিয়েছি, যা পূর্ববর্তী নবী রাসুলগনকে দিয়েছিলাম। তাদের উপর ঐ সমস্ত বিধানাবলী ফরয করেছি, যা তাদের পূর্বে নবী-রাসুলদের উপর ফরয করেছিলাম। কিয়ামত দিবসে তারা নবীদের নূরের মত নূরানী হয়ে আমার নিকট উপস্থিত হবে। হে দাউদ ! আমি মুহাম্মাদকে সবার শ্রেষ্ঠ বানিয়েছি,তাঁর উম্মতকে সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা)

ঐশীবাণী : এগার আবু নুয়াইম ও বায়হাকী সংকলিত হযরত কা'বুল আহ্বারের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন তাঁর সামনে এক লোক একটি স্বপ্ন বর্ণনা করল। তা হলো সকল লোকদেরকে হিসাব নিকাশ প্রদানের লক্ষে একত্রিত করা হল। সকল সম্মানিত নবীদেরকে আহ্বান করা হলো। প্রত্যেক নবীদের সাথে তাঁদের উম্মতগণ ও আসল । প্রত্যেক নবীদের দু'টি নুর আর তাদের অনুগতদের প্রত্যেকের একটি নুর রয়েছে। যে নুরের আলোতে তারা চলছে। অবশেষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে আহ্বান করা হলো, তাঁর মস্তক ও চেহেরা মোবারকের প্রতিটি লোম থেকে ভিন্ন ভিন্ন নুরের কিরণ চমকাতে লাগল যা দেখে দর্শকরা তিনি এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারছেন। আর তাদের অনুসারীদের দু'টি নূর রয়েছে অন্য নবীদের মত, যার আলোতে তারা পথ চলছে, কা'ব স্বপ্নটি শ্রবণ শেষে বললেন।

بالله الذى لا اله الا الله هو لقد رأيت هذا فى منامك-

তোমাকে ঐ সত্তার শপথ দিয়ে বলছি যিনি ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই, তুমি কি সত্যিই এটা স্বপ্নে দেখেছ? উত্তরে স্বপ্নদ্রষ্টা বলল, জি হ্যাঁ। অতপর কা'বুল আহবার বললেন- والذى نفسى بيده انها لصفة محمد وامته وصفة الانبياء وامهما فى كتاب الله تعالى فكانما قرأته فى التوراة (২২৬)"ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই এ সমস্ত গুণাবলীও বৈশিষ্ট্যসমুহ মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ও তাঁর উম্মতের, অন্যান্য নবীগণ ও তাঁদের উম্মতের যা আল্লাহর কিতাব সমুহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যাবলী তুমি যেন তাওরীত কিতাব পড়ে বলতেছ, যেহেতু এ রকম তো হুবহু তাওরীতেই আমি পড়েছি।"

ঐশীবাণী : বার ইমাম কুস্তুলানী 'আল্ মাওয়াহিবুল লুদুনীয়া' তে ইমাম তুঘরবেক'র 'রেসালায়ে মিলাদ' নামক কিতাবের বরাতে বর্ণনা করেন- একদা আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ তুমি কেন আমার উপনাম আবু মুহাম্মদ রেখেছ? আল্লাহ হুকুম করলেন, হে আদম তোমার মস্তক উপরে উত্তোলন কর, আদম আলাইহিস সালাম মস্তক উঠালে দেখতে পেলেন,আরশের উম্মুক্ত পর্দায় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এর নূর চমকাচ্ছে, আরজ করলেন- হে আল্লাহ! এ নূরের পরিচয় কি? আল্লাহ ইরশাদ করলেন- هذا نور نبى من ذريتك اسمه فى السماء احمد وفى الارض محمد لولاه ما خلقتك ولاخلقت سماء ولا ارضا- (২২৭)"এ নূরটি তোমারই আওলাদের একজন নবীর নূর, তাঁর নাম আসমানে আহমদ, জমীনে মুহাম্মদ। যদি তিনি না হতেন, না আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম,না আসমান-জমীন।"

ঐশীবণী : তের মাওয়াহিবে রয়েছে হযরত আদম আলাইহিস সালাম জান্নাত থেকে বের হয়ে আসলে দেখতে পেলেন আরশের গোড়ালী ও বেহেস্তের প্রত্যেকটি স্থানে স্থানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র পবিত্র নাম খানি, আল্লাহর বরকতময় নামের সাথে লিপিবদ্ধ। আরজ করলেন- আল্লাহ! এ মুহাম্মদ কে? আল্লাহ ইরশাদ করলেন- هذا ولدك الذى لولاه ماخلقتك (২২৮) "তিনি হচ্ছেন তোমারই সন্তান, যিনি না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।" আদম (আলাইহিস সালাম) আরজ করলেন, হে আল্লাহ! এ সন্তানের সম্মানের খাতিরে আমার প্রতি দয়া কর, ইরশাদ হল-"হে আদম! তুমি যদি মুহাম্মদের ওসিলায় সমগ্র দুনিয়া ও আসমানবাসীর জন্যও সুপারিশ করতে আমি সেটাও কবুল করতাম"।

ঐশীবাণী : চৌদ্দ ইমাম ইব্নে সা'বা ও আল্লামা গারফি সংকলিত সাইয়িদুনা মাওলা আলী কার্‌রামাল্লাহু তা'য়ালা ওয়াজ্‌হাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- ان الله تعالى قال لنبيه من اجلك اسطح البطحاء واموج الموج وارفع السماء اجعل الثواب والعقاب (২২৯)"আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে বলেন, হে প্রিয় হাবীব! তোমারই জন্যে জমিনকে বিস্তৃত, সমুদ্রকে তরঙ্গীত, আসমানকে উত্তোলন এবং সওয়াব ও শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।" উপরোক্ত বর্ণনাটি ইমাম জুরকানী 'শরহে মাওয়াহিবে'ও উল্লেখ করেছেন (২৩০)। এ সকল বর্ণনার সার সংক্ষেপ কথা হচ্ছে- সমগ্র জগৎ অস্থিত্বের গৌরবময় পোশাক পেয়েছে, হুযূর সাইয়িদুল কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এর কৃপায়।

*وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو *
جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے-*

ঐশীবাণী : পনের সিরাজুদ্দীন বালকীনি তাঁর ফতওয়ার কিতাবে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বকুল সর্দার (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) কে বলেন- د مننت عليك بسبعة اشياء اولها انى لم اخلق فى السموات والارض اكرم على منك-(২৩১)"আমি আপনার উপর সাতটি বিশেষ অনুগ্রহ করেছি, তৎমধ্যে প্রথমটি হচ্ছে আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিক সম্মানী আসমান-জমীনে আর কোন কিছু সৃষ্টি করিনি।"

ঐশীবাণী : ষোল প্রখ্যাত ইমাম, ফিক্‌হ ও হাদীস বিশারদ, আরেফ বিল্লাহ, ওস্তাদ আবুল কাসেম কুশাইরী, মুফাচ্ছির ছা-লাবী ও আল্লামা কুস্তুলানী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেন যে- আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) কে বলেন- الجنة حرام على الانبياء حتى تدخلها وعلى الامم حتى تدخلها امتك (২৩২)"জান্নাত প্রবেশ সকল নবীগনের উপর নিষিদ্ধ যতক্ষন না আপনি প্রবেশ করবেন, সকল উম্মতের উপর নিষিদ্ধ যতক্ষন না আপনার উম্মত প্রবেশ করবে।"

ঐশীবাণী : সতের আল্লামা ইবনে জুফর রচিত "খাইরুল বুশর বিখাইরিল বশর" কুস্তুলানী, শামী, হালবী ও দলজী প্রমুখ ওলামাগণ আপন আপন গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাদিতে বর্ণনা এনেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত শাইয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালামের উপর নাজিলকৃত কিতাবে ইরশাদ করেন- عبدى الذى سرت به نفسى انزل عليه وحى فيظهر فى الامم عدلى ويوصيهم

الوصايا ولايضحك ولايسمع صوته فى الاسواق يفتح العيون العور والاذان الصم ويحيى القلوب الفلف وماعطيه ولااعطى احدالمشفح بحمد الله حمدا جديدا – (২৩৩)"আমার কুদরতের অন্তর সন্তুষ্ট, তার প্রতি আমি ওহী অবতীর্ণ করব। তিনি সকল জাতীর কাছে আমার ন্যায় পরায়নতা প্রতিষ্টা ও সৎকাজের তাগিদ দেবেন। না অযথা হাসবেন, না বাজারে তাঁর আওয়াজ শুনা যাবে, অন্ধকে চক্ষু দান, বধিরকে শ্রবণশক্তি, অলসের ঘুমন্ত অন্তর জাগিয়ে দেবেন। যা আমি তাঁকে দান করব, তা অন্য কাউকে দান করবনা মুশাফ্ফিহ আল্লাহর নতুন প্রশংসা করবেন, 'মুশাফফিহ্' হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবীর নাম মুবারক, এটি মুহাম্মদ শব্দের সমরূপ ও সমার্থক শব্দ। অর্থাৎ যার অধিক ও বারংবার প্রশংসা করা হয়"।

ঐশীবাণী : আঠার আল্লামা ফা-সী (রাহিমাহুল্লাহু তা'য়ালা) মুতালিউল মুসার্‌রাত শর্‌হে দালাইলুল খাইরাত-এ তাওরিত কিতাবের কতেক আয়াত সংকলন করেছেন, যে গুলোতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- ياموسى احمدنى اذامنت عليك مع كلامى اياك بالايمان باحمد ولولم تقبل الايمان باحمد ماجاورتنى فى دارى ولاتنعمت فى جنتى ياموسى من لم يؤمن باحمد من جميع المرسلين ولم يصدقه ولم يشتق اليه كانت حسناته مردودة عليه ومنعته حفظ الحكمة ولاادخل فى قلبه نور الهدى وامحواسمه من النبوة – ياموسى من امن باحمد وصدقه اولئك هم الفائزون ومن كفر باحمد و كذبه من جميع خلقى اولئك هم الخاسرون اولئك هم النادمون اولئك هم الغافلون (২৩৪) "হে মুসা! তুমি আমার প্রশংসায় রত থাক, কেননা আমি তোমাকে আমার সাথে কথা বলার অনুগ্রহ করেছি। সাথে সাথে আহমদের উপর ঈমান আনয়নের দৌলত দানে তোমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেছি। যদি তুমি আহমদের প্রতি ঈমান আনয়নে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে, তবে তুমি আমার ঘরে না আমার নৈকট্য পেতে, না আমার জান্নাতের সুখ শান্তি পেতে। হে মুসা! রাসুলদের মধ্যে যে কেউ আহমদের উপর ঈমান আনয়ন, এবং তাকে সত্যায়ন ও তার জন্য পাগলপরা হবেনা, তার সকল পূণ্যকাজ প্রত্যাখিত হবে, তাকে হেকমতের সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত করবো, তার অন্তরে হিদায়তের আলো প্রবেশ করাব না, তার নাম নবীদের দফতর থেকে মুছে দেব। হে মুসা! যিনি আহমদের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং তাঁকে সত্য বলে মেনে নেবে তিনিই উদ্দেশিত তথা সফলতায় ধন্য হবে, আমার সমগ্র সৃষ্টি জগতে যে আহমদকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, সে তো ক্ষতিগ্রস্থ, সে তো অনুতাপকারী, সে তো নির্বোধ বা অনবহিত"। আল্‌হামদুলিল্লাহ! এ আয়াত

কটি ঐ অঙ্গীকার ও মজবুত ওয়াদাকে সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে, যা কুরআনের لتؤمنن به ولتنصرنه আয়াতে বিবৃত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কিছু বর্ণনায় রয়েছে- আল্লাহ তাঁর হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) কে সম্বোধন করে বলেছেন- يا محمد أنت نور نورى وسرسرى وكنوزهدايتى وخزائن معرفتى جعلت فذالك ملكى من العرش الى ماتحت الأرضين كلهم يطلبون رضائى وأنا أطلب رضاك يامحمد (২৩৫)"হে প্রিয় মুহাম্মদ!(সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) তুমি আমার নূরের নূর, আমার রহস্যের রহস্য, আমার হেদায়তের গুপ্ত খনি, আমার মারফতের গুপ্ত ভাণ্ডার, এ কারণে আমি আমার রাজত্বের আরশ থেকে শুরু করে তাহাতুছ ছারা তথা পাতাল দেশ পর্যন্ত সবকিছু তোমারই জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি। এ বিশ্ব ভূবনের সকলে আমার সন্তুষ্টি প্রত্যাশী, হে মোর প্রিয় হাবীব আমি আপনারই সন্তুষ্টি প্রার্থী।" اللهم رب محمد صل على محمد وآل محمد اسألك برضاك عن محمد ورضا محمدعنك أن ترضى عنا محمد أوترضى عنا بمحمد امين آله محمد وصل على محمد وآل محمد وبارك وسلم - "হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র প্রভূ! সালাত ও সালাম বর্ষন করুন মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরদের উপর, আমি মুহাম্মদের ওসীলায় তোমার সন্তুষ্টি এবং তোমার উসিলায় মুহাম্মদের সন্তুষ্টি প্রর্থনা করছি। তুমি মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) কে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট করো এবং তাঁর বরকতে তুমিও সন্তুষ্টি হও,কবুল করুন হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র মাবুদ। মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর দরূদ শরীফ ও বরকত অবতীর্ণ করুন"।

দ্বিতীয় প্রভা

হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র বাণী সমূহ।

এ প্রভায় তিনটি রশ্মি রয়েছে।

প্রথম রশ্মি : আলোচিত বিষয়ে হাদীস শরীফ সমূহ।

হাদীস শরীফ : এক আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও তিরমীজি সংকলিত, হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন- انا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مماذالك يجمع الله الاولين والاخرين فى صعيد واحد- (الحديث بطوله) (২৩৬) "আমি কিয়ামত দিবসে সকল মানুষের সর্দার। জান এটা কি কারণে? আল্লাহ তা'য়ালা পূর্বাপর সকল লোকদেরকে একটি ময়দানে জমায়েত করাবেন, (তারপর শাফাআতের দীর্ঘ হাদীসটি বিবৃত)।" সহীহ মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় বিবৃত হয়েছে যে, জনৈক লোক হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র জন্য সরীদ ও গোশ্ত নিয়ে আসলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ছাগলের হাতের অংশটি দাঁত মোবারক দিয়ে চিবালেন, অত:পর ইরশাদ করলেন- أنا سيد الناس يوم القيامة "আমি কিয়ামত দিবসে মানব জাতীর সর্দার"। আবার এ গোশতগুলো থেকে সামান্য আহারে কবুল করত: বললেন- أنا سيد الناس يوم القيامة "কিয়ামত দিবসে আমি মানব জাতীর সর্দার"। যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) দেখতে পেলেন যে তিনি বারংবার এটা বলার পরও সাহাবারা তার কারণ জিজ্ঞেস করছেন না, তাই ইরশাদ করলেন-الا تقولون كيفيه "তোমরা জিজ্ঞেস করছনা যে, এটা কিভাবে?" সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করলেন- كيف هو يا رسول الله "জী হ্যাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটা কিভাবে?" ইরশাদ করলেন-يوم الناس لرب العالمين "কিয়ামত দিবসে লোকেরা রাব্বুল আলামীনের সামনে দন্ডায়মান হবেন"। তারপর শাফাআতের দীর্ঘ হাদীস বিবৃত হলো।(২৩৭)

হাদীস শরীফ : দুই মুসলিম ও আবু দাউদ সংকলিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন- أنا سيد ولد آدم يوم القيامة واول من ينشق عنه القبرواول شافع واول مشفع- (২৩৮)"আমি কিয়ামত দিবসে সকল মানবজাতীর সর্দার। আমিই সর্বপ্রথম কবর থেকে বের হব। আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী। সর্বপ্রথম যার সুপারিশ কিয়মত দিবসে কবুল করা হবে"।

হাদীস শরীফ : তিন আহমদ, তিরমীজি ও ইব্নে মাজাহ্ সংকলিত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন- أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر بيدى لواء الحمد ولا فخر وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائى (২৩৯) "আমিই কিয়ামত দিবসে সকল আদম সন্তানের সর্দার, আমার হাতেই সে দিন লিওয়ায়ে হামদ বা প্রশংসার ঝাণ্ডা থাকবে এটা আমি দম্ভ করে বল্ছিনা। ঐদিন সকলেই আমার এ ঝাণ্ডার তলে অবস্থান করবেন।

হাদীস শরীফ : চার দারমী, বায়হাকী ও আবু নুয়াইম সংকলিত, হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন- أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر وانا اول من يدخل الجنة ولافخر (২৪০)"আমি কিয়ামত দিবসে মানবজাতির সর্দার, এটা আমার দম্ভ নয়। আমিই প্রথম যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবো, এটা আমি গর্ব করে বলছি না"।

হাদীস শরীফ : পাঁচ হাকেম, বায়হাকী ও কিতাবুর রাবিয়্যাহ নামক কিতাবে ওব্বাদাহ বীন সাবেত আনসারী হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন- أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر ما من احد الا هو تحت لوائى يوم القيامة ينتظر الفرج وان معى لواء الحمد انا امشى ويمشى الناس معى حتى آتى باب الجنة فاستفتح فيقال من هذا فاقول محمد فيقال مرحبا بمحمد فاذا رأيت ربى خررت له ساجدا انظر اليه- (২৪১)"কিয়ামত দিবসে আমি সকল মানুষের সর্দার। এটা কোন দম্ভ করে বলছিনা। প্রত্যেকেই আমার ঝাণ্ডার নিচে কষ্ট সিদ্ধি ও স্বস্তির জন্য অপেক্ষা করবে। আর নিশ্চয় লিওয়ায়ে হামদ তো আমার সাথেই

থাকবে। আমি চলব লোকেরা আমার সাথে চলবে, শেষ পর্যন্ত আমি জান্নাতের দরজায় গিয়ে জান্নাত দ্বার উম্মুক্ত করব। জিজ্ঞেস করা হবে কে আপনি? উত্তরে বলব আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা)। বলা হবে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) কে অসংখ্য মুবারকবাদ অত:পর যখন আমি আমার প্রভূর চেহেরা মুবারক দেখব, তা দেখতে দেখতে তাঁরই সামনে সজিদায় লুটে পড়ব"।

হাদীস শরীফ : ছয় আবু নুয়াইম সংকলিত,আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। হুযূর সায়্যিদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন-

ارسلت الى الجن والانس والى كل احمر واسود احلت لى الغنائم دون ألأنبياء وجعلت لى الأرض كلها طهورا ومسجدا ونصرت بالرعب امامى شهرا واعطيت خواتيم سورة البقرة وكانت من كنوز العرش وخصصت بها دون الانبياء واعطيت المثانى مكان التوراة والمئين مكان الانجيل والحواميم مكان الزبور وفضلت بالمفصل وانا سيد ولد أدم فى الدنيا والأخرة ولا فخر وانا اول من تنشق الأرض عنى وعن امتى ولا فخر وبيدى لواء الحمد يوم القيامة وجميع الانبياء تحته ولا فخر والى مفاتيح الجنة يوم القيامة ولا فخر وبى تفتح الشفاعة ولا فخر وانا سابق الخلق الى الجنة ولا فخر وانا امامهم وامتى بالاثر- (২৪২)"আমি মানব-দানব, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ সকলের প্রতি প্রেরিত। শুধু আমারই জন্য গণিমতকে হালাল,সমস্ত জমীনকে পবিত্র ও মসজিদে পরিণত করা হয়েছে অন্যান্য নবীদের জন্য নয়। আমার সম্মুখে একমাসের পন্থ পর্যন্ত ভীতি দ্বারা সাহায্য লাভ করেছি। আরশের মধ্যে গুপ্তধন হিসাবে আখ্যায়িত সুরা বাক্বারার শেষোক্ত আয়াত সমুহ আমাকে প্রদান করা হয়েছে।আর এটা বিশেষ করে আমারই নির্ধারিত প্রাপ্য, অন্য নবীদের নয়, গোটা তাওরীতের পরিবর্তে কুর্আনের সাতটি সুরা আমাকেই প্রদান করা হয়েছে। ইঞ্জিল কিতাবের পরিবর্তে শতশত আয়াত সম্বলিত কোরআনের সুরা গুলো প্রদান করা হয়েছে। জবুর কিতাবের পরিবর্তে আমাকে "হা-মীম" যুক্ত সুরা সমুহ দান করা হয়েছে। সুরাতুল হুজ্রাত থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত বিশদ বর্ণনা দ্বারা আমাকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করা হয়েছে। আর আমি দুনিয়া আখিরাতে সকল মানব জাতীর প্রধান । এটা আমার গর্ব নয়। সর্ব প্রথম আমিই এবং আমার উম্মত ক্বর থেকে উঠব। এটা আমি দম্ভ করছি না। কিয়ামত দিবসে আমার হাতেই লেওয়ায়ে হামদের ঝান্ডা

থাকবে। সকল নবীগণ এ ঝান্ডার নিচে অবস্থান করবেন। আমি গর্ব করে বলছিনা। আমার হাতেই কিয়ামতের দিন জান্নাতের চাবিকাঠি থাকবে। এটা আমার গর্ব নয়। আমারই মাধ্যমেই শাফায়াতের কার্যক্রম আরম্ভ হবে। এটা আমি দম্ভ করে বলছিনা সকল সৃষ্টির প্রথমে আমিই জান্নাতে প্রবেশ করব। আমি দম্ভ করছিনা। আমি হব সকলের অগ্রগামী,আর আমার উম্মত হবে আমার পশ্চাতগামী"।

اللهم اجعلنا منهم فيهم ومعهم بجاهه عندك آمين-

"হে আল্লাহ আমাদেরকে তাদের থেকে তাদের মধ্যে এবং তাদের সাথে গণ্য কর। তারই উসিলায় তোমার দরবারে আমিন"।

এ অধম (আ'লা হযরত) বলছি, এ পবিত্র হাদীসটি মুখস্থ করা প্রত্যেক মুসলমানের প্রয়োজন, যাতে আপন (আ-ক্বা) মুনিবের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যাবলীর ব্যাপারে অবগত হয়।

হাদীস শরীফ : সাত আহমদ,বাজ্জার,আবু ইয়ালা ও ইবনে হাব্বান সংকলিত, হযরত আফজালুল আউয়ালীন ওয়াল আখারীন সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লোকেরা কিয়ামত দিবসে হযরত আদম, নূহ, ইব্রাহীম খলীল ও মুসা কলীম আলাইহিমুস্ সালাম থেকে শুরু করে হযরত ঈসা মসীহ্ পর্যন্ত সকলের দ্বারে দ্বারে শাফায়াত ভিক্ষায় হাজির হবেন।

শেষ পর্যন্ত হযরত ঈসা মসীহ (আলাইহিস্ সালাম) বললেন- ليس ذاكم عندى ولكن انطلقوا الى سيد ولد ادم- "তোমাদের এ কাজ আমার দ্বারা হবেনা, তবে তোমরা এমন এক সত্তার দুয়ারে যাও, যিনি সকল আদম সন্তানের প্রধান"।

লোকেরা সবাই হুযূর আক্দাস (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র খেদমতে হাজির হবেন। তিনি জিবরীল আমীনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি আনার জন্য পাঠাবেন। আল্লাহ তা'য়ালা অনুমতি প্রদান করলে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) শাফায়াতের জন্য আল্লাহর দরবারে এক সপ্তাহ সজিদারত থাকবেন। মহান আল্লাহ বলবেন, হে প্রিয় হাবীব! মাথা মুবারক উত্তোলন করুন। আপনি আরজ করুন, এটা শ্রবণ করা হবে। আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। হুযূর মাথা মুবারক উত্তোলন করলে, আল্লাহ জাল্লাজলালুহু'র চেহেরা মুবারক প্রত্যক্ষ করবেন, অত:পর তড়িৎ সজিদায় পতিত হবেন। তারপর আরেক সপ্তাহ সজিদারত

থাকবেন। মহান আল্লাহ পূণরায় উপরোক্ত প্রেম মাখা বাক্যগুলো বলবেন। হুযূর শির মুবারক পূনরায় উত্তোলন করে মহান আল্লাহ কুদরতের চেহেরা মুবারক সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে আবার তৃতীয়বার সজিদায় লুটে পড়ার ইচ্ছা পোষণ করলে জিব্রাঈল আমীন (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর বাহু মুবারক ধরে রুখে নেবেন। ঐ সময় হুজুর আপন দয়াল প্রভুর পানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ আরজ করবেন-

ای رب جعلتنی سید ولد ادم ولا فخر – "হে আমার প্রভূ ! তুমি আমাকে সকল আদম সন্তানের সর্দার বানিয়েছ। এতে আমি কোন গর্ব করছি না। (সংক্ষেপিত) (২৪৩)

হাদীস শরীফ : আট হাকেম মুস্তাদরকে ,বায়হাক্বী ফাজায়েলুস সাহাবা'য় উম্মুল মো'মেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এরশাদ করেন, انا سید العالمین - (২৪৪) "আমি সমগ্র জগতের প্রধান"। এ হাদীসটিকে হাকেম নেশাপুরী মুসতাদরাকে ও ইব্নে হাজর তাঁর রচিত আফজালুল কুরা- য় সহীহ্ বলে অভিমত পেশ করেছেন। (লেখক)

হাদীস শরীফ : নয় দারমী, তিরমীজি ও আবু নুয়াইম হাসান সনদে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীর দরবারে কতিপয় সাহাবী তাঁর অপেক্ষায় বসে বসে কিছু আলোচনায় রত হলেন এমতাবস্থায় হুযূর তাশরীফ আনলে তাদেরকে আলোচনায় পেলেন। তাদের একজন বললেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীমকে খলিল বা বন্ধু রূপে নির্বাচিত করেন, অপরজন বললেন, মহান আল্লাহ হযরত মূসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন, অন্যজন বল্লেন, হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সলাম) ছিলেন কলেমাতুল্লাহ বা রূহুল্লাহ, আরেক জন বললেন, মহান আল্লাহ্ হযরত আদমকে ছফিউল্লাহ বানিয়েছেন।

এদের সকলের বলা শেষ হলে এমন সময় রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) তাদের সম্মুখ হয়ে বললেন। "আমি তোমরা সকলের আলাপচারিতা ও তোমাদের বিস্ময় প্রকাশক বাক্যগুলো শুনেছি। ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম খলিলুল্লাহ্ ছিলেন তা ঠিক, মুসা নজীউল্লাহ ছিলেন তাও ঠিক,

হযরত ঈসা রূহুল্লাহ ছিলেন তাও সত্য,আদম ছফিউল্লাহ বা আল্লাহর মনোনিত মর্যদাসম্পন্ন ছিলেন তাও বাস্তব।

الا وانا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته ادم فمن دونه ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر وانا اول من يحرك حلق الجنة فينفتح الله لى فيد خلينها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر- (২৪৫)"তবে জেনে রেখো আমি হলাম হাবীবুল্লাহ (আল্লাহর প্রেমাস্পদ)। এটা আমি দম্ভ করে বলছিনা। কিয়ামত দিবসে আমিই প্রশংসার ঝান্ডা উত্তোলন ও বহনকারী হব। আদম ও অন্যান্য নবীগণ তার নিচেই অবস্থান করবেন। এটা আমার গর্ব নয়। কিয়ামতের দিন আমিই সর্ব প্রথম সুপারিশকারী ও সর্ব প্রথম আমার সুপারিশই গ্রহন করা হবে। এতে আমি গর্ব করছি না। আমিই সর্ব প্রথম জান্নাত দ্বারের কড়া নাড়া দেব। অত:পর মহান আল্লাহ আমার জন্য তা উম্মুক্ত করে দেবেন এবং তাতে আমাকে প্রবেশ করাবেন। আর আমার সঙ্গে থাকবে গরীব দূ:খী ঈমানদারগণ। এতে আমি গর্ব করছি না । আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চাইতে অধিক সম্মানিত। এটাও আমার গর্ব নয়।"

হাদীস শরীফ : দশ দারমী, তিরমিজী হাছান সনদে আবু ইয়ালা,বায়হাকী ও আবু নুয়াইম সংকলিত আনাস বীন মালেক হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এরশাদ করেন-

انا اول النا س خروجا اذا بعثوا واناقائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يسئوا الكرامه والمفاتيح يومئذ بيدى انا اكرم ولد ادم على ربى ولا فخر يطوف على الف خادم كانهم بيض مكنون ولؤلؤ منثور- (২৪৬)"কিয়ামত দিবসে আমিই সর্ব প্রথম কবর থেকে বের হব, যখন লোকদেরকে কবর হতে উত্তোলিত করা হবে। যখন মানুষেরা দলবদ্ধভাবে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওনা দেবেন তখন আমিই হব তাদের অগ্রগামী বা প্রধান। যখন তারা সকলেই নিশ্চুপ তখন আমিই তাদের মুখপাত্র। যখন তারা সকলেই আটকা পড়বে তখন আমিই তাদের সুপারিশকারী। যখন তারা হবে হতাশ, তখন আমিই তাদের সুসংবাদ প্রদানকারী। মর্যাদা ও রহমতের ধন ভান্ডারের চাবি সে দিন আমারই হাতে থাকবে। প্রশংসার ঝান্ডা সেদিন আমারই হাতে। সকল আদম সন্তানের চেয়ে আমিই সর্বাপেক্ষা আমার প্রভূর দরবারে মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ট। তাতে আমি দম্ভ করছিনা। সেদিন সহস্র

খাদেম আমার চতুর্দিকে প্রদক্ষিন করবে, যেন তারা সুরক্ষিত ডিম্ব কিংবা বিক্ষিপ্ত মুক্তা"।

হাদীস শরীফ : এগার ইমাম বুখারী তারীখে, দারমী নির্ভর যোগ্য সনদে, তিবরানী আওসাতে, বায়হাকী ও আবু নুয়াইম প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হযরত জাবের বীন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। হুযূর সায়্যিদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন-

انا قائد المرسلين ولا فخر انا خا تم النبيين ولا فخر- (২৪৭) "আমিই রাসুলগণের প্রধান, এটা আমার গর্ব নয়। আমিই সকল নবীদের শেষ, এটা আমার গর্ব নয়"।

হাদীস শরীফ : বার ইমাম তিরমিজী হাসান সনদে হযরত আব্বাস বীন আব্দুল মুত্তালিব (রাদ্বিয়াল্লহু তা'য়ালা আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন-

ان الله تعالى خلق الخلق فجعلنى فى خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتا فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا- (২৪৮)

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টিকে সৃজনের পর আমাকে এদের মধ্যে শ্রেষ্টভাগে রাখেন। তারপর এদেরকে দু'ভাগে ভাগ করলেন, আর আমাকে শ্রেষ্টভাগে রাখলেন। আবার এদেরকে গোত্রে বিভক্ত করলেন, আর আমাকে রাখলেন শ্রেষ্ট গোত্রে। পূনরায় এদেরকে পরিবারে পরিবারে বিভক্ত করলেন, আর আমাকে রাখলেন শ্রেষ্ট পরিবারে। অতএব, আমি এদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভাবে শ্রেষ্ট"।

হাদীস শরীফ : তের তাবরানী মু'জমে,বায়হাকী দলায়েলে ও ইমাম আল্লামা কাজী আয়ায্ শেফা শরীফে স্ব-স্ব সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে হাদীস সংকলন করেন। তিনি বলেন হুযূর সায়্যিদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন- ان الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلنى من خيرهم قسما فذالك قوله تعالى اصحاب اليمين واصحاب الشمال فانا من اصحاب اليمين وانا خير اصحاب اليمين ثم جعل القسمين ثلاثا فجعلنى فى خيرهم ثلاثا وذالك قوله تعالى اصحاب الميمنة

واصحاب المشئمة والسابقون فانا من السابقين وانا خير السابقين ثم جعل ثلاث قبائل فجعلنى من خيرها قبيله وذالك قوله تعالى وجعلنكم وشعوبا وقبائل فانا اتقى ولد آدم واكرمهم على الله ولا فخر ثم جعل القبائل بيوتا فجعلنى من خيرها بيتا وذالك قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا (২৪৯)"আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র সৃষ্টিকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন, আর আমাকে রাখলেন উত্তম ভাগে। একথাটির ইঙ্গিত তাঁর আপন বাণীতে, বাণীটি হচ্ছে "আসহাবুল ইয়ামিন ওয়া আসহাবুশ শিমাল"(ডান পন্থি ও বাম পন্থি)আর আমি আসহাবুল ইয়ামিন তথা ডান পন্থিতে। বরং ডান পন্থিদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ট। তারপর এ দু'ভাগকে পূণরায় তিন ভাগে ভাগ করা হল, আর আমাকে রাখা হল উত্তম ভাগে। যার ঈঙ্গিত আল্লাহর বাণী"ওয়া আসহাবুল মাইমানাতি ওয়া আসহাবুল মাশআমাহ ওয়াস সাবিকুন,(ডান হাত বিশিষ্ট, বামহাত বিশিষ্ট ও পূর্ববর্তীরা)" আর আমি সাবিকুনদের দলে। বরং আমি এদের মধ্যে শ্রেষ্টত্বের আসনে সমাসীন। তারপর এ ভাগগুলোকে আবার গোত্রে গোত্রে ভাগ করল। আর আমাকে শ্রেষ্ট গোত্রে রেখেছেন, যার ইশারা মহান আল্লাহর বাণী "যাআলনাকুম শুয়ুবাঁও ওয়া কাবাঈলা" (আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন শাখা ও গোত্রে বিভক্ত করেছি-)। আর আমি সকল গোত্র ও বংশ শাখা ভূক্ত আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু ও মর্যাদাবান। এ কথাটির ঈঙ্গিত আল্লাহর বাণী- ان اكزمكم عند الله اتقاكم "তোমাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু তিনি খোদার কাছে সবাপেক্ষা মর্যাদাবান"। এটা আমার গর্ব নয়। আবার এ গোত্র ও বংশগুলোকে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করা হয়েছে, আর আমাকে রেখেছেন উত্তম পরিবারে। এ কথাটি আল্লাহর বাণীর সার সংক্ষেপ, বাণীটি হচ্ছে "হে নবী পরিবার! আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের থেকে সকল অপবিত্রতা দূর করত: পরম পূত পবিত্র করতেইতো চান"।

হাদীস শরীফ : চৌদ্দ ইবনে আসাকের ও বাজ্জার কর্তৃক সহীহ সনদে সংকলিত আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, হুযূর সায়্যিদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন- خيارولد آدم خمسة نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وخيرهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم - (২৫০)

"আদম সন্তানদের শ্রেষ্ট হচ্ছেন পাঁচজন- নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা, আর তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা"।

এছাড়া আরো অনেক সুস্পষ্ট গ্রহণযোগ্য দলীল সমুহ তৃতীয় রশ্মি ও চতুর্থ প্রভায় আলোচনা হবে, ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় রশ্মি

جلائل متعلقه بآخرة

আখিরাতে প্রিয় নবীর শান

প্রথম প্রভা ও প্রথম রশ্মিতে এ অর্থের অনেক হাদীস সমূহের আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পাঠক মহল অমনোযোগী হওয়া মোটেও উচিৎ নয়, আল্লাহই পথ প্রদর্শনকারী।

হাদীস শরীফ : পনের সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর সায়্যিদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন- نحن الاخرون السبقون يوم القيامة (زاد المسلم) ونحن اول من يدخل الجنة-(২৫১)"আমরা সময়ের দিক দিয়ে পরবর্তী আর কিয়ামত দিবসে সবার অগ্রগামী। (মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আরো রয়েছে এভাবে) সর্বপ্রথম আমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবো।

হাদীস শরীফ : ষোল বুখারী ও মুসলিম সংকলিত, হযরত হুযাইফা হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে হুযূর সায়্যিদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন- نحن الاخرون من اهل الدنيا هم تبع لنا يوم القيامة المقتضى لهم قبل الخلائق- والاولون يوم القيامة(২৫২)"তারা কিয়ামত দিবসে আমাদের অনুগামী হবে। আমরা দুনিয়ায় পরে এসেছি কিন্তু কিয়ামত দিবসে অগ্রগামী হব। সমুদয় সৃষ্টির পূর্বে আমাদেরই জন্য মহান আল্লাহর হুকুম জারী হবে"।

হাদীস শরীফ : সতের দারমী সংকলিত, আমর বিন্ কাইস বিন্ উম্মে মাক্তূম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুযূর সাইয়িদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ইরশাদ করেন- ان الله تعالى ادرك بى الاجل المرحوم واختصر لى اختصارا فنحن الاخرون ونحن السابقون يوم القيامة وانى قائل قولا غير فخر ابراهيم خليل الله وموسى صفى الله وانا حبيب الله ومعى لواء الحمد يوم القيامة-(২৫৩)"যখন বিশেষ

রহমতের যুগ সমাগত হল। মহান আল্লাহ তখন আমাদের সৃষ্টি করলেন। আমার জন্য খুব সংক্ষেপ করল। আমরা প্রকাশ হওয়ার ক্ষেত্রে পরে, আর কিয়ামত দিবসে মান মর্যাদার ক্ষেত্রে অগ্রে। আর আমি এ কথাটি দম্ভ করে বলছিনা যে, ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু), মূসা ছফীউল্লাহ বা আল্লাহর নির্বাচিত তবে, আমি হলাম হাবীবুল্লাহ বা আল্লাহর প্রেমাস্পদ। কিয়ামত দিবসে প্রশংসার ঝান্ডা আমারই হাতে থাকবে"।

اختصرلى اختصارا (আমার জন্য খুবই সংক্ষেপ করা হয়েছে) এর ব্যাখ্যা

এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় ওলামা গণের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়,যা নিম্নরূপ:-

১। অল্প কথার গুরুগাম্ভীর্য। অর্থাৎ কথা অল্প কিন্তু অর্থ অনেক।
২। আমার জন্য সংক্ষেপ করা হয়েছে মানে, আমার উম্মতকে খুব সল্প সময় কবরে থাকতে হবে।

৩। আমি (আলা হযরত) বলছি উপরোক্ত বাণীর অর্থ হচ্ছে- আমার খাতিরে আমার উম্মতের আয়ু হ্রাস করা হয়েছে। যাতে দুনিয়ার জঞ্জাল থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পায় এবং গুনাহ সল্প করে শাশ্বত নিয়ামতের দিকে শিঘ্রই অগ্রসর হতে পারে।

৪। অথবা তার অর্থ হচ্ছে আমার উম্মতের জন্য দীর্ঘ হিসাবকে সংকোচন করা হয়েছে। যাতে হে উম্মতে মুহাম্মদীরা! তোমাদেরকে আল্লাহ নিজের হক তো ক্ষমা করে দিয়েছেন, বাকী তোমরা একে অপরের হক ক্ষমা করে জান্নাতে চলে যাও।

৫। অথবা তার অর্থ হচ্ছে- আমার উম্মতের জন্য পুলচিরাতের পনের হাজারের রাস্তাকে এতো সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছেনযে, তারা চোখের পলকে বা বিদ্যুৎ গতীতে এতো দূর লম্বা দীর্ঘ পথ পার হয়ে যাবে মুহুর্তের মধ্যে। (২৫৪) বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ খুদরী থেকে এরূপই বর্ণিত আছে।

৬। বা কিয়ামত দিবস যার সময়সীমা হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, কিন্তু আমার গোলামদের জন্য তা এতো শিঘ্রই অতিবাহিত হবে, যে সময়ে দু'রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করতে পারে। যার বিবরণ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল মসনদে, আবু ইয়ালা, ইবনে জরীর, ইবনে হাব্বান, ইবনে আদী, বাগভী ও বায়হাকী, রাদ্বিয়াল্লাহু

তা'য়ালা আনহুম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ আপন আপন হাদীছের কিতাবে লিখেছেন। (২৫৫)

৭। বা তার অর্থ হচ্ছে- যে সমস্ত জ্ঞান ও মারেফাতের নিগুঢ় তত্ব যা হাজার হাজার বছর কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমেও অর্জন করা সম্ভব নয়, তা সামান্য দিন আমার গোলামী করার কারণে আমার সাহাবীগণের কাছে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়ে যায়।

৮। জমীন থেকে আরশ পর্যন্ত লক্ষাধীক বছরের রাস্তা। আমার জন্য তা এতো সংকোচন করা হয়েছে যে, আসা-যাওয়া এবং সবগুলো পরিদর্শন করতে আমার সময় লেগেছে মাত্র তিন সায়াত বা মুহুর্ত।

৯। অথবা এর অর্থ হবে আমার উপর কুরআন শরীফ নাজিল হয়েছে। যার বিভিন্ন পাতায় ভবিষ্যতের বিস্তারিত ও সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা রয়েছে। এ কুরআনের প্রতিটি আয়াতে ষাট হাজার ইলম বা জ্ঞান রয়েছে আর এক একটি আয়াতের তাফসীর সত্তরটি উটের বুঝায় এবং এর চেয়েও বেশী। এটার চেয়ে সংকোচন আমার জন্য আর কি হতে পারে?

১০। বা এর অর্থ হবে, প্রাচ্য প্রাতিচ্য এত বিশালাকার জগৎকে আমার সামনে এতো ক্ষুদ্র করে দিয়েছেন যে, আমি এ বিশাল বিশ্ব জগৎকে, যা কিছু এর অভ্যন্তরে রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে, সবকিছুকে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করছি যেন আমি আমার এ হাতের তালুতে দেখতে পাচ্ছি। তবরানী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত, ইবনে ওমর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতিটি এভাবে যে, হুযূর ইরশাদ করেন- كانما انظر الى كفى هذه (২৫৬) "যেমনি আমার এ হাতের তালুটি দেখতে পাচ্ছি"।

১১। বা এর অর্থ হবে, আমার উম্মতকে স্বল্প আমলে প্রতিদান দেওয়া হবে অধিক। যেমন সহীহাঈনের হাদীসে এজরায় রয়েছে– قال ذالك فضلى اوتيه من اشاء – (২৫৭)"তিনি বলেন, এটা আমার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা করি তাকে দিই"।

১২। বা এর অর্থ হবে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যে সমস্ত আমল বেশী এবং কষ্টকর ছিল, তা আমার উম্মতগণের উপর সহজ ও হ্রাস করে দেওয়া হয়েছে।

যেমন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজকে হ্রাস পূর্বক পাঁচ ওয়াক্তে আনা হয়েছে, তবে সাওয়াবের বেলায় পঞ্চাশ ওয়াক্তের বরাবর।

পূর্বেকার উম্মতের জাকাতের নিসাব (পরিমান) ছিল সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ। কিন্তু দয়াল নবীর উম্মতের জাকাতের নিসাব হলো চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর সাওয়াব দানের বেলায় মহান আল্লাহ চার ভাগের এক ভাগের সমপরিমান দেবেন।

এভাবে উক্ত হাদীসটির আরো অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে যা স্বল্প পরিসরে বর্ণনা সম্ভব নয়। والحمد لله رب العالمين এটাইতো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার স্বল্প কথা, যার একটি শব্দের এতো ব্যাপক অর্থ।

হাদীস শরীফ : আঠার ইমাম আহমদ, ইবনে মা-জাহ, আবু দাউদ,তিয়ালছি ও আবু ইয়ালা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সংকলিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন–

انه لم يكن نبى الاله دعوة قد تخيرها فى الدنيا وانى قد اختبأت دعوتى شفاعة لامتى وانا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر ثم (ساق حديث الشفاعة الى ان قال) فاذا اراد الله ان يصدع بين خلقه نادى اين احمد وامته فنحن الاخرون الاولون نحن آخر الامم واول من يحاسب فتفرج لنا الامم عن طريقنا فنمضى غرا محجلين من اثر الوضوء فيقول الامم كادت هذه الامة ان تكون انبياء كلها (২৫৮ " প্রত্যেক নবীর জন্য এক একটি দোয়া ছিল যা তারা দুনিয়ায় করে ফেলেছেন। আর আমি আমার দোয়াটি কিয়ামত দিবসের জন্য গোপন রেখেছি। এটা শাফায়াতের দোয়া যা আমি আমার উম্মতের জন্য সেদিন করব। কিয়ামত দিবসে আমি সকল আদম সন্তানের প্রধান। এটা দম্ভ করে বলছিনা। আমিই প্রথম কবর মোবারক থেকে উঠব, এটা গর্ব নয়। আমার হাতেই প্রশংসার ঝান্ডা থাকবে। হযরত আদম ও তার পরবর্তী যারা দুনিয়ায় এসেছে, সকলেই সেদিন আমার পতাকা তলে জামায়েত হবেন। এটা আমার দম্ভ নয়। আল্লাহ তায়ালা বান্দাগণের হিসাব কার্যক্রম আরম্ভ করতে চাইলে, এক আহবানকারী আহবান করবেন। "আহমদ এবং তার উম্মতরা কোথায়"? অতএব আমরা সর্বশেষ আবার সর্ব প্রথম, অর্থাৎ কালের পরিক্রমায় সর্বশেষ আর হিসাব

প্রদানে সর্ব প্রথম। হিসাব প্রদানের জন্য আমরা চলব, আর সকল উম্মতগণ আমাদের পথ ছেড়ে দেবেন। আমার উম্মতগণের ওযূর পানির চিহ্নে দেদীপ্যমান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো আরো জ্যোতিময় হবে। তাদেরকে দেখে অন্য উম্মতরা বলবে, এরা তো একে একে সবাই নবী হয়ে যাওয়া, একটি সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র।

(২৫৯) جمال پرتوش درمن اثرکرد - وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم۔

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জ্যোতির প্রভাব পড়েছে আমার উপর, নচেৎ আমি তো সে মাটিই যা পূর্বেও ছিলাম"।

হাদীস শরীফ : উনিশ ইমাম মালেক, বুখারী, মুসলিম, তিরমীজি ও নাসায়ী সংকলিত হযরত জোবাইর বীন মুত্য়া'ম বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন– انا الحاشر الذى يحشر الناس على قومى– (২৬০) "আমিই হাশের (হাশরের দিন একত্রিতকারী) সকল লোকদেরকে আমার কদমে একত্রিত করা হবে, অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে হুযূর আক্দাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হবেন সবার অগ্রগামী, আর পূর্বাপর সকলেই তাঁর অনুগামী হবেন।

হাদীস শরীফ : বিশ ইবনে জানজোবীয়্যাহ ফাযাইলুল আ'মাল নামক গ্রন্থে হযরত কাসীর বিন মুররাহ হাজরামী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াছাল্লামা ইরশাদ করেন-

تبعث ناقة ثمود لصالح فيركبها من عند قبره حتى توافى به المحشر قال معاذ وانت تركب العضباء يارسول الله قال تركبها ابنتى وانا على البراق اخصصت به دون الانبياء يومئذ ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة وينادى على ظهرها بالاذان فاذا سمعت الانبياء واممها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قالوا ونحن نشهد على ذالك۔ (২৬১) "হযরত সালেহ্ আলাইহিস সালাতু ওয়াস্সালামের জন্য সামুদ গোত্রের উটণীটিকে উঠানো হবে, তিনি তার উপর আরোহন করে কবর থেকে হাশরের ময়দানে আসবেন।

আমি(আ'লা হযরত) বলছি, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুক, প্রেমিকের জন্য এটা স্বত:সিদ্ধ নিয়ম যে, যখনই সে কোন নান্দনিক সৌন্দর্য্যের কথা শুনবে, তৎক্ষনাৎ তার দৃষ্টি যাবে আপন মাহবুব প্রিয় এর দিকে, এবং তার ভেতরে প্রশ্ন

জাগবে, হায়! তার প্রিয়র জন্য এ ব্যাপারে কি রয়েছে? তাই তো হযরত মা'জাজ বীন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আপনি আপনার পবিত্র আদ্বা নামক উটণীর উপর সেদিন আরোহন করবেন (তাই নয় কি)। হুযূর ইরশাদ করলেন না, এটার উপর তো আমার শাহজাদী (মা ফাতেমা) আরোহন করবে। আর আমি আরোহন করব বোরাকের উপর। এটা সেদিন শুধু আমাকেই প্রদান করা হবে অন্য কোন নবীগণকে নয়। আর হযরত বেলাল জান্নাতের একটি উটণীর পৃষ্ঠে দাড়িয়ে আজান দেবেন। সকল নবী এবং তাঁদের উম্মতগণ যখন তাঁর আজানের বাক্য "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্" শুনলে,সকলেই সমস্বরে বলবেন "আমরাও এটার সাক্ষি দিচ্ছি"।

সুবহানাল্লাহ! যেদিন পূর্বাপর সকল সৃষ্টি একত্রিত হবে, সেদিনও আমাদের আ-কা (মুনিব) সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র নামের দোহায় চলবে। আলহামদু লিল্লাহ! ঐ দিনই প্রতিভাত হবে যে, আমাদের পিয়ারা আক্বা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা-ই হচ্ছেন সকল নবীদের নবী। সেদিন শত্রু মিত্র সকলের কাছে প্রিয় আক্বা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রকৃত মর্যাদা সুস্পষ্ট হবে যে, আজকের দিনের অধিপতি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর প্রতিনিধিত্বে আছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)।

হাদীস শরীফ : একুশ তিরমীজি হাসান ও সহীহ সনদে হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণনা করে, তিনি বলেন- হুযূর সায়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- انا اول من تنشق عنه الارض فاكسى حلة من حلل الجنة اقوم عن يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذالك المقام غيرى- (২৬২) "আমিই সর্ব প্রথম জমিন হতে বের হব। তারপর আমাকে জান্নাতের পোশাক সমূহ হতে একজোড়া পোশাক পরানো হবে। আমি আরশের ডান পাশে এমন এক স্থানে দাঁড়াব, যেখানে আমি ভিন্ন খোদার সৃষ্টির অন্য কারো দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই।

হাদীস শরীফ : বাইশ আহমদ,দারমী ও আবু নুয়াইম আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন- হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- اول من يكسى ابراهيم ثم يقعد مستقبل العرش ثم اوتى بكسوتى فالبسها فاقوم عن يمينه مقاما لايقوم احد

غيرى يغبطنى فيه الاولون والاخرون-(২৬৩) "সর্ব প্রথম ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) কে জান্নাতী পোশাক পরানো হবে। তিনি আরশের সম্মুখে বসে পড়বেন, তারপর আমার পোশাক পেশ করা হবে। আমি তা পরিধান করে আরশের ডান পাশে এমন একটি স্থানে দন্ডায়মান হবো যেখানে আমি ভিন্ন আর কারো দাঁড়ানো সম্ভব হবেনা। যা দেখে পূর্বাপর সকলেই আমার উপর ঈর্ষা করবে।

হাদীস শরীফ - তেইশ বায়হাকীর কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত এ রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- اكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر- (২৬৪) "আমাকে জান্নাতের এমন পোশাক পরানো হবে, যা পরিধান করার যোগ্যতা কোন মানব রাখে না ।

হাদীস শরীফ : চব্বিশ তাফসীরে তাবারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে মওকূপ সনদে আর আহমদ বিন্ কা'ব বিন্ মালেক থেকে মারফু সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এরা বলেন- يرقى هو صلى الله عليه وسلم وامته على كوم فوق الناس (২৬৫)"হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও তাঁর উম্মতগণ কিয়ামত দিবসে উচ্চতার শীর্ষে অবস্থান করবেন।"

হাদীস শরীফ : পঁচিশ ইব্নে জারীর ও ইব্নে মারদূভীয়্যাহ্ উভয়ে হযরত জাবের বিন্ আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- انا وامتى يوم القيامة على كوم مشرفين ما من الناس احد الاودانه منا (২৬৬) "আমি এবং আমার উম্মতগণ কিয়ামত দিবসে এমন একটি উঁচু স্থানে অবস্থান করবো, এমন কোন লোক থাকবেনা যারা আশা করবেনা যে, যদি এই স্থানটি আমরা পেতাম!"

হাদীস শরীফ : ছাব্বিশ সহীহ মুসলিম শরীফে ওবাই বিন্ কা'য়াব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তিনবার তিনটি দোয়ার অনুমতি দিয়েছেন। اللهم اغفر لامتى اللهم اغفر لامتى "হে আল্লাহ, আমার

উম্মতকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ আমার উম্মতকে ক্ষমা কর"। আমি এরূপ দু-বার দোয়া করেছি।

(২৬৭) واخرت الثالث يوم يرغب الى فيه الخلق حتى ابراهيم-

"আর তৃতীয় বারের দোয়াটি ঐ দিনের জন্য বিলম্বিত করছি,যে দিন সমগ্র সৃষ্টি আমার কাছে শাফায়াতের আবেদন করবে, এমনকি ইব্রাহীমও (আলাইহিস সালাম)"।

ফায়েদা ان لكل نبى دعوه "নিশ্চয়ই প্রত্যেক নবীদের পৃথক পৃথক দোয়া রয়েছে।" হযরত আনাস বর্ণিত এ হাদীসটি মসনদে আহমদ, বোখারী , মুসলিম ও হাকেম তিরমীজি সকলেই সংকলন করেছেন। এ হাদীসের পরিশেষে এ কথাটি ও আছে যে- ان ابراهيم ليرغب فى دعائى ذالك يوم القيامة (২৬৮) "হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন- কিয়ামত দিবসে হযরত ইব্রাহীম ও আমার দোয়ার প্রত্যাশী হবেন।"

-: শাফায়াতের হাদীস সমূহ :-

নবীগণের অপারগতা ও প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ক্ষমতা

প্রাক কথনঃ- শাফায়াতের হাদীস সমূহ স্বয়ং মুতাওয়াতির। প্রত্যেক বিশুদ্ধ ঈমানদার মুসলমান এটা ও অবগত যে, সম্মানের এ শাহী আচকান (সার্বজনীন শাফায়াত) ঐ মোবারক দেহেই শোভা পায় ইমামত যার সৌন্দর্য্য, খোদায়ী সৃষ্টিকূলের যিনি যোগ্য প্রতিনিধি। তিনি ভিন্ন অন্য কোন সুঠাম শ্যামল মসৃন বদনে ও তা মানাবে না। মহান আল্লাহর দরবারে এ সর্বোচ্চ সম্মান, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমাস্পদত্তের মর্যাদা, সার্বজনীন শাফায়াতের অনুমোদন ও আবেদনের শর্তহীন স্বাধীনতার মহান দৌলত তিনি ভিন্ন অন্য কেউ পান নি। তাই এ হাদীসগুলো প্রিয় নবীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সুস্পষ্ট দলীল। এখানে আমি এমন কিছু হাদীস সংকলন করছি যেগুলোতে সকল নবীগণ আলাইহিস সালাম এর নিঃস্বতা ও অক্ষমতা আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর আভিজাত্য ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে।

শাইখ মুহাক্কিক মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী মিশকাত শরীফে সংকলিত শাফায়াতের হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন- *صواب آنست كه همه انبياء مرسلين صلوات الله عليهم اجمعين از در آمدن درين مقام واقدام براين*

كارعاجز وقاصر اند بجز سيد المرسلين وامام النبين كه بنهايت قرب وعزت ومكانت مخصوص است ومحمود ومحبوب حضرت اوست

"স্বত:সিদ্ধ যে, নবী-রাসূলকূল সম্রাট মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ব্যতীত অন্য সকল নবী ও রাসূলগণ এ স্থানে আরোহণ ও এ কাজে পদচারনায় অক্ষম ও অপারগ, কেননা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রান্তিক নৈকট্য, মর্যাদা ও সম্মানে আল্লাহর নিকট প্রশংসিত ও প্রেমাস্পদ রূপে নির্দিষ্ট।

হাদীস শরীফ : সাতাইশ শাফায়াতের দীর্ঘ হাদীসটি আহমদ, বুখারী ও তিরমীজি হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে, আবার বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মা-জাহ্ হযরত আনাস্ থেকে তিরমীজি ও ইবনে খুজাইমা আবু সাঈদ খুদ্‌রী থেকে আবার আহমদ,বাজ্জার, ইব্‌নে হাব্বান ও আবুইয়া'লা ছিদ্দীকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে,অন্যদিকে আহ্‌মদ ও আবু ইয়া'লা ইব্‌নে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা,য়ালা আনহু থেকে, এরা সবাই হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন(২৬৯)। অপরদিকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইবনে আবী শায়বা, ইবনে আবী আছেম ও তারবানী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সহীহ সনদে মাওকূপ সূত্রে হযরত সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তাঁদের বর্ণিত হাদীসগুলো স্ব-স্ব এবারত উদ্ধৃতি সহ আলাদা আলাদা বর্ণনা করলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে বিধায়, আমি তাঁদের বিভিন্ন বর্ণনা গুলোকে একটি রচনাশৈলীতে সন্নিবেশিত করে এ দিলাকর্ষিক ঘটনার নির্যাস আলোচনা করছি। আল্লাহই তাওফীক দাতা।

ইরশাদ হচ্ছে – আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামত দিবসে পূর্বাপর সকলকে একটি সমতল ও প্রশস্ত ময়দানে একত্রিত করবেন, যেখানে একে অপরকে দেখতে পাবেন এবং পরস্পর আওয়াজ শুনবেন দিনটি অনেক দীর্ঘ হবে। সূর্য সে দিন দশ বছরের উত্তাপ একসাথে দেবে, তা মানুষের মাথার এতোবেশী নিকটে নেমে আসবে যে, মাথা থেকে সূর্য্যের ব্যবধান হবে মাত্র দু-তীর পরিমাণ। প্রচন্ড গরমে ঘাম নির্গত হওয়া শুরু হবে। প্রথমতো এগুলো জমিন চুষে ফেলবে, চুষতে চুষতে জমিন যখন চুষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে, তখন ঘামগুলো জমিনের উপরে উঠে যাবে। পরিশেষে মানুষ ঘামের সাগরে সাঁতার কাটবে, যেন কেউ পুকুরে ডুব দিচ্ছে এরূপ শব্দ হবে। সূর্য অতি নিকটতর হওয়ার কারণে দুর্দশা এতো বেড়ে যাবে যে, এটাকে সহ্য করার ক্ষমতা

থাকলেও বহন করার ধৈর্য্য থাকবে না। এভাবে মানুষের কাছে শুধু ভয়ের পর ভয় আসতে থাকবে। কিয়ামত ময়দানের লোকেরা পরস্পর বলবে, দেখছ না আমাদের উপর কি মুছিবত! কি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে! চলোনা আমরা এমন একজন ব্যক্তিকে খোঁজি, যিনি আমাদের জন্য প্রভুর দরবারে সুপারিশ করবেন, যেন আমরা এ নাজুক অবস্থা থেকে নাজাত পাই।

অতএব, তাঁরা নিজেরা নিজেরা সিদ্ধান্তে উপনিত হয়ে বলবে "চলো আমরা আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে যাই! অতঃপর তারা তাঁর কাছে যাবে। আরজ করবে, হে আমাদের আদি পিতা! হে আবুল বশর আদম! আপনি তো এমন সত্তা যাকে আল্লাহ নিজ হাতে বানিয়েছেন আপনার মধ্যে স্বয়ং তিনি রূহ প্রদান করেছেন। সকল ফিরিস্তা দ্বারা আপনাকে সজিদা করায়েছেন তিনি আপনাকে জান্নাতে রেখেছেন, সকল বস্তুর নাম আপনাকে শিখিয়েছেন আপনাকে নিজের ছফী (নির্বাচিত) উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আপনি কেন আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করছেন না, যেন আপনার সুপারিশের কারণে তিনি আমাদেরকে এই নাজুক অবস্থা থেকে পরিত্রান দেন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেননা যে, আমরা কোন্ অবস্থায় ও কোন্ মুসিবতে রয়েছি"।

আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম বলবেন– لست هناكم انه لايهمنى اليوم الا نفسى ان ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله نفسى نفسى اذهبوا الى غيرى- "আমি তো এটার (সুপারিশ) যোগ্য নয়। আজ আমার নিজের ছাড়া আর কারো চিন্তা নই। আজ আমার প্রভু এতো রাগান্বিত হয়েছেন যে, না এর পূর্বে তিনি এরকম রাগান্বিত হয়েছেন, না পরেও হবেন। আমার কাছে আমার চিন্তা, আমার প্রাণের দুঃখ, ও আমার প্রাণের ভয় হচ্ছে। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও" । (হাশরের ময়দানে লোকেরা) আরজ করবেন তাহলে আপনি আমাদেরকে কার কাছে যেতে বলছেন? এরশাদ করবেন- তোমাদের দ্বিতীয় আদি পিতা হযরত নূহ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)'র কাছে যাও। তিনি আল্লাহর জমিনে প্রেরিত প্রথম নবী। তিনি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা। লোকেরা সবাই আল্লাহর নবী নূহ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)'র কাছে যাবে। আরজ করবে হে আল্লাহর নবী নূহ! আপনি জমিনবাসীর জন্য প্রথম রাছুল ও "আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা"। আপনাকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন, আপনার দোয়া কবুল করেছেন এবং জমিনের মধ্যে কোন কাফেরের

নিশানাও অবশিষ্ট রাখেননি। আপনি কি দেখেতে পাচ্ছেন না আমরা কোন মুছিবতে আছি। আপনি কেন আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করছেন না, যাতে তিনি আমাদের জন্য যে কোন একটা ফয়সালা করে দেন।

হযরত নূহ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম) ইরশাদ করবেন- لست هناكم ليس ذاكم عندى انه لا يهمنى اليوم الانفسى ان ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسى نفسى اذهبوا الى غيرى- "আমি তো সুপারিশ করার উপযুক্ত নই, এটা আজ আমার দ্বারা হবেনা। এখন আমার নিকট আমার প্রানের চিন্তা ভিন্ন অন্য কিছু নেই। আমার প্রভূ আজ এতো বেশি রাগান্বিত হয়েছেন, যে রূপ না পূর্বে হয়েছেন, না পরে হবেন। এখন আমার কাছে আমার প্রানের ভয় ও নিজের সমস্যা, তোমরা অন্য কারো কাছে যাও।" আরজ করা হবে, তাহলে আপনি আমাদেরকে কার কাছে যেতে বলছেন? এরশাদ করবেন দয়ালু আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম)'র কাছে যাও, কেননা আল্লাহতো তাঁকে আপন বন্ধু হিসেবে গণ্য করেছেন। লোকেরা হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)'র কাছে যাবেন, আরজ করবেন- হে আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)! আপনি আল্লাহর নবী এবং তাঁর জমিনে তাঁরই বন্ধু, আপনার প্রভূর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। যেন তিনি আমাদের জন্য একটা ফয়সালার ব্যবস্থা করেন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেননা যে, আমরা কি পরিমান মুসিবতে গ্রেফতার, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেননা যে, আমরা কোন অবস্থায় এসে পৌছেছি!।

হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) ইর্শাদ করবেন- لست هناكم ليس ذاكم عندى لا يهمنى اليوم الانفسى ان ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسى نفسى اذهبوا الى غيرى- "আমি এটার উপযুক্ত নই, এ কাজ আমার নয়, আজ আমার কাছে শুধু আমার নিজের চিন্তা, আমার প্রভূ আজ এত বেশী ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যে রকম না এর পূর্বে হয়েছেন না পরে হবেন। এখন আমার নিজের চিন্তা, নিজের ভয় ও নিজের সমস্যা তোমরা আমি ভিন্ন অন্য কারো কাছে যাও।" লোকেরা আরজ করবেন, তাহলে আপনি আমাদেরকে কার কাছে যেতে বলছেন? এরশাদ করবেন, তোমরা মুসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম) এর কাছে যাও। তিনি এমন একজন বান্দা যাকে তৌরাত কিতাব প্রদান করেছেন, তাঁর সাথে আল্লাহ

কথা বলেছেন, নিজের রহস্যের ধারক বানিয়ে নৈকট্য দান করেছেন। লোকেরা মুসা আলাইহিস সালামের কাছে যাবেন। আরজ করবেন- হে আল্লাহর রাসুল মুসা! আপনাকে তো মহান আল্লাহ রেছালত ও তাঁর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য দান করেছেন, আপনি আপনার প্রভুর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আমরা কি দূরাবস্থায় আছি! আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আমরা কি সমস্যায় ভোগছি!।

মুসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম) ইরশাদ করবেন- لست هناكم ليس ذاكم عندى لا يهمنى اليوم الانفسى ان ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسى نفسى اذهبوا الى غيرى- "আমি এটার উপযুক্ত নই, এ কাজ আমার নয়, আজ আমার কাছে শুধু আমার নিজের চিন্তা, আমার প্রভূ আজ এতো বেশী ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যে রূপ না এর পূর্বে হয়েছেন, না পরে হবেন। এখন আমার নিজের চিন্তা নিজের ভয় নিজের সমস্যা, তোমরা আমি ভিন্ন অন্য কারো কাছে যাও।" লোকেরা আরজ করবেন, তাহলে আপনি আমাদেরকে কার কাছে যেতে বলছেন? ইরশাদ করবেন, তাহলে তোমরা ঈসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম) এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর খাস বান্দা, তাঁরই রাসুল ও তাঁরই রূহ। যিনি মাতৃগর্ভের অন্ধকে জীবিত করতে পারতেন। লোকেরা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম) এর নিকট গিয়ে আরজ করবেন, হে ঈসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম)! আপনি তো আল্লাহর রাসুল এবং তারই কালেমা ও রূহ, যা তিনি মরিয়মের প্রতি নিক্ষেপ করছেন, আপনি দোলনায় বসে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনার প্রভূর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন তিনি আমাদেরকে একটি ফয়সালা করে দেন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না? আমরা কি দুঃখে ও কষ্টে দিনাতিপাত করছি।

হযরত ঈসা মসীহ আলাইহিস্ সালাম ইরশাদ করেন– لست هناكم ليس ذاكم عندى لا يهمنى اليوم الانفسى ان ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسى نفسى اذهبوا الى غيرى- "আমি এটার উপযুক্ত নই, এ কাজ আমার নয়, আজ আমার কাছে শুধু আমার নিজের চিন্তা। আমার প্রভূ আজ এত বেশী ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যে রূপ না এর পূর্বে হয়েছেন, না পরে হবেন। এখন আমার নিজের চিন্তা, নিজের ভয় ও নিজের সমস্যা, তোমরা আমি ভিন্ন অন্য কারো কাছে যাও।"

হযরত ঈসা মসীহ্ আলাইহিস্ সালাম আরো ইরশাদ করেন- ايتوا عبدا فتح الله على يديه ويجنى فى هذا اليوم امنا انطلقوا الى سيد ولد آدم فانه اول من تنشق عنا الارض يوم القيامة ايتوا محمدا ان كل متاع فى وعاء مختوم عليه كان يقدر على ما فى جوفه حتى يفض الخاتم- "তোমরা এমন এক বান্দার কাছে যাও , যার হাতে আল্লাহ তা'য়ালা বিজয় রেখেছেন। যিনি আজকে শঙ্কাহীন ও নিরাপদ। তারই কাছে যাও, যিনি সকল আদম সন্তানের শিরোমনি, যিনি সর্বপ্রথম কবর মুবারক থেকে জমিনে তাশ্‌রীফ আনবেন আমাদের পূর্বে, তোমরা সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কাছে যাও। আচ্ছা তোমরা বল, কোন মুহরযুক্ত পাত্রে যদি কোন মূল্যবান সামগ্রী রাখা হয়, ঐ সামগ্রীগুলোকে মুহর উঠানো ব্যতীত পাওয়া যাবে? লোকেরা বলবেন- না, পাওয়া যাবেনা।

অত:পর হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম) পূনরায় ইরশাদ করবেন- ان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وقد حضر اليوم اذهبوا الى محمد فيشفع لكم الى ربكم- (জেনে রাখো যে) "নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হচ্ছেন সকল নবীগণের খাতাম বা মুহর, যতক্ষণনা তিনি এ শাফায়াতের দ্বার উম্মুক্ত করবেন, ততক্ষন অন্য কোন নবী রাসুল কিছুই করতে পারবেননা, তিনি আজ এ মাঠে তাশ্‌রীফ এনেছেন তোমরা তাঁর কাছে যাও, যেন তিনি তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করেন।"

এখন মানুষেরা কিয়ামতের ভয়াবহ মুসিবতে, দু:খ-জ্বালা ও অসহনীয় গরম, সকলের কাছ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বুকভরা ব্যাথা ও মুসিবতের পাহাড় মাথায় নিয়ে, সকল নবী রাসুলের পরিসমাপ্তিকারী, শাফায়াতের দ্বার উম্মুক্তকারী, মাহবুব বিল ওয়াজাহাত, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একমাত্র উদ্দেশ্য,অসহায়দের সহায়, শঙ্খিতদের আশার আলো, দু-জাহানের মালিক, যার আপাদমস্তক নূর আর নূর, কিয়ামত দিবসের একমাত্র সুপারিশ কারী, হুযূর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (আফজালু সালাওয়াতিল্লাহ আকমালু তাছলিমাতিল্লাহ ওয়া আনমা বরাকতিল্লাহ আলাইহে ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আয়ালিহী)'র দরবারে উপস্থিত হবেন। এ সমস্ত অসহায় ও অশান্তরা ভরাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুসজল নয়নে প্রিয় নবীর দরবারে এভাবে আরজ করবেন– يا رسول الله يا نبى الله انت الذى فتح الله بك وجئت فى هذا اليوم امنا انت رسول الله وخاتم الانبياء اشفع لنا الى ربك فليقض بيننا الاترى الى ما نحن فيه الاترى ما قد بلغنا- "ইয়া

রাসুলাল্লাহ! ইয়া নবীয়াল্লাহ! মহান আল্লাহ্তো আপনার দ্বারা শাফায়াতের দ্বার উম্মুক্ত করবেন। আজ আপনি নিরাপদ ও শঙ্কাহীন হয়ে তাশরীফ এনেছেন, আপনি তো আল্লাহর রাসুল ও সকল নবীগনের সর্বশেষ আপনার প্রভূর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য একটা ফয়সালা করে দেন। হুযূর! আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, আমরা কতো মুসিবতে, দু:খ-দুর্দশায় আছি, হুযূর! আপনি একটু দয়ার দৃষ্টি দানে ধন্য করুন আমাদেরকে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করবেন- نا لها وانا صا حبكم "আমিইতো তোমাদের সেই শাফায়াতের মালিক, আমিইতো সে উদ্দেশিত ব্যক্তিত্ব।" صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك وشرف ومجد وكرم-

এর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর শাফাআতের ধরণ বর্ণন করেছেন, এটা হচ্ছে অর্ধেক হাদীসের সারসংক্ষেপ(২৭০), হে মুসলিম ভাইগণ এটুকু ঈমানের চোখে দেখুন।

উপরোক্ত হাদীছের কিছু রহস্য কথা:

রহস্য এক : আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এর নিগূঢ় রহস্যের দিকে খেয়াল করুন যে, তিনি কি চমৎকার ভাবে এবং ধারাবাহিকতার সাথে সম্মানিত নবীগণের খেদমতে যাওয়ার জন্য মানুষের মনে এলহাম বা অন্তর্নিক্ষিপ্ত নির্দেশ করলেন। প্রথমেই তিনি লোকদেরকে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে উপস্থিত করেননি। অথচ এটা স্বত:সিদ্ধ যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাই একমাত্র শাফায়াতকারী ও তাঁরই শাফায়াত একমাত্র গৃহীত, সুতরাং লোকেরা প্রথমেই তাঁর কাছে আসলে তো শাফায়াত পেতই বটে, কিন্তু সকল পূর্বাপর শত্রু-মিত্র ও আল্লাহর সকল সৃষ্টির কাছে এটা কিভাবে সুস্পষ্ট হতো যে, শাফায়াতের এ গৌরবময় পদটি সে বিশ্বকুল সর্দার মহান ত্রান কর্তৃত্বের অধিকারী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্যই সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট, যার দামান (শাফায়াত তরীর পাল) এতো সুবিশাল ও সুউচ্চ যা সকল নবী-রাসুলগণের শক্তি সামর্থের চেয়েও কোটি কৌটি গুণ বড়।

রহস্য দুই : প্রিয় পাঠক! এটা স্বর্তব্য যে, এ হাদীসটি দুনিয়ার লাখো-কৌটি কানে পৌছেছে। এটি সম্পর্কে জ্ঞাত এমন অসংখ্যক বান্দা এবং এ অবস্থা

সম্পর্কে পূর্বজ্ঞাত অসংখ্য সাহাবা-তাবেয়ীন, আয়িম্মায়ে-মুজতাহিদীন, মুহাদ্দেসীন, আওলিয়ায়ে কামেলীন, ওলামায়ে আমিলীন সকলেই তো হাশরের ময়দানে উপস্থিত থাকবেন। তারপরও কিভাবে এ জানা-শোনা কথাটি অন্তর থেকে বিস্মৃতি ঘঠালেন যে, এতো বেশী লোক এতো দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করছেন, কিন্তু কারো স্মরণে একথাটি আসছে না। অধিকন্তু সম্মানিত নবীগণের পক্ষ থেকে পালাক্রমে অপারগতার জবাবও শুনতেছে, তারপরও কেন স্বরণে আসছেনা, এটাতো ঐ ঘঠনা যা সত্য সংবাদদাতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। অপর দিকে সম্মানিত নবীগণকে দেখুন! এরাও শাফয়াত প্রার্থীদেরকে একে অপরের কাছে পাঠাচ্ছেন, কিন্তু কেউ তো একথা বলছেন না যে, তোমরা কেন অযথা এদিক সেদিক ঘুরে কষ্ট পাচ্ছ, তোমাদের কাঙ্খিত আশাটি পুরণকারী সেই প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসালামাই, তাঁর হাতেই রয়েছে শাফায়াতের মহান দৌলত, তাঁর কাছেই সকলেই চলো। বুঝা গেল এসব কিছু করা একমাত্র খোদার একটাই উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামার শান শওকাত সম্মান পদমর্যাদাকে বিশ্ববাসীর কাছে পুঙ্খানুপঙ্খরূপে বুঝিয়ে দেয়া,আর তাঁর সাথে তাঁর প্রিয় মাহবুবের মাহবুবিয়াতের গভীরতা কতো সেটা অবগত করিয়ে দেয়া।

ليقضى الله امرا كان مفعولا صلى الله تعالى عليه وسلم-

রহস্য তিন : কিয়ামত ময়দানে মানুষের আরজের প্রেক্ষিতে সম্মানিত নবীগণের জবাব, অপর দিকে আমাদের প্রিয় আক্বা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালল্লামার পূণ্যময় এরশাদ, উভয়টি মিলিয়ে দেখুন তাহলে ঈমানদারের কাছে মাকামে মাহমুদের আনন্দ নিয়ে একথা সূর্যের চেয়েও বেশী সুস্পষ্ট হবে যে, রিসালতের সকল তারকারাজী ও নবুয়তের সকল আলোকবর্তীকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম, সুউজ্জল, সুমহান, মহাপরাক্রমশালী, ও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন, সেই আরবের উজ্জল রবি, হেরমের পূর্ণশশী, যার নূরের সামনে প্রত্যেকের রৌশনী যেন দিনের বেলায় বিলুপ্ত তারকারাজী।

صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك وشرف ومجد وكرم-

পাঁচজন শ্রেষ্ঠ নবীদের মধ্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে শ্রেষ্ট বলার কারণ

পূর্বোক্ত হাদীছে উল্লেখ রয়েছে, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন– خيار ولد ادم خمسة نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم- "আদম সন্তানের মধ্যে পাঁচজন শ্রেষ্ট, এরা হচ্ছেন- নূহ, ইব্রহীম, মূসা, ঈসা, ও মুহাম্মাদ(সালাওয়তুল্লাহি ওয়া সালামুহুম)। আবার এদের মধ্যে মুহাম্মদ শ্রেষ্ট। এখানে শুধু পাঁচজন নবীকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, যেহেতু হযরত আদম হচ্ছেন প্রথম নবী ও সকল নবী-রাসুলগণের পিতা। আর অন্য চারজন হচ্ছেন সকল রাসুলগণের শ্রেষ্ট এবং সকল পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে মর্যাদাবান। অতএব, বুঝা গেল এদের উপর যিনি শ্রেষ্টত্বের অধিকারী তিনি সকলের উপরই শ্রেষ্ট ও মর্যাদাবান। (১৪২)

والحمد لله الملك الجليل-

হাদীস শরীফ : আঠাইশ আহমদ, তিরমিজীতে হাছন ও ছহীহ সুত্রে, ইবনে মাজাহ, হাকেম ও ইবনে আবী শায়বা (ছহীহ সূত্রে) ওবাই বিন কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন– اذاكان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخز- (২৭১)"কিয়ামতের দিন আমি সকল নবীগণের ইমাম, খতিব ও এদের সুপারিশকারী হবো, এটা দম্ভ করে বলছিনা।"

হাদীস শরীফ : উনত্রিশ ইমাম আহ্মদ ছহীহ সনদে, হযরত আনাস্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন–

انى لقائم انتظر امتى تعبر الصراط اذا جاء عيسى عليه الصلوة والسلام فقال هذه الانبياء قد جائتك يا محمد يسئلون تدعو الله ان يفرق بين جميع الامم الى حيث لعظم ماهم فيه فالخلق يلجمون فى العرق فاما المؤمن فهو عليه كالزكمة واما الكافر فتغشاه الموت قال يا عيسى انتظر حتى ارجع اليك فذهب نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقام تحت العرش القى مالم يلق ملك مصطفى ولا نبى مرسل(الحديث)- (২৭২) "আমার উম্মত পুলছিরাত পার হওয়ার সময় আমি দন্ডায়মান হয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করব, এমতাবস্থায় হযরত ঈসা আলাইহিস্

সালাম এসে আরজ করবেন, হে মুহাম্মদ! (সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামা) এ সমস্ত নবীগণ আপনার কাছে একটি আবেদন নিয়ে এসেছেন, তা হচ্ছে আপনি যেন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেন "তিনি যেন এ উম্মতদের যেখানে চান সেখানে বিভক্ত করে একটা ফায়সালা করে দেন"। লোকেরা বড়ই কঠিন অবস্থায় রয়েছে, তাদের ঘাম লেগামের মত হয়ে গেছে। অপর হাদীছে রয়েছে মুসলমানদের কাছে এটা সর্দির মত লাগবে। আর কাফিরদের কাছে এটা মৃত্যু ঘঠার কারণ হবে, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করবেন, হে ঈসা! আমি আসা পর্যন্ত আপনি এখানে অবস্থান করুন। তারপর হুযূর সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামা আরশের নিচে গিয়ে দন্ডায়মান হবেন। সেখানে ঐ সমস্ত বস্তুগুলো পাবেন, যা- না কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিস্তা, না কোন নবী-রাসুলগণ পেয়েছেন।

হাদীস শরীফ : ত্রিশ মস্‌নদে আহ্‌মদ ও সহীহ মুস্‌লিম শরীফে হযরত আনাস্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত- হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- اتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من انت فاقول محمد فيقول بك امرت ان لا افتح لا حد قبلك-(২৭৩) "কিয়ামত দিবসে আমি জান্নাতের দরজায় গিয়ে করাঘাত করলে, দারোয়ান বলবে কে আপনি? আমি বলব মুহাম্মদ (সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল-ামা)। তখন সে আরজ করবে হুযূর! আমি এ ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি যে, এ জান্নাতের দ্বার যেন আপনার পূর্বে আর কারো জন্য উম্মুক্ত না করি।" তাবরানীর বর্ণনায় আরো এসেছে যে জান্নাতের দ্বার রক্ষক দাঁড়িয়ে আরজ করবে- لاافتح لاحد قبلك ولا اقوم لا حد بعدك-(২৭৪) "হুযূর! আমি আপনার পূর্বে না কারো জন্য এ দরজা খোলব, না কারো জন্য আপনার পরে দাঁড়াব আর এ দ্বিতীয় বৈশিষ্টটি একমাত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামারই জন্য।

হাদীস শরীফ : একত্রিশ আবু নুয়াইম সংকলিত হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত হাদিছে রয়েছে, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- انا اول من يدخل الجنة ولا فخر (২৭৫) "আমিই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব, এতে দম্ভ করছি না।"

হাদীস শরীফ : বত্রিশ সহীহ্ মুসলিম সংকলিত, হযরত আনাস্ বর্ণিত হাদীসে রয়েছে হুযূর সায়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامة وانا اول من يقرع باب الجنة (২৭৬) "কিয়ামত দিবসে আমিই নবীগণের মধ্যে সর্বাধিক সম্পন্ন হব। আমিই প্রথম জান্নাত দ্বারে করাঘাত করব।" মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় রয়েছে- انا اول الناس يشفع فى الجنة انا اكثر الانبياء تبعا- (২৭৭) "জান্নাতের প্রতি আমিই প্রথম সুপারিশ করব। সকল নবীগণের উম্মতের তুলনায় আমার উম্মতই অধিক হবে।" ইব্নুন নাজ্জারের বর্ণনায় হাদীছটি এভাবে বর্ণিত- انا اول من يدق باب الجنة فلم تسمع الاذان احسن من طنين الحلق على تلك المصاريع- (২৭৮) "আমিই সর্ব প্রথম জান্নাত দ্বার উন্মুক্ত করব। এ সময় তাতে লাগানো জিন্জিরের ঝংকার এতো সুমধুর হবে, যা অভুত শ্রোত"।

হাদীস শরীফ : তেত্রিশ সহীহ ইবনে হাব্বান সংকলিত হযরত আনাস বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- ان لكل نبى يوم القيامة منبرا من نور وانى لعلى اطولها وانوارها فيجئ منادى ينادى اين النبى الامى قال فيقول الانبياء كلنا نبى امى قال اينا ارسل فيرجع الثانية فيقول اين النبى الامى العربى قال فينزل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حتى يأتى باب الجنة فيقرعه (وساق الحديث الى ان قال) فيفتح له فيدخل فيتجلى له الرب تبارك وتعالى ولا يتجلى لشيئ قبله فيخر له ساجدا (الحديث)- (২৭৯) "কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক নবীগণের জন্য একটি করে নূরের মিম্বর থাকবে। আর আমি সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক নূরানী মিম্বরে অবস্থান করব। একজন আহবানকারী আহবান করবে- কোথায় নবীয়্যে উম্মী? নবীগণ সমস্বরে বলবেন আমরা তো সবাই নবীয়্যে উম্মী, কাকে তালাশ করছেন আপনি? আহবানকারী ফিরে গিয়ে পুন:এসে বলবেন, কোথায় নবীয়্যে উম্মী আল আরবী? অত:পর হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আপন মিম্বর শরীফ থেকে অবতরন করে জান্নাতে তাশরীফ নেবেন। তিনি দ্বার উন্মুক্ত করে জান্নাতের অভ্যন্ত রে প্রবেশ করলে, মহান আল্লাহ প্রিয় হাবীবের জন্য নিজ তাজাল্লী ফরমাবেন। যে তাজাল্লী তাঁর পূর্বে আর কারো উপর ফরমান নি। হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এ তাজাল্লী দেখা মাত্র আপন প্রভুর পানে সজিদায় লুটে পড়বেন।

হাদীস শরীফ : চৌত্রিশ বুখারী ও মুসলিম সংকলিত হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, হুযূর সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- يضرب الصراط بين ظهر انى جهنم فاكون اول من يجوز من الرسل بامته- (২৮০) "যখন জাহান্নামের পৃষ্ঠে পুলছিরাত স্থাপন করা হবে, আমিই প্রথম সকল রাসূলগণের পূর্বে আমার উম্মতদের নিয়ে তা পার হব।"

হাদীস শরীফ : পঁয়ত্রিশ সহীহ্ মুসলিম সংকলিত হযরত আবু হুজাইফা ও আবু হুরাইরা বর্ণিত অপর দিকে তাবরানী ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মরদুভিয়্যাহ সংকলিত, হযরত ওকবা বীন আমের রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণিত হাদীছে রয়েছে,হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- يقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يااباانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل اخرجكم من الجنة الاخطيئة ابيكم لست بصاحب ذالك ولكن اذهبوا الى النبى ابراهيم خليل الله قال فيقول ابراهيم لست بصاحب ذالك انما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا الى موسى الذى كلمة الله تكليما قال فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذالك اذهبوا الى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذالك فيأتون محمدا فيقوم فيوذن له (الحديث) هذا حديث مسلم وعند الباقين اذا جمع الله الاولين والاخرين وقضى بينهم وفرغ من القضا يقول المؤمنون قدقضى بيننا ربنا وفرغ من القضاء فمن يشفع لنا الى ربنا فيقولون آدم خلقه الله بيده وكلمه فيأتونه فيقولون قد قضى ربناوفرغ من القضاء قم انت فاشفع لنا الى ربنا فيقول ائتوا نوحا (ساق الحديث الى ان قال) فياتون عيسى فيقول ادلكم على العربى الامى فيأتونى فياذن الله لى ان اقوم اليه فيثورمن اطيب ريح ما شمها احد قط حتى اتى ربى فيشفعنى ويجعل لى نورا من شعر رأسى الى ظفر قدمى- (২৮১) "মুসলমানদের বিচার কার্য শেষে চুড়ান্ত রায়ের পর জান্নাত তাদের নিকটবর্তী করা হবে। তারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর নিকট গিয়ে বলবেন, আব্বা আমাদের বিচার কার্য সম্পন্ন হয়েছে, এখন আপনি আল্লাহর দরবারে আরজ করে আমাদের জন্য জান্নাত দ্বার উন্মুক্তের ব্যবস্থা করুন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম তার অপারগতা প্রকাশ করে বলবেন, আমি তো এ কাজের জন্য নই, তোমরা নূহ্'র নিকট যাও, লোকেরা তাঁর কাছে যাবে। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করে বলবেন, তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও ।

তিনি বলবেন, আমি তো এ কাজের জন্য নই, তোমরা মুসার কাছে যাও, তিনি বলবেন এ কাজ আমার দ্বারা হবে না, তোমরা ঈসা রুহুল্লার কাছে যাও, অবশেষে তিনিও বলবেন আমি এ কাজ করতে পারব না। কিন্তু আরবের নবীয়্যে উম্মীর কাছে যাও, মানুষেরা তার নির্দেশনা মোতাবেক আমার কাছে আসবে। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাকে শাফায়াতের অনুমতি প্রদান করবেন। আমি তাঁর অনুমতি পেয়ে দাঁড়াতেই এমন সুভাস ছড়িয়ে পড়বে, যা আদৌ কোন মস্তিস্কে পৌছেনি। ইতোমধ্যে আমি আমার প্রভুর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি আমার শাফায়াত কবুল করবেন, আর আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নুরে ভরপুর করে দেবেন"।

হাদীস শরীফ : ছয়ত্রিশ তাব্‌রানী মু'জমে আওসাতে হাসান সনদে ও দারে কুতুনী ও ইব্‌নে নাজ্জার সকলেই আমীরুল মু'মেনীন ওমর ফারুকে আজম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন, হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন– الجنة حرمت على الانبياء حتى ادخلها وحرمت على الامم حتى تدخلها امتى-(২৮২)"যতক্ষন না আমি জান্নাতে প্রবেশ করব, সকল নবীগণের উপর তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর যতক্ষন না আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, অন্য সকল উম্মতের উপর তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস হতে তাব্‌রানীর অপর বর্ণনায় অনুরূপ বর্ণিত। (২৮৩)

হাদীস শরীফ : সায়ত্রিশ ইস্‌হাক বিন রাহ্‌ভিয়্যাহ প্রণীত মস্‌নদে ও ইব্‌নে আবী শায়বা প্রনীত "মুছান্নাফে" প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মকহুল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমরের কিছু ঋন জনৈক ইহুদীর নিকট ছিল। তিনি ইহুদীকে বললেন, ঐ সত্তার শপথ যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সমগ্র মানব জাতীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আমি তোমাকে ছাড়ব না। এ দিকে ইহুদীও শপথ করে প্রিয় নবীর সার্বজনীন শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করল। এতে হযরত ওমর ক্ষীপ্ত হয়ে ইহুদীকে চপেটাঘাত করলেন। ইহুদী হুযূরের দরবারে ওমরের বিরুদ্ধে নালিশ পেশ করলে, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমীরুল মু'মিনীনকে বললেন, যেহেতু তুমি তাকে চপেটাঘাত করছ তাই তাকে সন্তুষ্ট কর। এদিকে ইহুদীকে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন– بل يا يهودى آدم صفى الله ابراهيم خليل الله موسى نجى الله وعيسى روح الله وانا حبيب الله بل

يايهودى تسمى الله باسمين سمى بهما امتى هو السلام وسمى بها امتى المسلمين وهو المؤمن وسمى بهما امتى المؤمنين بل يا يهودى ان الجنة محرمة على الانبياء حتى ادخلها وهى محرمة على الامم حتى تدخلها امتى-

(২৮৪)"হে ইহুদী আদম ছফীউল্লাহ, ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ, মুসা নজীউল্লাহ, ও ঈসা রুহুল্লাহ বটে। আর আমি হাবীবুল্লাহ বা আল্লাহর প্রেমাস্পদ। হে ইহুদী জেনে রাখ! মহান আল্লাহ তার দু'নামের সাথে মিলিয়ে আমার উম্মতের নাম রেখেছেন। যেমন তার এক নাম সালাম,তদ্বানুসারে আমার উম্মতের নাম মুসলেমীন। তাঁর অপর নাম মু'মীন, আর আমার উম্মতের নাম মু'মেনীন। হে ইহুদী, সকল নবীগণের উপর জান্নাত প্রবেশ নিষিদ্ধ, যতক্ষন না আমি প্রবেশ করব। সকল উম্মতগণের উপর তাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ, যতক্ষন না আমার উম্মত প্রবেশ করবে"।

হাদীস শরীফ : আটত্রিশ আহ্মদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমীজি ও নাসায়ী প্রমুখ মুহাদ্দেসীন আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর ইব্নুল আ'স্ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর সাইয়িদুল মুর্সালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন– سلوا الله لى الوسيله فانها منزلة فى الجنة لاتنبغى العبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة- (২৮৫) "মহান আল্লাহর দরবারে আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা কর,আর এই ওসীলাটি হচ্ছে জান্নাতের একটি মন্জিল। যা প্রাপ্তির উপযুক্ততা একজন বান্দা ছাড়া আর কারো নেই। আর আমি আশাবাদী যে, সে বান্দাটি আমিই। সুতরাং যিনি আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত"।

হযরত আবূ হুরাইরা বর্ণিত অপর হাদীছে রয়েছে, সাহাবীরা আরজ করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওসীলা কি? ইরশাদ করলেন- اعلى درجة فى الجنة لاينالها الارجل واحد ارجو ان اكون هو- (২৮৬) "ওসীলা হচ্ছে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর। যেখানে এক বিশেষ সত্তা ছাড়া আর কেউ উপনীত হবে না। আশা করছি,সে লোকটি আমিই"। (তিরমীজি)।

ওলামাগণ বলেন- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে কথাটি আশা আকাঙ্খা জ্ঞাপক বাক্যে উপস্থাপন করেন, ওটা নিশ্চিত ঘটিতব্য, বরং কথেক আলেম বলেন,

আউলিয়ায়ে কেরামের আশা-আকাঙ্খা জ্ঞাপক কথাও নিশ্চয়তা প্রদায়ক। (জুরকানী)

হাদীস শরীফ : উন্‌চল্লিশ ওসমান বিন সাঈদ দারমী প্রণীত আররাদ্দু আলাল জাহ্‌মীয়্যাহ'য় হযরত ওব্বাদাহ্ বিন্ সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, হুযূর সাইয়িদুল মুর্‌সালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- ان الله رفعنى يوم القيامة فى اعلى غرفة من جنات النعيم ليس فوقى الاحملة العرش- (২৮৭)"মহান আল্লাহ্ আমাকে কিয়ামত দিবসে জান্নাতুন নাঈমের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ কক্ষে উপনীত করবেন। সেদিন আমার উপরে আল্লাহর আরশ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না"।

والحمد لله رب العالمين-

তৃতীয় রশ্মি

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র শ্রেষ্ঠত্বের উপর সম্মানিত নবী ও ফেরেস্তাগণের অভিমত

হাদীস শরীফ : চল্লিশ আবুল আলীয়া'র বরাতে ইব্নে জরীর, ইবনে মরদুভীয়্যাহ্, ইবনে আবী হাতেম, বাজ্জার,আবু ইয়ালা ও বায়হাকী সংকলিত হযরত আবু হুরায়রা বর্ণিত মিরাজ সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীছে রয়েছে যে, সকল নবীগণ আল্লাহ তায়ালা'র প্রশংসার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আপন আপন মান মর্যাদার খুৎবাও পাঠ করছিলেন। এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও আপন খুৎবা পাঠ করতঃ এরশাদ করেন- كلكم اثنى على ربه وانى مثن على ربى الحمد لله الذى ارسلنى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وانزل على الفرقان فيه تبيانا لكل شيئ وجعل امتى خير امة اخرجت للناس وجعل امتى امة وسطا وجعل امتى هم الاولون والاخرون وشرح لى صدرى ووضع عنى وزرى ورفع لى ذكرى وجعلنى فاتحا وخاتما- (২৮৮) "আপনারা সবাই মহান প্রভুর প্রশংসা করলেন। আমি ও আমার প্রভুর প্রশংসা করছি । "সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। যিনি আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য রাসুল, শুভসংবাদ ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে মনোনিত করেছেন। আমার উপর কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, তাতে সকল কিছুর বিশদ বর্ণনা রয়েছে। আর আমার উম্মত হচেছ সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ট ও ন্যায় পরায়ন । তারা প্রেরণের দিক দিয়ে সর্বশেষ আর মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ট ও অগ্রগামী। আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রসার করেছেন। আমার থেকে আমার বোঝা নামিয়েছেন। আমার জন্য আমার স্মরণকে উত্তোলন করেছেন। আমাকে রেছালতের দ্বার উন্মুক্ত ও নবুয়তের দ্বার পরিসমাপ্তিকারী বানিয়েছেন"। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তার এ মহান খুতবা প্রদান শেষ করলে, ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সকল নবীগণকে সম্বোধন করে বলেন بهذا افضلكم محمدا صلى الله عليه وسلم- (এ কারণেই তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ।) অত:পর হুযূর মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে গেলে আল্লাহ তায়ালা তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন– سل (আপনি আমার কাছে চান, যা

আপনার প্রয়োজন)। ওখানে তিনি আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ তুমি তো অমুখ অমুখ নবীকে অমুখ অমুখ মর্যাদা দান করেছ!

তার জবাবে আল্লাহ তায়ালা হুযূরের সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ববেষ্টিত মর্যাদার কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে, অমুখ অমুখ শ্রেষ্ঠত্বগুলো আপনাকে প্রদান করা হয়েছে। হুযূর এ ঘটনাটি বর্ণনান্তে বললেন– فضلنى ربى "আমার প্রভু আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন"। এভাবে তার অন্যান্য কথা বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠত্বের এ হাদীছটি দু–পাতা ব্যাপী দীর্ঘ। অতএব মূল এবারত না এনে তার সার সংক্ষেপ বিবৃত হল।

হাদীস শরীফ : একচল্লিশ হাকেম কিতাবুল কুনায়, তাবরানী আওসাতে, বায়হাকী, আবু নুয়াইম দলায়েলে, ইব্নে আসাকের দায়লমী ইব্নে লাল প্রমূখ হাদীছ বেত্তাগণ উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন– قال لى جبرائيل قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولم اجد بنى افضل من بنى هاشم- (২৮৯) "জিবরাঈল আমাকে বললেন যে, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি পূর্ব পশ্চিম সমগ্র পৃথিবী তন্ন তন্ন করে দেখেছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তিত্ব পাইনি এবং হাশেমী বংশ অপেক্ষা উত্তম কোন বংশ পাইনি"। ইমাম ইবনে হাজর আস্কালানী বলেন, হাদীছটির মূল এবারতের প্রতিটি ছত্র ও শব্দে বিশুদ্ধতার আলো দীপ্যমান। (মাওয়াহিবুল লুদুনীয়্যাহ)। (২৯০)

হাদীস শরীফ : বিয়াল্লিশ আবু নুয়াইম কিতাবুল মারিফা ও ইবনে আসাকের সংকলিত আব্দুল্লাহ ইব্নে গণম বর্ণিত হাদীছে রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র দরবারে উপস্থিত ছিলাম, এমতাস্থায় একখন্ড মেঘমালা দেখলাম, অত:পর হুযূর ইরশাদ করলেন– سلم على ملك قال لم ازل استأذن ربى فى لقائك حتى كان هذا او ان اذن لى انى ابشرك انه ليس احد اكرم على الله منك- (২৯১) "আমাকে একটি ফিরিস্তা সালাম করতঃ আরজ করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! অনেক দিন থেকে আমি আপনার কদমবুচির সুযোগ পাওয়ার জন্য প্রভূর দরবারে অনুমতি প্রার্থনা করে আসছি, পরিশেষে এইমাত্র

তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করেছেন। হুযূর! আমি আপনাকে একটি শুভ সংবাদ শুনাতে চাই, তা হচ্ছে- মহান আল্লাহর নিকট আপনি অপেক্ষা সর্বাধিক প্রিয় আর কোন সত্তা নেই"।

হাদীস শরীফ -: তেতাল্লিশ ইমাম আবু জাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া বিন্ আ'য়েজ সংকলিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস বর্ণিত হাদীছে রয়েছে তিনি মা আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা'র বরাতে হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্ম কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মা আমেনা বলেন, আমার আদরের দূলাল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র জন্মের মূহুর্তে আমি সূর্য সম জ্যোতিময় তিনজন লোককে দেখতে পেয়েছি তাদের একজন হুযূরকে উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ বুকে জড়িয়ে রাখলেন, তাঁর কানে চুপিস্বরে এমন কিছু বললেন যা আমার বোধগম্য হলনা, তবে এতটুকু পর্যন্ত আমি শুনেছি তারা আরজ করল- ابشر يا محمد فما بقى لنبى علم الاوقد اعطيته فانت اكثرهم علما واشجعهم قلبا معك مفاتيح النصر قد البست الخوف والرعب لايسمع احد بذكرك الاوجل فواده وخاف قلبه وان لم يرك يا خليفة الله- (২৯২)"হে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা! আপনার জন্য শুভ সংবাদ, নবীগণের কোন জ্ঞান বাকী নেই যা আপনাকে প্রদান করা হয়নি সুতরাং আপনি এলহাম বা জ্ঞানের দিক দিয়েও সর্বোত্তম। আপনি আত্মীক বীরত্বে সর্বসেরা, আপনার হাতেই সার্বজনীন ত্রান কর্তৃত্বের চাবিকাটি, আপনাকে ভীতি ও ঐশ্বর্যের পোশাক পরিধান করানো হয়েছে। আপনাকে না দেখেও আপনার নাম মুবারক শুনতেই হৃদে কম্পন ও আত্মায় ভীতি জাগবে।" পূর্বোক্ত বাক্যাবলীর প্রবক্তা সম্পর্কে ইবনে আব্বাস বলেন- كان ذالك رضوان خازن الجنة- (২৯৩)"তিনি হচ্ছেন জান্নাতের দ্বার রক্ষক রিদ্ওয়ান"।

হাদীস শরীফ : চুয়াল্লিশ আহমদ, তিরমীজি, উবাইদ বিন্ হুমাইদ বিন্ মারদূভীয়্যাহ, বায়হাকী ও আবু নুয়াইম সংকলিত, হযরত আনস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণিত, অপর দিকে বাজ্জার সংকলিত হযরত আমীরুল মো'মেনীন আলী কাররামাল্লাহু ওয়াযহাহু থেকে মওকূফ সুত্রে বর্ণিত, আবার ইব্নে সা'দ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস,উম্মুল মোমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা, উম্মুল মো'মেনীন উম্মে ছালমা ও উম্মে হানী বিনতে আবী তালেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম হতে মারফু সুত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মি'রাজ রজনীতে যখন হুযূর

আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বুরাকের পিঠে আরোহন করতে চাইলেন, বুরাক খুশিতে নেচে উঠল। জিব্রাইল ফিরিস্তা তাকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন- ابمحمد تفعل هذا (وفى المرفوع) الاتستحين يابراق (وعند البزار) اسكنى (ثم اتفقوا فى المعنى واللفظ لانس) فوالله ماركبك خلق قط اكرم على الله منه- (২৯৪)"হে বুরাক! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সাথে কি করছ? তোমার কি লজ্জা করছেনা? স্থির হও, আল্লাহর শপথ, তোমার উপর এমন কোন সত্তা কখনো আরোহন করেননি, যিনি আল্লাহর নিকট তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানি ও মর্যাদাবান, فارفض عرقا "এটা বলা মাত্র বুরাকের শরীরে ঘাম নি:সৃত হচ্ছিল"। বর্ণনাটি হযরত কাতাদাহ্ থেকে হযরত আনসের বরাতে বর্ণিত, বায়হাকী ইবনে জরীর ও ইবনে মারদূভীয়্যাহ্ সকলে আব্দুর রহমান ইব্নে হাশেম বিন্ আত্বাহ'র সূত্রে হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রূহুল কুদ্স জিব্রাইল আলাইহিস সালাম বুরাককে সম্বোধন করে বলেন- مه يا براق! فوالله ماركبك مثله (২৯৫)"হে বুরাক! থাম; আল্লাহর শপথ তোমার উপর তাঁর সমকক্ষ কেউ কখনো আরোহন করেননি, পূর্বোক্ত তিনজন মুহাদ্দিছ ইব্নে আবী হাতিম ও ইব্নে আসাকির সংকলিত আবু সাঈদ খুদ্রী বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- كانت الانبياء تركبها قبلى (২৯৬) "আমার পূর্বে ওটার উপর নবীগণ আরোহন করতেন।"

হাদীস শরীফ : পঁয়তাল্লিশ হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের প্রতি ঐশী বাণীতে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হচ্ছেন, সমগ্র সৃষ্টিজগতে মহান আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ও মর্যাদাবান।(২৯৭)

হাদীস শরীফ : ছয়চল্লিশ হযরত ঈসা মসীহ্ আলাইহিস্ সালামের বক্তব্য সাত নম্বর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হচ্ছেন সকল আদম সন্তানের শিরোরত্ন (২৯৮)। মি'রাজ রজনীতে প্রিয় নবীর ইমামতের হাদীছগুলো আমি একেবারে শেষ আলোচনায় উল্লেখ করেছি, যেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজেই বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি হচ্ছেন ইমামুল আম্বীয়া, জিব্রাঈল আমীন তাঁকে ইমাম বানালেন আর সকল নবী রাসুলগণ এটাকে পছন্দ করলেন, অতএব এ হাদীছগুলোকে প্রিয় নবীসহ সকল নবী রাসুল

ফিরিস্তাগনের এরশাদ হিসেবে পেশ করা যায়, তাই এ আলোচনার সর্বশেষে এ সমস্ত হাদীছগুলোর রশ্মি ছড়ানো (বর্ণনা সংকলন) খুবই যুক্তি সঙ্গত।

হাদীস শরীফ : সাতচল্লিশ মী'রাজ রজনীতে হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যে সকল নবী রাসুলগণের ইমামতি করেছেন, এটা বহু সাহাবীদের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যেমন, আবু হুরাইরা, আনস, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, আবু সাঈদ খুদ্‌রী, উম্মেহানী, উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা ছিদ্দীকা, উম্মুল মু'মেনীন উম্মে ছালমা, আবু লাইলা ও কা'বুল আহ্‌বার, রিদ্‌ওয়ানুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহিম প্রমুখের বর্ণিত হাদিছ সমূহ। সহীহ মুসলিম শরীফে সংকলিত ও আবু হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিছে রয়েছে, হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন, আমি নিজেকে মীরাজ রজনীতে নবীগনের মধ্যে দেখলাম, এমতাবস্থায় মুসা, ঈসা ও ইব্রাহীম আলাইহিমুস সালাম নামাজরত ছিলেন। فحانت الصلوة فاممتهم (২৯৯)"অত:পর নামাজের সময় হলো, আমি সকলের ইমামতি করলাম"। আবু হাতিমের বর্ণনায় এসেছে- فلم البث الايسيرا حتى اجتمع ناس كثير ثم اذن مؤذن واقيمت الصلوة فتمنا صفوفا ننتظر من يومنا فاخذ بيدى جبرائيل فقد منى فصليت بهم فلما انصرفت قال جبرائيل يا محمد اتدرى من صلى خلفك قلت لا قال صلى خلفك كل نبى بعثه الله- (৩০০)"আমার আসতে কিছু বিলম্ব হলো, অনেক লোক একত্রিত হলেন, মুয়াজ্জিন আজান দিলে, আমরা সবাই নামাজের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে অপেক্ষমান ছিলাম যে, কে ইমামতির জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন, জিব্রাঈল আমার হাতধরে আমাকে অগ্রগামী করলেন। আমি নামাজ পড়ালাম, সালাম ফিরানোর পর জিব্রাঈল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি জানেন এরা কারা? যারা আপনার পেছনে নামাজ আদায় করলেন, বললাম না আরজ করলেন, এরা হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত নবীগন আলাইহিমুস্ সালাম"।

তাবরানী, বায়হাকী, ইবনে জরীর ও ইবনে মারদুভীয়্যাহ থেকে মওকূফ সূত্রে সংকলিত আছে যে- ثم بعث له آدم فمن دونه من الانبياء فاممهم رسول الله صلى الله عليه وسلم- (৩০১)"হুযূরের সম্মানে আদম থেকে শুরু করে সকল নবীগণ কে উপস্থিত করা হয়েছে, আর তিনি সকলের ইমামতি করলেন"।

আহমদ, আবু নুয়াইম ও ইব্নে মার্দুভীয়্যাহ্ সকলেই হযরত ইব্নে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হুযূর মসজিদে আকসায় তাশরীফ রেখে নামাজের জন্য দন্ডায়মান হলেন- فاذا النبيون اجمعون يصلون معه - (৩০২)"তখন সকল নবীগণ ও তাঁর সাথে নামাজে শরীক হলেন"।

হাসান বিন্ ওরফ, আবু নুয়াইম ও ইব্নে আসাকের প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী বলেন আমি মসজিদে আকসায় তাশরিফ নিলে সম্মানিত নবীগনকে দেখলাম কেউ দাড়ানো কেউ রুকুতে আবার কেউ সিজদারত। ثم اقيمت الصلوة فاممتهم- (৩০৩)"তারপর নামাজশুরু হলো আর আমি সবার ইমামতি করলাম।"

আবু লাইলা বর্ণিত তাব্রানী, ইবনে মারদূভীয়্যাহ্' তে রয়েছে, হুযূর পুরনূর ও জীবরাঈল আমীন যখন বায়তুল মুকাদ্দাস পৌছলেন, সেথায় দেখলেন কতেক লোক সেখানে পূর্ব থেকে বসে রয়েছেন, তাঁরা সকলেই সমস্বরে বললেন- مرحبا يا نبى الامى "উম্মুল ক্বোরা'র নবীকে স্বাগতম।" এদের মধ্যে একজন বৃদ্ধলোক ও রয়েছেন, হুযূর জিবরীলকে বললেন, ইনি কে? আরজ করলেন, ইনি হচেছন আপরনার বংশীয় পিতা ইব্রাহিম, আর এরা হচ্ছেন মুসা ও ঈসা,(আলাইহিমুস্ সালাম)। ثم اقيمت الصلوة فتدافعوا حتى قدموا محمدا صلى الله عليه وسلم- (৩০৪) "অত:পর নামাজের জন্য সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন, পরস্পর ইমামতির জন্য অনুরোধ করলেন, অবশেষে সকলের ঐক্যমতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে ইমাম নিযুক্ত করলেন"।

হযরত আবু সাঈদ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণিত, ইব্নে ইসহাকের সংকলনে রয়েছে, হুযূরের সাথে সকল নবীগণের সাক্ষাৎ পর্বের পর فصلى بهم ثم اتى باناء فيه لبن (৩০৫)"তিনি তাদেরকে নামাজ পড়ালেন,তারপর তাঁর সামনে একটি পাত্রে কিছু দুধ আনিত হলো"।

হযরত উম্মে হানী'র বরাতে আবু ইয়ালা ও ইব্নে আসাকির বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- لنشرلى رهط من الانبياء فيهم ابراهيم وموسى وعيسى فصليت بهم- (৩০৬)"নবীগণের একটি দলকে আমার জন্য আনা হলো, যাদের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামও রয়েছেন। আমি তাদের কে নিয়ে নামাজ আদায় করলাম।"

* উম্মুহাতুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা, উম্মে সালমা, উম্মেহানী ও ইব্নে আববাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) থেকে ইব্নে সা'দ বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন- رايت الانبياء جمعوا الى فرايت ابراهيم وموسى وعيسى فظننت انه لا بد لهم ان يكون لهم امام فقد منى جبرائيل حتى صليت بين ايديهم-(৩০৭)"(মি'রাজ রজনীতে বায়তুল মুকাদ্দাসে) দেখলাম সকল নবীগণকে আমার জন্য একত্রিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্, মূসা কলিমুল্লাহ ও ঈসা মসীহ্ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি বুঝলাম নিশ্চয় তাঁদের জন্য একজন ইমাম প্রয়োজন। তৎক্ষনাৎ জিবরীল আমাকে অগ্রগামী করলেন, আমি তাদের ইমামতি করলাম।

কা'বুল আহবার (রাহমাতুল্লাহি তায়া'লা আলাইহি)'র বরাতে ইমাম ওয়াছেতী বর্ণনা করেন, فاذن جبرائيل ونزلت الملائكه من السماء وحشر الله له المرسلين فصلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم با الملائكة والمرسلين-(৩০৮) "জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাতু ওয়স্ সালাম) আজান দিলেন। সকল ফিরিস্তাগণ আসমান থেকে অবতরণ করলেন, মহান আল্লাহ্ হুযূরের সম্মানে সকল নবী-রাসূলগণকে একত্রিত করে পাঠালেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সকল ফিরিস্তা ও রাসুলগনকে নিয়ে নামাজের ইমামতি করলেন।"

ফায়েদা

ফিরিস্তাগণের ইমামতের বর্ণনা সম্পন্ন আরেকটি হাদীছ চতুর্থ প্রভায় বর্ণিত হয়েছে। আর আবু হুরায়রা'র দীর্ঘ হাদীছটি চল্লিশ নম্বর হাদীছের বর্ণনায় রয়েছে।

আর ইব্নে মারদুভীয়্যাহ'র অপর বর্ণনায় রয়েছে। عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسرى بى الى السماء اذن جبريل فظننت الملائكة انه يصلى بهم فقد منى فصليت بالملائكة-(৩০৯)"মি'রাজ রজনীতে আমি যখন আসমানে তশ্রীফ নিলাম, জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আজান দিলে, সকল ফিরিস্তারা ধারনা করল যে, জিব্রীল নামাজ পড়াবেন, তিনি আমাকে অগ্রগামী করলেন আর আমি ফিরিস্তাদের ইমামতি করলাম।

হাদীস শরীফ : আটচল্লিশ শেফা শরীফে রয়েছে- اطمع ان اكون اعظم الانبياء اجرا يوم القيامة (৩১০)"আমি আশা করছি যে, কিয়ামত দিবসে আমার ছাওয়াব সকল নবীগণের চেয়ে মহান হৌক"।

হাদীস শরীফ : উনপঞ্চাশ শেফা শরীফে আরো রয়েছে- اما ترضون ان يكون ابراهيم وعيسى كلمة الله فيكم يوم القيامة ثم قال انهما فى امتى يوم القيامة- (৩১১)"তোমরা এতে সন্তুষ্ট নয়কি ? যে, কিয়ামত দিবসে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ ও ঈসা কালিমাতুল্লাহ্কে তোমাদের মধ্যে (আমার উম্মত হিসেবে) গণ্য করা হবে। অত:পর তিনি এরশাদ করলেন, কিয়ামত দিবসে তারা উভয় আমার উম্মত হবেন"।

হাদীস শরীফ : পঞ্চাশ ইমাম শাইখুল ইস্লাম ছেরাজ বল্কীনি রচিত ফত্ওয়া'র বরাতে 'আফ্জালুল ক্বোরা' নামক কিতাবে সংকলিত যে, জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র খেদমতে আরজ করলেন- ابشر فانك خير خلقه وصفوته من البشر حباك الله بما لم يحب به احد من خلقه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا (৩১২)"হুযূর! আপনার শুভ সংবাদ, আপনি আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ট, তিনি আপনাকে সমগ্র মানবজাতি থেকে নির্বাচিত করেছেন । এবং আপনাকে তা দান করেছেন, যা সমগ্র সৃষ্টিতে কাউকে দান করেননি। এমনকি কোন নৈকট্য ধন্য ফিরিস্তা বা কোন নবী-রাসুলকে নয়"।

হাদীস শরীফ : একান্ন আল্লামা সামশুদ্দীন ইব্নুল জাওযী তারঁ রেসালায়ে মী'লাদ নামক কিতাবে বর্ণনা এনেছেন যে, একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা মাওলাল মুসলিমীন হযরত আলী মুর্তাদা কাররামাল্লাহু তা'য়ালা ওয়াজহাহুল করীম কে সম্বোধন করে এরশাদ করলেন- يا ابا الحسن ان محمدا رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين سيد جميع الانبياء والمرسلين الذى تنبأ وآدم بين الماء والطين رؤف بالمؤمنين شفيع المذنبين ارسله الله الى كافة الخلق اجمعين- (৩১৩) "হে আবুল হাছান হযরত আলীর উপনাম নিশ্চয় মুহাম্মদ সালালাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা হচেছন উভয় জাহানের পালন কর্তার রাসুল, সকল নবীগণের সর্বশ্রেষ্ট, যার চেহেরা ও আপাদ- মস্তক উজ্জল ও মসৃন। তিনি ঐসময় থেকে সকল নবী রাসুলদের সর্দার

মনোনিত, যখন আদম পানিতে ও মাটিতে। মু'মিনদের প্রতি তিনি অতীব দয়ালু ও পাপিদের পক্ষে সুপারিশকারী। তাঁকে মহান আল্লাহ সমগ্র জগতের জন্য রাসুলরূপে প্রেরণ করেছেন।"

হাদীস শরীফ : বায়ান্ন শাইখে মুহাক্বীক আব্দুল হক মুহাদ্দেছে দেহ্লভী তাঁর রচিত মাদারেজুন নবুয়্যাহ্'তে একটি হাদীছ সংকলন করেছেন। তা হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন– لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل- (৩১৪)"আমার জন্য আল্লাহর সাথে এমন একটি বিশেষ সময় রয়েছে, যাতে কোন নৈকট্য ধন্য ফেরেস্তা বা রেছালত প্রাপ্ত রাসূলগণেরও অবকাশ মেলে না"।

হাদীস শরীফ : তিপ্পান্ন হানাফী মাজহাবের বিজ্ঞ পন্ডিত মাওলানা আলী ক্বারী শরহে শেফার মধ্যে আল্লামা তিলমাসানির বরাতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীছ সংকলন করেছেন।"হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন যে "জিবরীল আমার সমীপে এভাবে সালাম পেশ করেছেন السلام عليك يا اول- السلام عليك يا آخر- السلام عليك يا ظاهر- السلام عليك يا باطن- (৩১৫)"হে আদি! আপনার প্রতি সালাম। হে অন্ত! আপনার প্রতি সালাম । হে ব্যক্ত/বিজয়ী! আপনার প্রতি সালাম। হে গোপন! আপনার প্রতি সালাম"। আমি বললাম হে জিবরীল! এ সবতো আমার স্রষ্টার গুণ বাচক নাম। এটা সৃষ্টির কাছে কিভাবে পাওয়া যাবে? জিবরীল আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমিতো আল্লাহর নির্দেশেই আপনাকে এরূপ সালাম পেশ করেছি। তিনিতো আপনাকে এ সমস্ত গুণে গুণান্বিত ও সকল নবী রাসূলগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি তাঁর আপন নাম ও গুণবাচক শব্দ থেকে হুযূরের নামও গুণবাচক শব্দ চয়ন করেছেন। হুযূরের নাম আওয়াল (সর্ব আদি বা প্রথম) রেখেছেন, যেহেতু হুযূর সকল নবীগণ ও সকল সৃষ্টির অগ্রজ। আর আখের (সর্বশেষ) রেখেছেন এজন্য যেহেতু বিকাশে আপনিই সর্বশেষ ও সর্বশেষ উম্মতের জন্য সর্বশেষ নবী। আপনাকে বাতেন (গোপন) বলে এজন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে, যেহেতু আপনার পিতা আদম সৃষ্টির দু– হাজার বছর পূর্বে আরশের গোড়ায় লাল নূর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আপনার নামকে নিজ নামের সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি হাজার বছর ধরে হুযূরের উপর দরূদ শরীফ পড়তেছি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে সুসংবাদ দাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী,

আল্লাহর নির্দেশে তাঁর দিকে আহবানকারী ও উজ্জল আলোকবর্তীকা স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আর আপনাকে জাহের (ব্যক্ত/বিজয়ী) বলে এজন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে, যেহেতু এ যুগের সকল ধর্মের উপর আপনাকে বিজয় দান করা হয়েছে। আর আপনার মান মর্যাদার জয় ধ্বনী ভূ-মন্ডল ও নভো-মন্ডলের সর্বত্র বাজিয়ে দিয়েছেন। ওখানে এমন কোন বস্তু নেই যা হুযূরের উপর দরূদ শরীফ পড়ে না। মহান আল্লাহ যেহেতু হুযূরের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করেন, তাই তিনি হচ্ছে মাহমুদ (প্রশংসিত) আর আপনি হচ্ছেন মুহাম্মদ (পরম প্রশংসিত)। হুযূরের প্রভু যেমন আওয়াল, আখের, জাহের, বাতেন, অনুরূপ হুযূরও আওয়াল, আখের, জাহের, বাতেন।

এ মহা সুসংবাদ শুনে হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন الحمد لله الذى فضلنى على جميع النبيين حتى فى اسمى وصفتى- ঐ খোদার সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে সকল নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এমনকি আমার নামও গুণ উভয়ে। (জুরকানী) (৩১৬)।

তৃতীয় প্রভা

খাছাইছের হাদীছ সমূহ ও সেগুলোর বর্ণনা সূত্রের আলোচনা

হাদীছে খাছায়েছের সংজ্ঞা : হাদীছে খাসায়েছ বা খাসায়েছের হাদীছ বলতে ঐ সমস্ত হাদীছকে বুঝায়, যাতে হুযূর সাইয়িদুল মুরছাসালীন সাল্লাল্লাহু তা'য়াল আলাইহি ওয়াসাল্লামা আপন অনুপম বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করেছেন, যে বৈশিষ্ট্য সমূহ তিনি ব্যতীত কোন নবী রাছূল পাননি, এ কারণে হুযূরের স্থান সমস্ত নবী রাছূলগণের উপরে স্বীকৃত। আর এ বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা সম্বলিত হাদীছ সমূহ মুতাওয়াতিরুল মা'আনী বা অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির।(যা বহুল বিবৃত হওয়ায় সন্দেহের অবকাশ মুক্ত)।

হাদীসে খাছাইছের বর্ণনা সুত্রের আলোচনা :- ইমাম ক্বাজী আইয়ায শেফা শরীফে এ খাছায়েছের হাদীছ সমূহ পাঁচজন ছাহাবী থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন, আবু জর, ইব্নে ওমর, ইব্নে আব্বাছ, আবু হুরাইরা ও জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম তারপর তিনি এদের বর্ণিত হাদীছের চার/পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বাক্য ও লিপিবদ্ধ করেছেন।

আল্লামা কুস্তলানী 'মাওয়াহেবে লুদুনীয়্যা'তে আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানীর রচিত বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফতহুল বারী' থেকে পূর্বোক্ত বর্ণনা কারীদের হাদীছগুলো চয়ন করতঃ এতে আপন বক্তব্য পেশ করেছেন, তিনি হযরত হুযাইফা ও আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে খাছাইছের হাদিছ বর্ণিত হয়েছে বলে ইঙ্গিত করেছেন কিন্তু তিনি হযরত জাবের ও আবু হুরাইরা ছাড়া বুখারী মুছলিমের সংকলিত আর কোন হাদীছের বর্ণনা পরিপূর্ণ ভাবে আনেননি, এ নগণ্য (আ'লা হযরত) আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুক, বিভিন্ন কিতাবে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় পাওয়া হাদীছে খাছাইছগুলোকে এদের বর্ননা সুত্র, শাওয়াহিদ ও মুতাবেয়াত সহ একত্রিত করে দেখলাম, মোট চৌদ্দজন সাহাবী থেকে তা বর্ণিত। তাঁরা হচ্ছেন, ১। আবু হুরাইরা ২। হুযাইফা ৩। আবু দ্বরদা ৪। আবু উমামা ৫। সায়েব বিন ইয়াযীদ ৬। জাবের বিন আব্দুল্লাহ ৭। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ৮। আবু জর ৯। আবু মুসা ১০। ইবনে আব্বাস ১১। আবু সাঈদ খুদ্রী ১২। মাওলা আলী ১৩। আওফ বিন মালেক ১৪। ওব্বাদাহ্

বিন সামেত (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এদের বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদিছ পরিপূর্ণ ভাবে আমার সামনে মওজুদ রয়েছে। খাতামুল হুফ্ফায আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী ও তাঁর পরবর্তী ইমাম আল্লামা আহমদ কুস্তলানী হাদীছে খাছায়েছের ১য়টি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা সূত্র এবং এদের পরস্পর সামঞ্জস্য সহ যে হাদীছগুলো এনেছেন, তার সংখ্যা প্রায় ষোল বা সতেরতে উপনীত হল।

এ অধম (আ'লা হযরত) এদের সংকলিত হাদীছ এবং এ ব্যাপারে তাদের আলোচনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পূর্বেই খাছায়েছ সম্পর্কিত মোট ত্রিশটি হাদীছ পেয়েছি। والحمد لله رب العالمين-

প্রিয় নবীর খাছায়েছ সম্পর্কিত আমি এতো বেশী হাদীছ পাওয়াটা এ দু'ইমামের কথার বাস্তবতা। কেননা তাঁরা হাদীছে খাছায়েছের গবেষনায় বলেছিলেন, বিভিন্ন হাদীছের কিতাবে যদি গভীর দৃষ্টিতে অন্বেষন করা হয় তাহলে হাদীছে খাছায়েছের সংখ্যা আরো বেড়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। অথচ এ অধমের না আছে এ মূহুর্তে পরিপূর্ণ অবকাশ, না এ হীন বলের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির অন্বেষণ। বাস্তব অন্বেষণের অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু যদি প্রশস্থ জ্ঞান ভান্ডার সম্পন্ন কোন আলেম গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে আসেন তাহলে প্রিয় নবীর খাছায়েছের হাদীছ এবং তার বিভিন্ন সনদসূত্র সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়া মোটেও আশ্চার্যের কিছু নয়। আমি এ পুস্তিকাটির কাজ হায়দরাবাদ, বাংলোর, পাঞ্জাব, সুলতাপুর ও খাইরাবাদ সহ বিভিন্ন শহর থেকে আসা বিভিন্ন মাসআলার সমাধান এবং মোনগীরের আলোচিত মাস্আলাটির জবাব দানে ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিলম্বে আটকা মহান আল্লাহর কৃপায় এ কাজগুলো সমাপনান্তে হাদীছে খাছয়েছের সকল দিক সমুহ নিয়ে الباحث الفاحص عن طرق حديث الخصائص- "আল্-বাহেছুল ফাহিছ আন্-তুরুকি হাদীছিল খাছাইছ" নামে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করব ইন্শা আল্লাহ! উক্ত পুস্তিকায় হাদীছে খাছাইছের বিভিন্ন দিক ও বর্ণনা সূত্র নিয়ে বিশদ আলোচনা পূর্বক খাছাইছের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

وبا الله التوفيق لا رب غيره-

"আল্লাহ্-ই তৌফিক দাতা, তিনি ভিন্ন কোন প্রভূ নেই"।

এখানে কিতাবটি দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় শুধু মাত্র উল্লেখযোগ্য হাদীছে খাছাইছ গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করছি, যাতে বিবৃত হয়েছে যে আমাকে সকল

নবীগণের উপর এ কারণে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে যে, আমি এমন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী প্রাপ্ত যা কারো ভাগ্যে জোটেনি। এ পুস্তিকার বিষয় বস্তুর নিরিখে এটুকুই যথেষ্ট। والله الحمد

প্রথম বর্ণনা হযরত আবু হুরায়রা থেকে ইমাম মুসলিম, ইমাম বাজ্জার, ইবনে জরীর, তাবারী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুভীয়্যাহ, বাজ্জায, আবু ইয়ালা ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীছে মি'রাজে বর্ণনা করেছেন فضلت على الانبياء بست। আমাকে ছয়টি কারণে সকল নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। (৩১৭)

দ্বিতীয় বর্ণনা হাদীছের উপরোক্ত উদ্ধৃতির সাথে আরো কিছু এ বর্ণনায় অতিরিক্ত বিবৃত হয়েছে, তা হচ্ছে- لم يعطها احد كان قبلى (৩১৮)"আমার পূর্বে এ বৈশিষ্টাবলী আর কাউকে প্রদান করা হয়নি"।

তৃতীয় বর্ণনা فضلنى رب بست (৩১৯)"আমাকে আমার প্রভূ ছয়টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্টত্বদান করেছেন"। অপর দিকে হযরত হুযাইফা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে আবী শায়বা, ইবনে খুযাইমা, বায়হাকী ও আবু নুয়াইম প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ বর্ণনা করেন, فضلناعلى الناس بثلاث (৩২০)"আমাকে তিনটি কারণে সকল মানুষের উপর শ্রেষ্টত্ব দেয়া হয়েছে"।

হযরত আবু দরদা থেকে তাবরানী মু'জামে কবীরে বর্ণনা করেছেন-فضلت باربع (৩২১)"আমি চারটি কারণে শ্রেষ্টত্বের অধিকারী"।

আবু উমামা'র হাদীছে ও অনুরূপ উক্ত শব্দে বর্ণিত, যা আহ্মদ ও বায়হাকী সংকলন করেছেন।

সায়েব বিন ইয়াযীদ থেকে তাবরানীর বর্ণনায় এসেছে فصلت على الانبياء بخمس (৩২২)"আমাকে পাঁচটি কারণে সকল নবীগনের উপর মর্যাদাবান করা হয়েছে"।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী বর্ণনা এনেছেন, اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلى (৩২৩)"আমাকে পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কারো প্রতি প্রদত্ব হয়নি"।

এটি আবার আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স থেকে আহমদ, বাজ্জার, বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন।

আবু জরের হাদীসটি আহমদ, দারমী, ইবনে আবী শায়বা, আবু ইয়ালা, আবু নুয়াইম, বায়হাকী ও বাজ্জার মজবুত সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাসের হাদীসটি মসনদে আহমদ, বুখারীর তারীখে ও তাবরানীতে বর্ণিত হয়েছে। শেষোক্ত তিনটি হাদীস হাসান সনদে বিবৃত। আবু মুসা আশয়ারীর হাদীসটি মসনদে আহমদ, ইবনে আবী শায়বা, ও তাবরানীতে হাসান সনদে বিবৃত। আবু সাঈদ খুদরীর হাদীসটি তাবরানী আওসাতে হাসান সনদে বর্ণিত। মওলা আলীর হাদীসটি বাজ্জার,আবু নুয়াইমের দলায়েলে বর্ণিত হয়েছে।

পর্যালোচনা এ ছয়টি রেওয়ায়েতে ও পাঁচটি জিনিসের কথা উল্লেখ আছে, যা হুযূরের পূর্বে আর কাউকে প্রদান করা হয়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণনায়- احد قبلى রয়েছে। তৃতীয়টিতে من الانبياء রয়েছে। অবশিষ্ট অন্যগুলোতে- نبى قبلى রয়েছে। আর সকল এবারতের মূল কথা অভিন্ন। মাওলা আলী (কার্‌রামাল্লাহু তা'য়ালা ওয়াজহাহুল করীম) এর দ্বিতীয় বর্ণনায় কোন ধরনের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই, যেমন প্রিয় নবী ইরশাদ করেন, اعطيت مالم يعط احد من الانبياء (৩২৪)"আমাকে এমন অনেক দান করা হয়েছে যা অন্য কোন নবীগণকে দেয়া হয়নি"। হাদীসটি ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন। মওলা আলীর তৃতীয় বর্ণনায় রয়েছে اعطيت اربعا لم يعطهن احد من انبياء الله تعالى قبلى (৩২৫)"আমাকে চারটি বস্তু দেয়া হয়েছে, আমার পূর্বে আল্লাহর কোন নবীকে তা প্রদান করা হয়নি" (মাসনদে আহমদ ও বায়হাকীতে হাসান সনদে বিবৃত)।

ইব্‌নে আব্বাসের অপর বর্ণনায় রয়েছে- فصلت على الانبياء بخصلتين (৩২৬) "আমাকে দু'টি স্বভাবের কারণে সমস্ত নবীগণের উপর ফযীলত দেয়া হয়েছে। (বাজ্জার) আউফ বিন্ মালেকের বর্ণিত হাদীছে ও পাঁচটির কথা রয়েছে, তবে এশব্দে اعطينا اربعا لم يعطهن احد كان قبلنا আমাকে চারটি ফযীলত দেয়া

হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কাউকে দেয়া হয়নি, وسئلت ربى الخامسة فاعطانيها অতপর আমি আমার প্রভূর দরবারে পঞ্চমটি চাইলে তিনি তাও আমাকে দান করেছেন। وهى وماهى এটাতো সেটাই, অর্থাৎ এ পঞ্চমটির সৌন্দর্যের আরকি বর্ণনা দেব, চারটির বর্ণনান্তোর পঞ্চমটি এভাবে বর্ণিত- وسئلت ربى ان لايلقاء عبد من امتى يوحده الا ادخله الجنة (৩২৭)"আমি আমার প্রভূর কাছে প্রার্থনা করলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মতের কোন বান্দাকে যিনি তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস করেন তাকে ও যেন জান্নাত ভিন্ন অন্য কোথাও প্রবেশ না করান।" (আবু ইয়ালা)

ওব্বাদাহ্ বিন সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج فقال ان جبرائيل اتانى فقال اخرج فحدث بنعمة الله التى انعم بها عليك فبشرنى بعشر لم يوتها لنبى قبلى- "জিব্রাঈল আমার খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি বাইরে তশরীফ আনয়ন করত: আপনার প্রভূ প্রতি খোদা প্রদত্ত অনুগ্রহ রাজির বর্ণনা দিন। অতপর জিবরাঈল আমাকে দশটি বৈশিষ্ট্যাবলীর সুসংবাদ দিলেন,যা আমার পূর্বে কোন নবী পাননি"(৩২৮)। উক্ত হাদীছটি আবী হাতেম, ওসমান বিন সাঈদ দারমী তাঁর রচিত কিতাবুর রদ্দ আলাল জাহিমীয়্যাহ'তে ও আবু নুয়াইম তাঁর দলায়েলে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত বর্ণনা সমষ্টি দ্বারা প্রমাণিত যে প্রিয় নবীর খাছায়েছের হাদীছ সমূহে উল্লেখিত সংখ্যায় সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয় কোন হাদীছে দু'টি, কোন হাদীছে তিনটি, কোথাও চারটি, কোথাও পাঁচটি, কোথাও ছয়টি আবার কোথাও দশটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রিয় নবীর খাছায়েছের সংখ্যা দু'শ এর মধ্যেও শেষ নয়। ইমাম আল্লামা জালালুদ্দীন ছয়ূতী কুদ্দিছা ছির্‌রুহু তাঁর খাছাইছুল কুবরা নামক কিতাবে প্রিয় নবীর প্রায় দেড়শত খাছাইছ একত্রিত করেছেন। এটাও তাঁর জ্ঞানের পরিসীমা অনুযায়ী। তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানীরা আরো অধিক জানেন। জাহেরী ওলামাদের চেয়ে বাতেনী ওলামাগণ আরো বেশী জানেন। আর সমস্ত মহাজ্ঞানীদের জ্ঞান, মহাজ্ঞানীদের জ্ঞানী হুজুর সাইয়িদুল আলম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামার জ্ঞান সাগর থেকে হাজার হাজার মনজিল দুরত্বে অবস্থান করছে।

হুযূর যতটুকু তাঁর ফযায়েল ও খাসাইছ সম্পর্কে জ্ঞাত, অন্যরা সেখানে কতটুকুনই বা জানবেন? হুযূরের চেয়ে অধিক জ্ঞানী হচ্ছেন তাঁর মালিক মওলা আল্লাহ জাল্লা ওয়ালা ان الى ربك المنتهى (৩২৯)"নিশ্চয় আপনার প্রভূর পানেই আপনার প্রান্ত "যিনি তাঁকে হাজার হাজার উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অনেক অনেক অনুপম বৈশিষ্ট্যাবলী প্রদান করেছেন এবং অনাধিকাল পর্যন্ত প্রদান করতে থাকবেন। তাঁর প্রভূতো তাঁকে বলেছেন- وللاخرة خير لك من الاولى "নিশ্চয় আপনার জন্য পূর্বের চেয়ে পরে বেশী মঙ্গল রয়েছে। এ জন্যইতো হাদীছে রয়েছে একদিন হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জনাবে ছিদ্দীকে আকবর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন ياابا بكر لم يعرفنى حقيقة غير ربى (৩৩০)হে অবু বকর! আমাকে সঠিক ভাবে আমার প্রভূ ব্যতীত আর কেউ জানেন না। (আল্লামা ফা-সী বিরচিত মুতালেউল মুসার্‌রাত দ্রষ্টব্য)

*تراچناں کہ توئی دیدۂ کجابیند * بقدر بینش خود هر کسی کند ادراك*

"দৃষ্টির নাগালের বাইরে তুমি কোথা হেরিবে তোমায় নিজের দৃষ্টি মতোই সবের অনুভবে পাবে তোমায়"।

صلى الله تعالى عليك وعلى آلك واصحابك اجمعين

চতুর্থ প্রভা

সাহাবায়ে কেরামদের অভিমত ও পূর্ববর্তীদের ভবিষ্যৎ বাণী সমূহ

প্রথম রিওয়ায়ত বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে সংকলন করেন। তিনি বলেন ان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم اكرم الخلق على الله يوم القيامة (৩৩১)"নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট মর্যাদাবান"।

দ্বিতীয় রিওয়ায়ত মসনাদে আহমদ, বাজ্জাজ ও তাবরানী শরীফে নির্ভর যোগ্য সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইনে মাসউদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ان الله تعالى نظر الى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فاصطفاه لنفسه. (৩৩২)"আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদের ক্বলবের প্রতি দৃষ্টি ফরমালেন, তখন তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পবিত্র ক্বলবকে পছন্দ করলেন এবং তাকে স্বীয় সত্তার জন্য নির্বাচন করলেন"।

তৃতীয় রিওয়ায়ত দারমী ও বায়হাকীতে রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বর্ণনা করেন ان اكرم خليفة الله ابو القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم (৩৩৩) "নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মনিত খলিফাতুল্লাহ (আল্লাহর প্রতিনিধি) হচ্ছেন আবুল কাশেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা"।

চতুর্থ রিওয়ায়ত ইবনে সা'দ তাঁর তাবকাতে, আমের শায়াবী আব্দুর রহমান বিন জায়েদ থেকে সংকলন করেন, তিনি বলেন জায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল প্রায়শ: বলতেন, যে একদা আমি সিরিয়ায় এক পাদ্রীর কাছে গিয়েছিলাম, তাঁকে বললাম আমার কাছে মূর্তি পূঁজা, ইহুদীবাদ ও খ্রীষ্টানবাদ একটা ও ভাল লাগেনা। তিনি বললেন তাহলে কি তুমি দ্বীনে ইব্রাহীম গ্রহণ করতে চাও? হে মক্কী ভাই! তুমিতো এমন দ্বীন কামনা করছ যা আজ কোথাও পাওয়া যাবেনা, তবে তুমি স্বদেশে চলে যাও। فان نبيا يبعث من قومك ومن بلدك يأتى بدين

ابراهيم بالحنفيه وهو اكرم الخلق على الله (৩৩৪)"নিশ্চয় তোমাদের সমপ্রদায় থেকে তোমাদের দেশে এমন একজন নবী প্রেরিত হবেন, যিনি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীনে হানিফ নিয়ে আসবেন। যিনি আল্লাহর কাছে সৃষ্টির মাঝে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান"। উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছের বর্ণনাকারী জায়েদ বিন আমর হচ্ছেন জাহেলী যুগের একত্ববাদীদের অন্তর্ভূক্ত। আর তাঁর পুত্র সাঈদ বিন জায়েদ হচ্ছেন প্রখ্যাত সাহাবী ও বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীদের একজন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)।

পঞ্চম রিওয়ায়ত ইবনে আবি শাইবা, তিরমীযি হাসান সুত্রে, হাকেম নেশাপুরী বিশুদ্ধ সনদে, আবু নুয়াইম ও খারায়েতী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম থেকে বর্ণনা করেন, যে একদা নবীজির চাচা আবু তালেব কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে সিরিয়ায় গিয়েছেন, হুযূর সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও তাদের সাথে ছিলেন, তারা যখন বুহাইরা নামক খ্রীষ্টান পাদ্রীর গির্জার পাশ দিয়ে গমন করলেন, খ্রীষ্টান পাদ্রী গীর্জা থেকে বের হয়ে তাদের সম্মুখে আসলেন, অথচ তিনি ইতোপূর্বে কোন কাফেলার জন্য এভাবে তার গীর্জা থেকে বের হতেন না, এমন কি এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করতেন না, কিন্তু তিনি এবার বের হয়ে এ কাফেলার সকল লোককে অতিক্রম করে হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র নিকট আসলেন। তিনি হুযূর আক্বদাসের হস্ত মুবারক আঁকড়ে ধরে বললেন, هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين- "ইনি তো সমগ্র জগতের সর্বপ্রধান, ইনি তো রাব্বুল আলামীনের রাসুল, তাঁকে মহান আল্লাহ সমগ্র জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন"। তা অতিশিঘ্রই প্রকাশ করবেন।

কুরাইশ নেতারা বলল, আপনি এটা কি করে জানলেন? তিনি বললেন, যখন আপনারা এ গিরি পথ দিয়ে আসতে ছিলেন তখন কোন গাছ-পালা ও পাথর বাকী ছিলনা যা তাঁকে সজিদা করেনি, আর এগুলোতো নবী ছাড়া অন্য কাউকে সজিদা করেনা। আমি তাঁকে নবুয়তের মুহর দ্বারা চিনতে পাচ্ছি যা তার কাঁধে হাড়ের নীচে আপেলের মত দৃশ্যমান। পাদ্রী পূনরায় তার গীর্যায় গিয়ে এ কাফেলার জন্য খাবার নিয়ে এলেন,ইত্যবসরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যেখানে উপস্থিত ছিলেন সেখান থেকে লোকেরা তাঁকে ডাকতে গেলেন, যখন তশরীফ আনতে ছিলেন তখন তাঁর মাথার উপর মেঘমালার ছায়া বিস্তৃত ছিল। পাদ্রী বলে

উঠলেন, انظروا اليه الغمامة تظله- "দেখ! তাঁর উপর মেঘমালা ছায়া দিচ্ছে" এদিকে লোকেরা পূর্ব থেকে ছায়া বিশিষ্ট গাছের নিচে খাবার গ্রহণের জন্য বেষ্টিত ছিল, হুযূর সেখানে জায়গা না পেয়ে রোদ্রে বসে পড়লেন, তৎক্ষনাত একটি গাছ ঝুঁকে পড়ে তাঁকে ছায়া দিল, পাদ্রী বলে উঠলেন انظروا الى فئى الشجر مال اليه- "তোমরা দেখ! বৃক্ষটির ছায়া তার দিকে ঝুঁকে পড়ছে।"(৩৩৫)

শেখে মুহাক্কিক তার লুময়াত নামক কিতাবে ইমাম ইব্নে হাজর আসকালানীর এছাবাহর বরাতে বলেন, رجاله ثقات এ হাদীছের সকল বর্ণনাকারী ছেকাহ বা নির্ভরযোগ্য।

ষষ্ঠ রিওয়ায়ত আবু নুয়াই, সংকলিত দলায়েলে হযরত তামীমুদ্দারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একরাত সিরিয়ার মরুভূমিতে ছিলেন। কিছূ অদৃশ্য জ্বীন তাঁকে হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র আগমনের বার্তা শুনালেন। সকালে পাদ্রির কাছে গিয়ে সকল ঘটনা বর্ণনা দিলেন। পাদ্রী বলল- قد صدقوك يخرج من الحرم ومهاجره الحرم وهو خير الانبياء- (৩৩৬) "জ্বীনেরা আপনাকে সঠিক বলেছে। তিনি হেরমে মক্কায় আগমন ও হেরমে মদীনায় হিজরত করবেন। আর তিনি সকল নবীগনের শ্রেষ্ট।"

সপ্তম রিওয়ায়ত ইবনে আসাকের, আবু নুয়াইম ও খারায়েতি সংকলিত, খাসয়াম গোত্রীয় সাহাবাদের জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে। তিনি বলেন আমরা একরাত্রে মূর্তির সামনে অবস্থা করছিলাম। এবং তাকে একটি মুকাদ্দমার বিচারক বানিয়েছিলাম। আকাস্মাৎ দৈব বানী শুনতে পেলাম। তা হল-

يايها الناس ذوى الاصنام * ما ايتم وطائش الاحلام * وسند الحكم الى
الاصنام * هذانبى سيد الانام* اعدل ذى حكم من الاحكام * يصدع بالنور
وبالاسلام * مستعلن فى البلد الحرام*

"হে মূর্তি উপাসক! তোমাদের একি অবস্থা! একি নির্বুদ্ধিতা! একটি পাথরকে বিচারক নিযুক্ত করেছ! অথচ সমগ্র জাহানের সর্ব প্রধান। সকল প্রশাসকের

শ্রেষ্ঠতম প্রশাসক, অন্ধকারে আলো বিকিরণকারী, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক, পবিত্র হেরম শরীফে আগমন করতে যাচেছন। আমরা সবাই এ কথাটি শুনে ভয়ে মূর্তিকে ছেড়ে চলে আসলাম। হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা মক্কা শরীফে আগমন করে মদীনা শরীফে তাশরীফ আনয়ন পর্যন্ত আমাদের মাঝে এ কবিতার চর্চা ছিল। পরিশেষে আমি তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলাম।" (৩৩৭)

অষ্টম রিওয়ায়ত খরায়েতি, ইবনে আসাকের এরা মুরদা-স বিন্ ক্বায়স দোসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমি হুযূর আক্বদাস সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, সে সময়ে হুযূরের দরবারে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল, আর হুযূরের আগমনে সেটার কিভাবে পরিবর্তন ঘটেছে সে সম্পর্কেও আমি হুযূরের খেদমতে আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের সেখানেও এ জাতীয় এক ঘটনা ঘটেছে যা আমি হুযূরের খেদমতে বর্ণনা দিতে চাই, আমাদের একজন খাচ্চা নামী দাসী ছিল। আমাদের দৃষ্টিতে সে সকল দিক দিয়ে ভাল,একদিন এসে বলল হে দো-স সম্প্রদায় আপনারা কি আমার ব্যাপারে কোন দূস্কর্মের কথা জানেন? আমরা বললাম কি ব্যাপার বল, সে বলল আমি ছাগল চড়াতে ছিলাম, আকস্মিক একটি অন্ধকার এসে আমাকে ঘিরে ধরে ফেলল, এ সময়ে আমার এমন অনুভূত হল যা মেয়েরা পুরুষদের থেকে অনুভব করে অবশেষে আমি অন্ত সত্বা হয়েছি বলে মনে হল, প্রসব মূহুর্ত এলে আমি এক আশ্চার্য ধরনের সন্তান প্রসব করলাম যার কানদ্বয় ছিল কুকুরের ন্যায় সে আমাদেরকে অদৃশ্যের খবর দিত, আর সে যা বলত তা ছিল অবশ্যাম্ভাবী। একদিন সে অন্য ছেলেদের সাথে খেলার সময় নাচতে নাচতে কাপড় চোপড় সব ফেলে দিল আর চিৎকার দিয়ে বল্ল, হায় আফসোস! খোদার কসম এ পাহাড়ের পশ্চাদ ভাগে অনেক ঘোড়া ও অল্পবয়সী ও সুন্দর সুন্দর ঘোড় চালকও রয়েছে। এটা শুনে আমরা বাহন নিয়ে ঐ পাহাড়ের পেছনে গেলে ছেলেটির কথা মত পেলাম। ঐ ঘোড় চালকদেরকে তাড়িয়ে ঘোড়াগুলো আমরা ভাগাভাগি করে নিয়ে আসলাম। হুযূরের আগমনের পর ছেলেটি যা ভবিষ্যৎ বানী করেছে সবগুলো তার বাণীর বিপরীত হয়। আমরা তাকে বললাম তোমার দুর্ভাগ্য! এ কি ব্যাপার তুমি যা বল বাস্তবে তা এখন মিথ্যা হয় কেন? বলল আমাকে যিনি সত্য সংবাদ দিত, সে কেন এখন মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করছে জানি না। বলল তোমরা আমাকে তিন দিন এ ঘরে আবদ্ধ করে

রাখ, আমরা তার কথামত করলাম। তিন দিন পর ঐ ঘরের দরজা খোলে দেখলাম, সে এক অগ্নি স্ফোলিঙ্গের মত হয়ে আছে। আর বলল হে দো-স সম্প্রদায়, حرست السماء وخرج خير الانبياء- "আসমানে পাহারাদার নিযুক্ত হয়েছে। নবীকূল শ্রেষ্ঠ আগমন করেছেন।" আমরা বললাম, কোথায় তার পদার্পন হয়েছে? বলল মক্কা নগরীতে। আর বলল আমি এখন মৃত্যুশয্যায় পতিত। আমাকে পাহাড়ের চূড়ায় কবর দেবে। আমার উপর আগুন লেলিহান শিখা নিয়ে জ্বলে উঠবে। যখন তোমরা এরূপ দেখবে, তখন باسمك اللهم- "বে ইসমুকা আল্লাহুম্মা" বলে তিনটি পাথর আমার প্রতি নিক্ষেপ করবে। সাথে সাথে আমার আগুন নিভে যাবে। আমরা অনুরূপ করলাম। কিছুদিন পর হাজ্বী গণ মক্কা নগরী থেকে প্রত্যাগমন করলে তারা প্রিয় নবীর আগমনের খবর দিলেন(৩৩৮)।

নবম রিওয়ায়ত আবু নুয়াইম সংকলিত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শুভ আবির্ভাবের দীর্ঘ হাদীসে বিবৃত, হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, পবিত্র গর্ভের ছয় মাস অতিক্রমান্তে আমার শয়নাবস্থায় এক ব্যক্তি মৃদুধাক্কায় বলল يا آمنة انك قد حملت بخير العالمين طرا فاذا ولدته فسميه محمدا- (৩৩৯) "হে আমেনা! তোমার গর্ভে ঐ সত্তা, যিনি সমগ্র জগতে মর্যাদায় সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ট। তিনি আবির্ভূত হলে তাঁর নাম মুহাম্মদ রাখবে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।"

দশম রিওয়ায়ত আবু নুয়াইম সংকলিত তাঁর দলায়েলে হযরত বুরাইদা ও ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত, হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্হা পবিত্র অন্তঃসত্ত্বা কালীন স্বপ্নে দেখলেন যে, কোন বিবৃতিকারী হতে বিবৃত হচ্ছে- انك قد حملت بخير البريه وسيد العالمين فاذا ولدته فسميه احمد ومحمدا- (৩৪০) "হে আমেনা! আপনার গর্ভে সমগ্র সৃষ্টি ও উভয় জগতের সম্রাট বিদ্যমান, তিনি ভূমিষ্ট হলে তাঁর নাম আহমদ ও মুহাম্মদ রাখুন।"

একাদশ রিওয়ায়ত ইবনে সা'দ হাসান বিন্ জাররাহ, জায়েদ বিন্ আসলাম থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জনাবে হালিমা রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কে বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, انك ستلدين غلاما

فسميه احمد وهو سيد العالمين– (৩৪১) "অনতিবিলম্বে আপনার একজন সন্তান হবেন, তাঁর নাম আহমদ রাখবেন, তিনি উভয় জাহানের সম্রাট।"

দ্বাদশ রিওয়ায়ত বাজ্জার আমীরুল মু'মেনীন মাওলায়ীল মুসলেমীন আলী মুরতাদ্বা (কার রামাল্লাহু তা'য়ালা ওয়াজহাহুল করীম) থেকে বর্ণনা করেন–

لما اراد الله ان يعلم رسوله الاذان اتاه جبريل بدابة يقال له البراق او ذكر جماحها وتسكين جبرائيل اياها قال فركبها حتى انتهى الى الحجاب الذى يلى الرحمن (وساق الحديث فيه ذكر تاذين الملك وتصديق الله سجانه وتعالى له قال) ثم اخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه قام اهل السموات فيهم آدم ونوح فيو منذ اكمل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على اهل السموات الارض (৩৪২) "আল্লাহ তায়ালা যখন তার প্রিয় রাসূলকে আজান শিক্ষা দেওয়ার জন্য চাইলেন, জীবরীল বুরাক নিয়ে উপস্থিত হলেন। হুযূর বুরাকে আরোহণ করে হেজাবে আজমত তথা দয়াময় আল্লাহর দরবারের নিকটবর্তী পর্দা পর্যন্ত পৌছে গেলেন। পর্দার আড়াল থেকে একজন ফেরেস্তা বের হয়ে আজান দিলেন। মহান আল্লাহ এ আজানের প্রতিটি শব্দকে সত্যায়ন করছিলেন। অত:পর ঐ ফেরেস্তাটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র হাত ধরে তাঁকে সামনে অগ্রগামী করলেন। হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সকল আসমান বাসীর ইমামতি করলেন। সে জামাতে আদম ও নূহ (আলাইহিমাস সালাম) ও শামিল ছিলেন। ঐ দিনই আল্লাহ (তাবারকা ওয়া তায়াল) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সর্বব্যাপী মর্যাদাকে ভূ–মন্ডল ও নভোমন্ডলে সকলের উপর পরিপূর্ণ করে দিলেন।"

উক্ত হাদীছের অনুরূপ আবু নুয়াইম, ইমাম মুহাম্মদ বীন হানাফীয়্যাহ বীন আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। বর্ণনাটির শেষোক্ত অংশে রয়েছে– ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم قام اهل السماء فتم له الشرف على سائر الخلق- (৩৪৩) "তারপর হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হল। হুযূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা সকল আসমান বাসীর ইমামতি করলেন। অতএব সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর হুযূরের মর্যাদার পরিপূর্ণতা স্বীকৃত হল।

والحمد لله العالمين-

রাখ, আমরা তার কথামত করলাম। তিন দিন পর ঐ ঘরের দরজা খোলে দেখলাম, সে এক অগ্নি স্ফোলিঙ্গের মত হয়ে আছে। আর বলল হে দো-স সম্প্রদায়, حرست السماء وخرج خير الانبياء- "আসমানে পাহারাদার নিযুক্ত হয়েছে। নবীকূল শ্রেষ্ঠ আগমন করেছেন।" আমরা বললাম, কোথায় তার পদার্পন হয়েছে? বলল মক্কা নগরীতে। আর বলল আমি এখন মৃত্যুশয্যায় পতিত। আমাকে পাহাড়ের চূড়ায় কবর দেবে। আমার উপর আগুন লেলিহান শিখা নিয়ে জ্বলে উঠবে। যখন তোমরা এরূপ দেখবে, তখন باسمك اللهم- "বে ইসমুকা আল্লাহুম্মা" বলে তিনটি পাথর আমার প্রতি নিক্ষেপ করবে। সাথে সাথে আমার আগুন নিভে যাবে। আমরা অনুরূপ করলাম। কিছুদিন পর হাজ্বী গণ মক্কা নগরী থেকে প্রত্যাগমন করলে তারা প্রিয় নবীর আগমনের খবর দিলেন(৩৩৮)।

নবম রিওয়ায়ত আবু নুয়াইম সংকলিত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শুভ আবির্ভাবের দীর্ঘ হাদীসে বিবৃত, হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, পবিত্র গর্ভের ছয় মাস অতিক্রমান্তে আমার শয়নাবস্থায় এক ব্যক্তি মৃদুধাক্কায় বলল يا آمنة انك قد حملت بخير العالمين طرا فاذا ولدته فسميه محمدا- (৩৩৯) "হে আমেনা! তোমার গর্ভে ঐ সত্তা, যিনি সমগ্র জগতে মর্যাদায় সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ট। তিনি আবির্ভূত হলে তাঁর নাম মুহাম্মদ রাখবে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।"

দশম রিওয়ায়ত আবু নুয়াইম সংকলিত তাঁর দলায়েলে হযরত বুরাইদা ও ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত, হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্হা পবিত্র অন্ত:সত্ত্বা কালীন স্বপ্নে দেখলেন যে, কোন বিবৃতিকারী হতে বিবৃত হচ্ছে- انك قد حملت بخير البريه وسيد العالمين فاذا ولدته فسميه احمد ومحمدا- (৩৪০) "হে আমেনা! আপনার গর্ভে সমগ্র সৃষ্টি ও উভয় জগতের সম্রাট বিদ্যমান, তিনি ভূমিষ্ট হলে তাঁর নাম আহমদ ও মুহাম্মদ রাখুন।"

একাদশ রিওয়ায়ত ইবনে সা'দ হাসান বিন্ জাররাহ, জায়েদ বিন্ আসলাম থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জনাবে হালিমা রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কে বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, انك ستلدين غلاما

যবনিকা : আল্‌হামদুলিল্লাহ! আলোচনা শেষ প্রান্তে উপনীত, প্রতিশ্রুত দশ আয়াত ও শত হাদীছ খুবই সহজে আরো অধিক সংখ্যায় সম্পন্ন হয়েছে। এ পুস্তিকায় ইচ্ছাকৃত বিষয় প্রাসঙ্গিকতার দীর্ঘ আলোচনা না হওয়ার উপর স্বয়ং পুস্তিকাটি সাক্ষ্য। ত্রিশটির অধিক হাদীছ সংকলিত যা একশটির মধ্যে গণনা করা হয়নি, আর টীকার হাদীছগুলোতো গণনায় আসেনি প্রথম হায়কলে (অধ্যায়) কুরআনিক আয়াতগুলোর সংশ্লিষ্টে অনেক হাদীছ সমুহ আলোচ্য বিষয়ের প্রমাণে বিবৃত হয়েছে। তাও প্রতিশ্রুত গণনায় অন্তর্ভূক্ত নয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হাদীছ। যেমন-

হাদীছ নং- ১ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন যে, এ উম্মত আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ট ও উত্তম (পঞ্চম আয়াত সংশ্লিষ্ট)।

হাদীছ নং- ২ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হুযূরের উম্মত সকল উম্মতগণের চেয়ে উত্তম, হুযূরের সাহাবা সকল নবীগণের সাহাবা হতে মর্যাদাবান হুযূরের শহর সকল শহর হতে অধিক সম্মানী, انما شرف المكان بالمكلين- "নিশ্চয় স্থানের মর্যাদা বাসিন্দার মর্যাদার উপর নির্ভরশীল" (প্রথম আয়াত সংশ্লিষ্ট)।

হাদীছ নং-৩ হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালার হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।

হাদীছ নং- ৪ হিবরুল উম্মাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত, হযরত আদম ছফী থেকে ঈসা মসীহ পর্যন্ত সকল নবীগণ আলাইহিমুস সালাম থেকে হুযূরের ব্যাপারে অঙ্গিকার লওয়া হয়েছে (উভয় বর্ণনা প্রথম আয়াত সংশ্লিষ্ট)

হাদীছ নং- ৫ সুলতানুল মুফাচ্ছিরীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমার বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার চেয়ে অধিক কাউকে মর্যাদাবান মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেন নি। (সপ্তম আয়াত সংশ্লিষ্ট)।

হাদীছ নং- ৬ বিশিষ্ট কুরআন বিশেষজ্ঞ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা'র বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সকল নবী ও ফিরিস্তাগণের উপর শ্রেষ্টত্ব দেয়া হয়েছে (তৃতীয় আয়াত সংশ্লিষ্ট)। উক্ত ছয়টি হাদীস সুস্পষ্ট প্রমান, যা দ্বিতীয় প্রভায় প্রথম রশ্মির অন্তর্ভূক্ত করার ও যোগ্য। এ ছয়টি হাদীছ স্বরণ করানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা চতুর্থ প্রভায় উল্লেখিত সপ্তম রিওয়ায়াত থেকে শুরু করে একাদশ রিওয়ায়াত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বক্তা, জ্যোতিষী ও সত্য স্বপ্নের হাদীছগুলোর উপর দলিল হিসাবে নির্ভর করতে পারেন না, তারা যেন ঐ পূর্বে উল্লেখিত ছয়টি হাদীছকে এ ছয় হাদীছের উত্তম বদলা মনে করেন প্রতিশ্রুত বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য শতকের সংখ্যা যেন সর্বোত ভাবে পরিপূর্ণ জ্ঞান করেন। الحمد لله (সকল প্রশংসা আল্লাহরই)

এ অধম (আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রজা) ত্বরিত লিখিত এ পুস্তিকাটিকে অনেক সংক্ষিপ্ত করেছি। অধিকাংশ হাদীছ সমুহকে শুধু মাত্র ব্যাখ্যা ছাড়া বর্ণনা করেছি। অনেক স্থানে পুরো হাদীছ না নিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু লিপিবদ্ধ করেছি। অনেক স্থানে প্রয়োজনীয় দলীল স্বরূপ শুধু ইবারাত উল্লেখ করে অবশিষ্টাংশ অনুবাদ করে দিয়েছি। যেখানে কয়েকটি হাদীছের বক্তব্য এক ও অভিন্ন সেখানে একটি নিয়ে বাকিগুলোর তথ্যসুত্র(রেফারেন্স) পেশ করেছি যার প্রত্যেকটির আলাদা আলাদ উদ্ধৃতি আমার দৃষ্টির সামনে উপস্থিত। যেখানে ওলামাদের কিছু বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি, সেখানে ইশারা ইঙ্গিতে বা সার কথাটি লওয়ার উপর যথেষ্ট মনে করেছি। তবে কিতাবের হাদীছ সংকলন তথ্যের ক্ষেত্রে আধিক্যের দিকে দৃষ্টি রেখেছি। অনুসন্ধানী পাঠক মহল দেখতে পাবেন যে, বিভিন্ন লেখকের লেখায় বা কিতাবে হাদিছ বর্ণনার পর শুধুমাত্র একটি বা দু'টি তথ্যসূত্র ছাড়া আর পেশ করেন না, আর এ অধম একটি হাদিছের তথ্যসূত্র ছয় থেকে সাতটি পর্যন্ত পেশ করেছি। হাদিছের মতন (মূল কথা) এবং সনদ (বর্ণনা সূত্র) এর ক্ষেত্রে সহীহ ও হাসান হওয়ার মন্তরে বিবৃত মতামত মুহাদ্দিছগণের কিতাবের উদ্ধৃতিতে বিবৃত। অতএব, সনদ ও বিশদ ব্যাখ্যা অনুসন্ধান কারীদের জন্য জোয়ার উচ্ছ্বসিত, ঢেউ দোলায়িত, কানায় কানায় পরিপূর্ণ, সাগর-মহাসাগর রূপ জ্ঞান উচ্চল কিতাব সমূহের নাম উল্লেখ সঙ্গত। যেগুলো পুস্তিকা প্রনয়নকালে আমার সামনে তরঙ্গমান ছিল এবং যার ঝিনুক দৌড়ানো গভীরতা ও মুক্তা বিচ্ছুরণকারী তরঙ্গ হতে এ চমকিত অমূল্য রত্ন ও রাজকীয় মুক্তামালা আহরিত হয়েছে অর্থাৎ উদ্ধৃতি সংকলিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

• বুখারী শরীফ- ইমাম মুহাম্মদ বীন ইসমাঈল বুখারী।

• মুসলিম শরীফ– ইমাম মুসলিম বীন হাজ্জাজ কোশাইরী।

• তিরমীজি শরীফ– ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমীজি।

• ইবনে মাজাহ– ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ কায্‌বীনি।

• আবু দাউদ– ইমাম আবূ দাউদ সোলাইমান ইব্‌নে আশয়াছ সিজিস্থানী।

• নাসায়ী– ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন্ শোয়াইব নাসায়ী।

• মোওয়াত্তায়ে মালেক– ইমাম মালেক।

• সুনানে দারমী– ইমাম দারমী।

• মিশকাতুল মাসাবীহ–শেখ ওলীউদ্দীন মুহাম্মদ বিন্ আব্দুল্লাহ খতিবুত তাবরীজি।

• আত তারগীব ওয়াত তারহীব– ইমাম হাফেজ আব্দুল আজিজ জকীউদ্দীন আল মুনজরী।

• আল খাছায়েছুল কুবরা– খাতামুল হুফ্‌ফায আবুল ফযল জালালুদ্দীন ছুয়ূতী।
এটা এমন একটি কিতাব, তাঁর বিষয়ে এ রকম কিতাব আর লেখা হয়নি, আমি অধিকাংশ রিওয়ায়াত তাঁর কিতাব থেকে নিয়েছি আল্লাহ তাঁকে এটার প্রতিদানে ধন্য করুক। - (লেখক)

• কিতাবুশ শেফা ফি তা'রীফে হুক্‌কীল মুস্তফা– ইমামুল ফাহ্‌হাম শাইখুল ইসলাম ক্বাজী আয়াজ মালেকী।

• নছীমুর রিয়ায – আল্লামা শিহাবুদ্দীন খাফাজী।

• আল জামেউস সগীর – ইমাম ছুয়ূতী।

• আত তাইসীর শরহে জামেউস সগীর – আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভী

• আল মাওয়াহেবুল লুদুনীয়্যাহ্ বিল মিনহীল মুহাম্মদীয়্যাহ- ইমাম আল্লামা আহমদ বীন মুহাম্মদ আল মিসরী আল কুস্তলানী।

• শারহুল মাওয়াহেব – আল্লামা মুহাম্মদ বীন আব্দুল বাকী জুরকানী|

• আফজালুল কুরা লেকুররায়ে উম্মীল কুরা (শরহুল হামযীয়্যাহ নামে প্রসিদ্ধ) ইমাম ইবনে হাজর আল্-মক্কী।

• মাফাতিহুল গায়ব – ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ আর রাজী।

• তাখমালায়ে মাফাতিহুল গায়ব – আল্লামা খো – বী।

• মুয়ালেমুত তানযিল – ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী।

• মাদারেকুত তানযিল আল মিনহাজ – ইমাম আল্লামা নাসাফী।

• আল মিনহাজ – ইমাম আল্লামা আবু যাকারীয়া আন্ নববী|

• এরশাদুস সারী শরহে সহীহুল বুখারী – ইমাম আহ্মদ কুস্তলানী।

• তাফসীরে বায়জাবী – আল্লামা নাসিরুদ্দীন বায়জাবী।

• তাফসীরে জালালাইন – ইমাম ছুয়ূতী ও মাহ্লী।

• এহ্ইয়াউল উলূম – ইমাম গাযালী।

• আল মাদখাল – মুহাম্মদ আল-আবদরী।

• মাদারেজুন নুবুয়্যাহ্ – শেখে মুহাক্কীক আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহ্লভী।

• আশয়েয়াতুল লুময়াত – শেখে মুহাক্কিক আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহ্লভী।

• মুতালেউল মুছাররাত – আল্লামা ফা–সী।

• সেফাউস ছেকাম – ইমাম মুহাক্কিক সুবূকী।

• আল এলালুল মুতানাহিয়্যাহ – আল্লামা আবুল ফয়েজ ইব্নুয্ যো–যী।

এ কিতাব থেকে শুধু মাত্র একটি রিওয়ায়াত সংকলন করা হয়েছে। (লেখক)

• রেছালায়ে মাওলাদ – আল্লামা আবুল ফরজ ইবনুয্ যো–যী।

• আলহুলিয়াহ শরহুল মুনিয়্যাহ – ইমাম মুহাম্মদ বিন্ মুহাম্মদ বিন্ আমীরুলহাজ্ব আল-হালভী।

• শরহুশ শেফা – মোল্লা আ-লী কারী।

(রাহমাতুল্লাহি ত'য়ালা আলাইহিম আজমাঈন)।

উক্ত কিতাব সমূহ থেকে কিছু কিছু কথা তাদের ধারণা বহির্ভূত অংশ থেকেও নিয়েছি। যদি পাঠক শুধু ধারণা অনুবর্তীতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধিত রাখে, তবে কখনো পাবে না। তাই অনুসন্ধানীর দৃষ্টি দৃঢ় ও গভীর হওয়া প্রয়োজন।

والحمد لله العزيز الغفار-

কিতাবটির রচনা কাল :– এ পুস্তিকাটি তেরশ পাঁচ হিজরীর ৬ই শাওয়াল থেকে শুরু করে ১৯শে শাওয়ালে শেষ হয়েছে।

আজ পাঁচই জ্বিলকায়াদাহ'র দীপ্তি বিচ্ছুরক দিবস সোমবার পূর্বাহ্নে পান্ডুলিপি থেকে চূড়ান্ত লিপিতে পরিণত হল।

والحمد لله رب العالمين

এ পুস্তকের প্রথম হাদীছ আমীরুল মু'মেনীন, মাওলাল মুসলেমীন, মাওলা আলী মুরত্বাদা (কার্‌রামাল্লাহু তা'য়ালা ওয়াজহাহু) থেকে বর্ণিত এবং সর্বশেষ হাদীছও সে বেলায়তের প্রত্যাবর্তনস্থল মাওলা আলী থেকে বর্ণিত। আশা করছি এ পুস্তিকাটি নববী খিলাফতের পরিসমাপ্তিকারী, বেলায়তী ছিলছিলার দ্বার উন্মুক্তকারী, হুযূর সায়্যিদুনা মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু'র ওসীলায়, হুযূর পুরনূর আফুভো গাফুর, জাওয়াদু করীম, রাউফু ও রহীম, ছুফুহে জাল্লাত, মুকীলে আছরাত, মুছাহ হাসানাত, আজিমুল হেবাত, সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নবীয়্যীন, শাফিউল মযনেবীন, মুহাম্মদুন রাসূল রাব্বীল আলামীন (সালাওয়াতুল্লাহে ওয়া সালামুহু আলাইহে ওয়া আলা আ-লিহী ওয়া সাহবিহী আজমাঈন)'র অসহায়দের আশ্রয়স্থলরূপী দরবারে যেন গৃহীত হয়। আল্লাহ তায়ালা যেন এ কিতাবের লেখক, এ বিষয়ে প্রশ্নকারী, অনুরোধকারী, ও সকল

মু'মীনগণকে উভয় জগতে এ কিতাব ও নগন্যের অন্যান্য রচনাবলী দ্বারা উপকৃত করেন। ان ولى ذالك والقدير عليه والخير كله له وبيده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين-

تمت بالخير-

"তিনিই উপযুক্ত ফরিয়াদের মালিক, তা গ্রহণে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যাবতীয় কল্যাণ তারই জন্য এবং তারই নিয়ন্ত্রণে। পরিশেষে আমাদের মিনতি, সকল প্রশংসা উভয় জগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য। সালাতু ছালাম রাসূলকূল সম্রাট মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ও তার পরিবার পরিজন ও সাহাবী সকলের প্রতি নিবেদিত। সমুদয় পবিত্রতা ও প্রশংসা আপনারই হে আল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি তোমারই সকাশে, এবং সর্ব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যাবর্তন করছি তোমারই পানে। সর্বশেষে সমূহ প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

সমাপ্ত।

মহা শুভ সংবাদ

(الحمد لله بشارت جليله)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لم يبق من النبوة الا المبشرات الروياء الصالحة، رواه البخارى– (৩৪৫)
عن ابى هريرة ، وزاد مالك يراها الرجل المسلم او ترى له- (৩৪৬)
ولا حمد وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان وصححاه عن ام كر زذهبت وبقيت المبشرات-(৩৪৭)النبوة
وللطبر انى فى الكبير عن حذيفة بسند صحيح ذهبت النبوة فلا نبوة بعدى الا المبشرات الرويا الصالحة يراها الرجل او ترى له-(৩৪৮)

"নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘঠেছে। এখন আমার পরে নবুয়ত নেই। তবে হ্যাঁ বেশারত (খোদায়ী সুসংবাদ) বাকী রয়েছে। এ বেশারত হল শুভ স্বপ্ন, যা মুসলমানগণ দেখেন বা তাকে দেখানো হয়।

(তথ্যসূত্রঃ বুখারী, মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, মস্নদে ইমাম আহ্মদ,ইব্নে মাজাহ, ইবনে খুজাইফা, ইবনে হাব্বান, তাবরানী কবীর)।

এ পুস্তিকা রচনাকালে আমি (আলা হযরত) স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি আমাদের মসজিদে অবস্থান করছি। কিছু সংখ্যক ওহাবী আক্বীদা পোষণকারী লোক এসে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সর্বব্যাপী শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তর্ক করতে লাগল। আমি তাদেরকে সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা চুপ করে দিলাম। তারা ব্যর্থ ও পরাজিত হয়ে চলে গেল।অত:পর আমি ঘরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, এখনো মসজিদের সিঁড়ি থেকে অবতরন করিনি, এমতাবস্থায় বাঁ দিক থেকে একটি শূকরী বাচ্চা সহ রাস্তায় আসতে দেখলাম। মসজিদের সিঁড়ির কাছে আসলে, শূকরী শাবকটি আমার উপর হামলা করতে উদ্যত হল। তার মা তাকে দৌড়ে এসে বাঁধা দিল। মনে হয় চড়ও মারল। আর খুবই ধমকের সাথে ঐ কুপোকাত ওহাবীদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, দেখতে পাচ্ছ না, ওরা তোমার চেয়ে বড় হয়েও তার সাথে জিততে পারেনি। তুমি কি হামলা করবে! এ বলে উক্ত শূকরী আপন বাচ্চা সহ উভয়েই হিন্দু কূপের দিকে চলে গেল। আল্ হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন! আল্লাহর কৃপায় তার দরবারে এ পুস্তিকার গ্রহণীয়তার ক্ষেত্রে উক্ত স্বপ্ন দলীল হিসেবে সাব্যস্থ হতে পারে। والحمد لله

মহা শুভ সংবাদ

(الحمد لله بشارت اعظم)

ইতোপূর্বে আমি (আলা হযরত) স্বপ্নে দেখলাম আমার ঘরের ফটকের কিছু সামনে মেইন রাস্তায় আমি দন্ডায়মান। হাতে খুবই মজবুত একটি কাঁচের বাতি ছিল। আমি ওটাকে আলোকিত করতে চাই। আর দুজন ব্যক্তি আমার ডানে বাঁয়ে রয়েছে যারা ওটাকে বারবার ফুঁক দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় মসজিদের দিক থেকে হুযূর পুরনূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাশরীফ আনয়ন করলেন। সুবহানাল্লাহ! হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেখা মাত্রই ঐ দু'বিরোধী লোক এভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল, জানি না যে, তাদেরকে কি আসমান গিলে ফেলেছে না জমীনে গ্রাস করেছে। হুযূর পুরনূর মালজায়ে বে-কছাঁ, মাওলায়ে দ্বীলো-জাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তার দরবারের এ অধম কুকুরের নিকট তশ্‌রীফ আনলেন। তিনি এতো নিকটে আসলেন যে, মধ্যখানে এক বিঘত বা এর চেয়ে ও কম পরিমান দূরত্ব রয়েছে মাত্র। স্নেহাশীস ভাষায় ইরশাদ ফরমালেন, তুমি জ্বালাও আল্লাহই উজ্জল করে দেবেন। আমি জ্বালিয়ে দিলে, ঐ ফানুস বাতিতে বেশ আলো জ্বলে উঠল। গোটা প্রদীপ আলোতে ভরে গেল। والحمد لله رب العالمين

টীকা বিবরণী-

(১) সূরা আ'রাফ, আয়াত- ৪৩
(২) সূরা আহ্যাব, আয়াত- ৬৬
(৩) সূরা লুক্মান, আয়াত- ২৭
(৪) সূরা আলে ইম্রান, আয়াত-৮১
(৫) আল্ মাওয়াহিবুল লুদূনিয়্যাহ্ বিল মিন্হিল মুহাম্মদিয়া, কৃত- আল্লামা আহমদ বীন মুহাম্মদ কুস্তলানী, ওফাত-৯৩২ হিজ্রী, মুদ্রণ- আর্কাজে আহ্লে সুন্নাত বরকাত রেজা, ভারত, পৃঃ-৬৬, ১ম খন্ড।
(৬) জামেউল বয়ান,(তাফসীরে তাবারী) এহইয়াউত তুরাছ প্রকাশনী, লেবানন, পৃঃ-৩৮৭, ৩য় খন্ড।
(৭) আল্ খাছাইছুল কুবরা, কৃত- হাফেজ জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, ওফাত-৯১১ হিজরী, মরকাজে আহলে সুন্নাত বরকাত রেজা, ভারত, ১ম খন্ড, পৃঃ-৮
(৮) সূরা সাফ্ফ্, আয়াত- ৬।
(৯) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৯, ১ম খন্ড।
(১০) সূরা বাকারা, আয়াত- ৮৯।
(১১)"ক"তাফসীরে জালালাইন, পৃঃ-১৪, রেজা একাডেমী, ভারত।
"খ" দুর্রে মনসূর, ইমাম সুয়ূতী, ১ম খন্ড, পৃঃ-১৭৬, দারু এহইয়াউত তুরাছ আল্ আরবী, লেবানন।
(১২) সুনানে দারুমী, ১ম খন্ড, পৃঃ-১১০, কৃত-ইমাম দারুমী, ওফাত-২৫৫ হিজ্রী, মুদ্রণ- দারুল হাদীস, কায়রো।
(১৩) বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃঃ-১১০, কৃত-মুহাম্মদ বীন ইসমাইল বুখারী, ওফাত-২৫৬ হিজরী,পৃঃ-৪৯০, ১ম খন্ড, মুদ্রণ- মাকতবায়ে মুস্তাফাবিয়্যাহ্, ভারত।
(১৪) কিতাবটি ইমাম সুবূকী,(মৃত-৭৫৬)'র ফতোয়া সংকলন "ফাতাওয়াস সুবূকী" তে ৩৮-৬৭ পৃঃ ব্যাপি মুদ্রিত একটি চমৎকার রচনা, লেবাননের রাজধানী বৈরুত শহরের দারুল মারেফা নামক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত, যা এ অধমের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংগৃহীত আছে। (অনুবাদক)
(১৫) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ-৪,
(১৬) সূরা আ'রাফ, আয়াত- ১৭২,
(১৭) সূরা আলে ইমরান,আয়াত-৮১,
(১৮) সূরা আলে ইমরান,আয়াত-৮১,
(১৯) সূরা আলে ইমরান,আয়াত-৮১,
(২০)সূরা আলে ইমরান,আয়াত-৮১,
(২১) সূরা আলে ইমরান,আয়াত-৮১,
(২২) সূরা আম্বিয়া,আয়াত-২৯,
(২৩) সূরা আম্বিয়া,আয়াত-১০৭,
(২৪) তাফসীরে কবীর, কৃত- আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী,দারুল কুতুবুল ইলমীয়্যা, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ-১৬৫, বৈরুত,
(২৫) সূরা ইব্রাহীম,আয়াত-৪,
(২৬) সূরা আনকাবুত, আয়াত- ১৪,
(২৭) সূরা আ'রাফ, আয়াত-৬৫,
(২৮) সূরা আ'রাফ, আয়াত-৭৩,
(২৯) সূরা আ'রাফ, আয়াত-৮০,
(৩০) সূরা আ'রাফ, আয়াত-৮৫,
(৩১) সূরা আ'রাফ, আয়াত-১০৩,

(৩২) সূরা আন্‌আম, আয়াত-৮৩,
(৩৩) সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত-১৪৭,
(৩৪) সূরা আলে ইমরান,আয়াত-৪৯,
(৩৫) বুখারী শরীফ, তায়াম্মুম পর্ব,
কদীমী কুতুব খানা, পাকিস্তান, ১ম খন্ড,
পৃঃ-৪৮,
(৩৬) আল্ ইহসান বি তারতীবে ইবনে
হাব্বান, হাদীছ নং-৬৩৬৫, মুদ্রণ-
মুওয়াচ্ছাছাতুর রেছালহ্, বৈরুত, ৯ম খন্ড,
পৃঃ-১০৪,
(৩৭) সূরা ছবা, আয়াত-২৮,
(৩৮) সূরা আ'রাফ, আয়াত-১৫৮,
(৩৯) সূরা ফুরকান, আয়াত-১,
(৪০) সহীহ মুসলীম শরীফ,
কৃত- ইমাম হাজ্জাজ বীন
মুসলীম কোশাইরী, কিতাবুল
মাসজিদ ওয়া মাওয়াদিউস্
সালাত, ১ম খন্ড, পৃঃ- ১৯৯, কদীমী
কুতুব খানা, করাচি।
(৪১)দারুমী, প্রাগুক্ত,১ম খন্ড,পৃঃ-২৬,
(৪২)দারুমী, প্রাগুক্ত,১ম খন্ড,পৃঃ-২৬,
(৪৩) আল্ মু'জামুল কবীর,
কৃত- ইমাম তাবরানী, হাদীস নং- ৬৭২,
মাকতাবাতুল ফায়সীলিয়্যাহ্, বৈরুত-
২২তম খন্ড, পৃঃ-২৬২,
(৪৪) সূরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত৫,
(৪৫) সূরা ত্বো-হা, আয়াত-৪২,
(৪৬) সূরা আহযাব, আয়াত-৪৮,
(৪৭) সূরা আহযাব, আয়াত-৩৫,
(৪৮) সূরা শু'রা, আয়াত-২১৫,
(৪৯)সূরা আলে ইমরান,আয়াত-১৫৯,
(৫০) সূরা তওবা, আয়াত-৬১
(৫১) সূরা নামাল, আয়াত-১০,
(৫২) সূরা বনী ইসরাঈল,আয়াত-২৯,
(৫৩) সূরা মায়িদা, আয়াত-১৩,
(৫৪) সূরা হিজ্‌র, আয়াত-৮৮,
(৫৫) সূরা মায়িদা, আয়াত-৪২,
(৫৬) সূরা ইউসুফ, আয়াত-১০৯,
(৫৭) সূরা ইউসুফ, আয়াত-১০৯,
(৫৮) মস্‌নদে আহ্‌মদ, কৃত- আহ্‌মদ
বিন্ হাম্বল,৪র্থ খন্ড,পৃঃ-২৯৭,
মাকতাবাতুল ইসলামী বৈরুত।
(৫৯) কান্‌জুল উম্মাল, কৃত-আল্লামা
আলাউদ্দীন আলী আল্ মুত্তাকী বিন
হেসাম উদ্দীন আল্ হিন্দী, মৃত-৯৭৫
হিজরী, বাইতুল আফকার, সৌদী আরব,
রিয়াদ।
(৬০) আফরুল মুফরাদ,হাদীছ নং-
২৭৩, কৃত-ইমাম বুখারী, মাকতাবাদুল
আছরীয়্যাহ্, সিংহল, পৃঃ-৭৮,সুনানে
কুবরা, কিতাবুশ শাহাদাত,মাকারেমুল
আখলাক্ব অধ্যায়, ১০ম খন্ড, পৃঃ-১৯২,
দারু সাদের, বৈরুত।
(৬১) সুবুলুল হুদা ওয়ার রেশাদ, ৩য়
অধ্যায়, কৃত- ইমাম ইউছুপ সালেহী,
শামী ১ম খন্ড, দারুল কুতুবুল
ইলমীয়্যাহ, পৃঃ-৪২৭ লেবানন।
(৬২) জামে তিরমীযী,কৃত- আবু ঈসা
তিরমীযী, মানাকিব পর্ব, আমীন কম্পেনী
দিল্লী, পৃঃ-২০১, ২য় খন্ড।
(৬৩) আল এছাবাহ ফি তমীজিছ
সাহাবাহ্, কৃত- ইমাম আস্কালানী,
দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ-
২১২,
(৬৪) মাদারিজুন নবুয়্যাহ, কৃত- শেখে
মুহাক্কিক আব্দুল হক দেহলভী, ২য়

অধ্যায়,১ম খন্ড, পৃঃ-৩৪, মাকতাবায়ে নূরীয়্যাহ রেজভীয়্যাহ, পাকিস্তান।
(৬৫) সুরা বাকারা, আয়াত নং-২৫৩,
(৬৬) মুয়ালেমুত তান্‌জীল, কৃত- ইমাম বাগ্‌ভী, ১ম খন্ড, পৃঃ- ১৭৭, দারুল কুতুব ইলমীয়্যাহ্‌।
(৬৭) বায়যাবী ১ম খনড, পৃঃ-৫৪৯, দারুল ফিকর, বৈরুত।
(৬৮) মাদারিকুত তানজীল, কৃত- অবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ নাসাফী, মৃত-৭০১ হিজরী, ১ম খন্ড, পৃঃ- ১৫০, মাকতাবাতু তৌফিকিয়্যাহ্‌, কায়রো।
(৬৯) তাফসীরে জালালাইন, পৃঃ-৩৯,আসাহুল মাতাবে, দিল্লী।
(৭০) উল্লেখিত পংতিগুলোতে নাম উল্লেখ না করে, কেহ বা কারা বলে কবি নিজের প্রেমাস্পদকে বুযিয়েছেন, এ শব্দগুলো এখানে উচ্চারণে কত যে মধূর অনুভূতিকর এটা একমাত্র প্রেমিকেই জানে, কিন্তু সরাসরি নাম উল্লেখ করলে এতটুকু স্বাদ গ্রহণ করা যাবেনা।
(৭১) সূরা ফাতাহ্‌, আয়াত- ২৮,
(৭২)সূরা আলে ইমরান,আয়াত-১১০,
(৭৩) তিরমীযী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, তাফসীর পর্ব, পৃঃ-১২৯,
(৭৪) সূরা বাকারা, আয়াত- ৩৫,
(৭৫) সূরা হুদ, আয়াত- ৪৮,
(৭৬) সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত- ১০৪,
(৭৭) সূরা কাসাস্‌, আয়াত- ৩০,
(৭৮)সূরা আলে ইমরান,আয়াত- ৫৫,
(৭৯) সূরা ছোয়াদ, আয়াত- ২৬,
(৮০) সূরা মরিয়ম, আয়াত- ৭,
(৮১) সূরা মরিয়ম, আয়াত- ১২,
(৮২) সূরা আহযাব, আয়াত- ৪৫,
(৮৩) সূরা মায়িদাহ্‌, আয়াত- ৬৭,
(৮৪) সূরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত- ১,
(৮৫) সূরা মুদ্দাচ্ছির, আয়াত- ১,
(৮৬) সূরা ইয়াছিন, আয়াত- ১,
(৮৭) সূরা ত্বা-হা, আয়াত- ১,
(৮৮) মরমী কবি আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী।
(৮৯) সূরা হিজর, আয়াত- ১,
(৯০) সূরা হুদ, আয়াত- ৩২,
(৯১) সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ৬২,
(৯২) সূরা আ'রাফ, আয়াত-১৩৪,
(৯৩) সূরা আ'রাফ, আয়াত-৭৭,
(৯৪) সূরা হুদ, আয়াত- ৯১,
(৯৫) সূরা বাকারা, আয়াত- ৬১,
(৯৬) সূরা মায়িদা, আয়াত- ১১২,
(৯৭) সূরা নূর, আয়াত- ১৭২,
(৯৮) দালাইলুন নাবুয়্যাহ্‌, কৃত- ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, ওফাত-৪৩০ হিজরী, পৃঃ- ৪২, ১ম পরিচ্ছেদ, ১ম অংশ, মুদ্রণে- দারুন নাফায়েছ, বৈরুত।
(৯৯) * তাফসীরে হাসান বসরী, ২য় খন্ড, পৃঃ-১৬৪,আল্‌ মাকতাবাতুত তুজ্জারীয়্যাহ্‌, মক্কা শরীফ,
*তাফসীরে দুররে মনসুর, কৃত- ইমাম ছুয়ূতী, দারু এহ্‌ইয়ায়ীত তুরাছ আল্‌ আরবী, বৈরুত।
(১০০) * আল্‌ মুসতাদরাক,কৃত- হাকেম নিসাপুরী, সালাতুত তাত্বাও পর্ব, ১ম খন্ড, পৃঃ-৩১৩,
* সুনানে ইবনে মাজাহ্‌ একামাতুস সালাত পর্ব,পৃঃ-১০০,এইচ এম

সায়ীদ কম্পানী, করাচী।

(১০১) اخرج ابن ابى حاتم عن خيثمة قال ما تقرؤن فى القران يا ايهاالذين امنوا فانه فى التوراة يا ايها المساكين-

ছুয়ূতীর বর্ণনা:

باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بان امته نوديت فى القران ياايها الذين امنوا ونوديت سائر الامم فى كتبهم يا ايها المساكين

(খাছায়েছুল কুবরা-২য় খন্ড,পৃষ্ঠা-২১৫,

(১০২) সূরা আলে ইমরান,আয়াত-৩১,

(১০৩) সূরা হিজর, আয়াত-৭২,

(১০৪) সূরা বালাদ, আয়াত-১-২,

(১০৫) সূরা যুখরুফ, আয়াত-৮৮,

(১০৬) সূরা আছর, আয়াত-১,

(১০৭)* আদ্ দুররুল মনছূর, ইবনে মারদূভীয়্যাহ্'র বরাতে উক্ত আয়াতের তাফসীর, ৫ম খন্ড, পৃঃ-৮০, দারু এয়াহ্ ইয়াইত তুরাছ আরবী, বৈরুত।

* মাওয়াহিবে লুদুনীয়াহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ-২১২, ৩য় খন্ড, মূল এবারতটি হচ্ছে-

ان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانه تعالى اقسم بحياته وفى هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض-

(১০৮)*কিতাবুশ্ শিফা,কৃত- ইমাম কাযী আয়াজ মালেকী, পৃঃ-১৩২, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।

*মাওয়াহিব, পৃঃ-২১২, ৩য় খন্ড,

*দলায়িলুন নবুয়্যাহ্,প্রাগুক্ত,পৃঃ-১২,

(১০৯)* মাওয়াহিব, পৃ:-২১৫,৩য় খন্ড,প্রাগুক্ত।

* নসীমুর রিয়ায্ শরহে শেফা, কৃত- আল্লামা খাফাজী, মুদ্রণে- মারকাজে আহলে সুন্নাত বরকাত রেযা, ভারত, পৃঃ-১৯৬,১ম খন্ড,

(১১০) মাদারিজুন নাবুয়্যাহ্,প্রাগুক্ত, ৩য় অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃঃ-৬৫,

(১১১) সূরা আ'রাফ, আয়াত-৬০,

(১১২) সূরা আ'রাফ, আয়াত-৬১,

(১১৩) সূরা আ'রাফ, আয়াত-৬৬,

(১১৪) সূরা আ'রাফ, আয়াত-৬৭,

(১১৫) সূরা হুদ, আয়াত-৯১,

(১১৬) সূরা হুদ, আয়াত-৯২,

(১১৭) সূরা বনী ইসরাঈল,আয়াত-১০১,

(১১৮) সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১০২,

(১১৯) সূরা হিজর, আয়াত-৬,

(১২০) সূরা কলম, আয়াত-১-২,

(১২১) সূরা কলম, আয়াত-৩,

(১২২) সূরা কলম, আয়াত-৪,

(১২৩) সূরা কলম, আয়াত-৫,

(১২৪) মুয়ালিমুত তানযীল (তাফসীরে বাগাভী) প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ-৪৬৫,

(১২৫) সূরা দ্বোহা, আয়াত-১-২,

(১২৬) সূরা দ্বোহা, আয়াত-৩,

(১২৭) সূরা দ্বোহা, আয়াত-৪,

(১২৮) সূরা দ্বোহা, আয়াত-৫,

(১২৯) সূরা রা'য়াদ, আয়াত-৪৩,

(১৩০) সূরা ইয়াছিন, আয়াত-১-২,

(১৩১) সূরা ইয়াছিন, আয়াত-৬৯,

(১৩২) সূরা ইয়াছিন, আয়াত-৬৯,

(১৩৩) সূরা তওবা, আয়াত-৬১,

(১৩৪) সূরা তওবা, আয়াত-৬১,

(১৩৫) সূরা তওবা, আয়াত-৬১,

(১৩৬) সূরা তওবা, আয়াত-৬১,
(১৩৭) সূরা তওবা, আয়াত-৬১,
(১৩৮) সূরা তওবা, আয়াত-৬১,
(১৩৯) সূরা মুনাফিক্বূন, আয়াত-৮,
(১৪০) সূরা মুনাফিক্বূন, আয়াত-৮,
(১৪১) সূরা কাওসার, আয়াত-১,
(১৪২) আল্ মদ্খল, কৃত- ইবনুল হজ্ব, মাওলূদুন্নবী, দারুল কুতুব আল আরাবী,বৈরুত,২য় খন্ড, পৃ:৩৪,
(১৪৩) সুরা কাউসার, আয়াত নং-২
(১৪৪) সুরা কাউসার, আয়াত নং-৩
(১৪৫) সহীহ বুখারী তাফসীর পর্ব, কদীমী কুতুব খানা, করাচি, ১ম খন্ড, পৃ: ৭৪৩,
(১৪৬) সুরা লাহাব, আয়াত নং- ১,
(১৪৭ সুরা লাহাব, আয়াত নং-২,
(১৪৮) সুরা লাহাব, আয়াত নং-৩,
(১৪৯) সুরা লাহাব, আযাত নং-৪,
(১৫০) সুরূরুল কুলূব বি-জিক্রীল মাহবূব, কৃত:আ'লা হযরতের সম্মানিত পিতা ইমামুল মুতাকাল্লেমীন আল্লামা নক্বী আলী খাঁ ব্রেলভী কাদেরী।
(১৫১) সুরা বনী ইসরাঈল,আয়াত নং-৭৯,
(১৫২) সহীহ বুখারী প্রাগুক্ত-২য় খন্ড,পৃ: ৬৮৬,
(১৫৩)* মসনদে আহমদ বিন হাম্বল,মুদ্রণে মাকতাবুতুল ইসলামী আরবী, ২য় খন্ড, পৃ: ২২২,
* নাসিমুর্ রিয়ায, প্রাগুক্ত পৃ: ৩৪৫, ২য় খন্ড,
(১৫৪) সহীহ মুস্লিম,কিতাবুল ঈমান, পৃ: ১০৯, কদীমী কুতুব খানা।
(১৫৫) শেখে মুহাক্কিক শাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী,
(১৫৬) তাফসীরে বাগভী, ৩য় খন্ড, পৃ: ১০৯, দারুল কুতুবুল ইলমীয়্যা বৈরুত,
(১৫৭)* মাওয়াহেব, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৬৪৩,
* নাসীমুর্ রিয়ায, ২য় খন্ড,পৃ: ৩৪৩,
মাওয়াহিবে রয়েছে:-

قال شيخ الاسلام ابوالفضل العسقلانى قول مجاهد يجلسه معه على العرش ليس بمدفوع لامن جهة النقل لامن جهة النظر

(১৫৮) মাওয়াহিব, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ:৬৪৩,
(১৫৯) দ্বারে কুত্নীর কবিতাগুলো নিম্নরূপ-

حد يث الشفاعة عن احمد *
الى احمدالمصطفى نسنده-
وقد جاء الحديث باقعاده *
على العرش ايضا ولا نجحده-
امروا الحد يث على وجهه *
لاتدخلوا فيه مايفسده-
ولاننكروا انه قاعده *
ولاتنكروا انه يقعده-

অনুবাদ: শাফায়াতের হাদীছটি হযরত আহ্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমা থেকে হযরত আহ্মদ বিন্ হাম্বল পর্যন্ত সহীহ্ সনদে বিবৃত, প্রিয় নবীকে আরশের উপর বসানোর হাদিছটিও এভাবে বর্ণিত। যা আমরা অস্বীকার করছিনা। মুহাদ্দিসগণ এ

হাদিছটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত পেশ করেন। অতএব, তোমরা ফিত্না সৃষ্টিকারী কোন বক্তব্য এখানে পেশ করবেনা। আর প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআসাল্লামা যে আরশের উপর বসবেন বা তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সাথে বসাবেন এ ব্যাপারে অস্বীকার করিওনা।
(নসীমুর রিয়ায ২য় খন্ড,পৃ:৩৪৩)
(১৬০) মাওয়াহিব ৪র্থ খন্ড,পৃ:৬৪৪,
(১৬১) তাফসীরে বাগভী, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ:-১০৯,
(১৬২) সূরা শু'রা, আয়াত-৮৭,
(১৬৩) সূরা তাহরীম, আয়াত-৮,
(১৬৪) সূরা সাফ্ফাত, আয়াত৯৯,
(১৬৫)সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১,
(১৬৬) সূরা ফাতাহ্, আয়াত- ২,
(১৬৭) সূরা জারিয়াত, আয়াত২৪,
(১৬৮-১) সূরা তাওবা, আয়াত-৪০
(১৬৮-২) সূরা আলে ইমরান-১২৫
(১৬৮-৩) সূরা তাহরীম,আয়াত-৪
(১৬৯) সূরা ত্বা-হা, আয়াত-৮৪,
(১৭০) সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৪৪,
(১৭১) সূরা দ্বোহা, আয়াত-৫,
(১৭২) সূরা শু'রা, আয়াত-২১,
(১৭৩) সূরা আনফাল, আয়াত-৩০,
(১৭৪) সূরা ত্বা-হা,আয়াত-১৩-১৪,
(১৭৫) সূরা নজম, আয়াত-১০,
(১৭৬) সূরা সোয়াদ, আয়াত-২৬,
(১৭৭) সূরা নজম, আয়াত-৩-৪,
(১৭৮) সূরা মু'মিন, আয়াত-২৬,
(১৮৯) সূরা ফাতাহ্, আয়াত-৩,
(১৮০) সূরা ইব্রাহীম, আয়াত-৪১,
(১৮১) সূরা শু'রা, আয়াত-২২,
(১৮২) সূরা শু'রা, আয়াত-৮৪,
(১৮৩) সূরা ইনশিরাহ্, আয়াত-৫,
(১৮৪)সূরা বনী ইসরাঈল,আয়াত৭৯,
(১৮৫) সূরা হু-দ, আয়াত-৭৪,
(১৮৬) সূরা হু-দ, আয়াত-৩২৪,
(১৮৭) সূরা আনকাবূত, আয়াত-৩২,
(১৮৮) সূরা আনকাবূত, আয়াত-৩২,
(১৮৯) সূরা আন্ফাল, আয়াত-৩৩,
(১৯০) সূরা ইব্রাহীম, আয়াত-৪০,
(১৯১) সূরা মু'মিনূন, আয়াত-৬০,
(১৯২) সূরা ক্বাসাস্, আয়াত-৩০,
(১৯৩) সূরা নমল, আয়াত-১৪-১৫,
(১৯৪) সূরা শু'রা, আয়াত-১৩,
(১৯৫) সূরা ইনশিরাহ্, আয়াত-১,
(১৯৬) সূরা নমল, আয়াত-৮,
(১৯৭) সূরা নজম, আয়াত-১৬,
(১৯৮) * তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, মাকতাবাতে নাজ্জার মুস্তাফা আল্ বারী, মক্কা শরীফ, রিয়াদ, ৭ম খন্ড, পৃ:-২৩১৩,
* তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, ২৭ তম খন্ড, আয়াত-৬৮,
* দুররে মনসুর, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, আয়াত-১৭৮,
(১৯৯) সূরা মায়িদা, আয়াত-২৫,
(২০০) সূরা আনফাল, আয়াত-৩৩,
(২০১) সূরা বণী ইসরাঈল, আয়াত-৭৯,
(২০২) সূরা ত্বা-হা, আয়াত-৪৫,
(২০৩) সূরা ত্বা-হা, আয়াত-৪৬,
(২০৪) সূরা মায়িদা, আয়াত-৬৭,
(২০৫) সূরা মায়িদা, আয়াত-১১৬,
(২০৬) তাফসীরে বাগভী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ:-৬৬,

(২০৭) সূরা তাওবা, আয়াত-৪৩,
(২০৮) সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৫২,
(২০৯) সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৫২,
(২১০) সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৮১,
(২১১) আল্লামা আব্দুর রহমান জামী(রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্)
(২১২)* মুসতাদরাক, কৃত- হাফেজ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ নিশাপূরী,ওফাত-৪০৫হিঃ, প্রকাশ- হাকিম দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন,৩য় খন্ড, পৃঃ- ২১৬,
* মাওয়াহিব, কৃত- আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ কুস্তলানী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৮২, মারকাজে আহলে সুন্নাত বরকাত রেজা, ভারত।
* খাছাইছুল কুব্‌রা, কৃত- হাফেজ জালালুদ্দীন ছুয়ুতি(রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্) ১ম খন্ড, পৃঃ-৬, মারকাজে আহলে সুন্নাত, বরকাত রেজা, ভারত।
(২১৩) আশ্-শেফা বে তারীখে হুকুকীল মুস্তাফা, কৃত- আল্লামা ক্বাজী আয়াজ মালেকী, ওফাত- ৫৪৪, ৩য় অধ্যায় এর ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ-২২১, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত।
(২১৪) আশ্-শেফা,প্রাগুক্ত,পৃঃ-২২১,
(২১৫) মুস্তাদরাক,প্রাগুক্ত,পৃঃ-২১৫, ৩য় খন্ড।
(২১৬) * তারীকে দামেস্ক আল্ কবীর, বাবু জিকরে উরুজিহী ইলাস সামা, দারু এহইয়ায়ে আল তুরাছ আরবী, রৈত,৩য় খন্ড, পৃঃ- ২৯৬-২৯৭,
* মাওয়াহিব,প্রগুক্ত,১ম খন্ড,পৃঃ-৮৩,
(২১৭) * কান্‌জুল উম্মাল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩২০২৫,
* জাওয়াহিরুল বিহার, কৃত- শাইখ ইউছুপ বিন ইসমাঈল নিবহানী, ওফাত-১৯৩১ইং,
(২১৮) এ পংতিটি হযরত শেখে মুহাক্বীক শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী'র স্ব-রচিত কবিতাংশ থেকে নেয়া হয়েছে। আখবারুল আখইয়ার, আদবী মিঠইয়া, দিল্লী।
(২১৯) * খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ-১২,
* গুজ্জাল্লাহি আলাল আলামীন, ফি মু'জিজাতি ছাইয়িদিল মুরছালীন,কৃত- আল্লামা শাইখ ইউছুফ নিবহানী মিশরী, পৃঃ-৯১,মারকাজে আহলে সুন্নত, বরকাত রেজা, ভারত।
(২২০) * তারীখে দামেস্ক আল্ কবীর, প্যাগুক্ত, ৩য় খন্ড পৃঃ- ২৯৫-৯৬,
* তারীখে বাগদাদ্, দারুল কিতাব, রৈরুত, ৫ম খন্ড, পৃঃ- ১৩০,
(২২১) * দুররুল মনছুর, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃঃ- ৫০৪,
* দালাইলুন নবুয়াহ্, কৃত- ইমাম আবু বকর বিন বায়হাকী, ওফাত- ৪৫৮হিঃ, মুদ্রণ- দারুল ফিকর, বৈরুত, ২য় খন্ড, পৃঃ-১৪৮, মি'রাজ অধ্যায়।
(২২২) আশ্-শেফা,প্রাগুক্ত,পৃঃ-২১৯, ৩য় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ।
(২২৩)* দুররুল মনছুর,প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ-৬৫৬,

* কানজুল ওম্মাল, প্রগুক্ত, হাদীছ নং- ৩১৮৯৩,
(২২৪) তারীখে দামেস্কিল কবীর, প্রাগুক্ত, জিকরু ওরুজিহী ওয়া ইজতিমায়িহী ইলাছ ছামা, ৩য় খন্ড, পৃঃ-২৯৬,
(২২৫) দালাইলুন নবুয়্যাহ্, ইমাম বায়হাকী, পৃঃ- ২৮৩, ১ম খন্ড, বাবু সিফাতে (রাসুলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ফিত্ তাওরাতি ওয়াল ইঞ্জিল, মুদ্রণ- দারুল ফিকর, বৈরুত।
(২২৬) আল্ খাছাইছুল কুবরা,প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ-১৬,
(২২৭) আল্ মাওয়াহিব,প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ-৬৯,
(২২৮) আল্ মাওয়াহিব,প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ-৮২,
(২২৯) জুরক্বানী আলাল মাওয়াহিব, কৃত- আল্লামা আব্দুল বাকী জুরক্বানী, ওফাত- ----- ১ম পরিচ্ছেদ, ১ম খন্ড, পৃঃ- ৪৪,
(২৩০) জুরকানী আলাল মাওয়াহিব, কৃত- আল্লামা আব্দুল বাকী জুরকানী, ওফাত- ----- ১ম পরিচ্ছেদ, ১ম খন্ড, পৃঃ- ৪৪,
(২৩১) আল্ মিনহুল মক্বীয়্যাহ ফী শরহিল হামাজিয়্যাহ্, পৃঃ- ১২১, আল্ মাজমাউছ ছাক্বাফী, আবুধাবী।
(২৩২)* তাফসীরুল কুশাইরী, কৃত- আরেফ আবুল কাশেম কোশাইরী, ওফতি- ---- ৩য় খন্ড, পৃঃ- ২৪৮, দারুল কুতুব আল্ ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত।
*আল মাওয়াহিব, প্রাগুক্ত,৩য় খন্ড,পৃ- ৯৩,
(২৩৩) * সুবুলুল হুদা ওয়ার রেশাদ, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ- ৫১৪,
* মাওয়াহিব, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ- ৫৪,
(২৩৪) মুতালিউল মুসাররাত শরহে দলায়েলুল খাইরাত, কৃত- আল্লামা শাইখ মাহদী আল্ ফাসী, ওফাত মাকতাবায়ে নূরীয়া রেজভীয়্যাহ্,ফয়সাল আবাদ,পৃ ৩৫৫,
(২৩৫)----------
(২৩৬) সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, ২য় খন্ড, পৃঃ- ২৮৪-৮৫,
(২৩৭) সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু এছবাতুশ শাফায়াত, ক্বদীমী কুতুব খানা, ১ম খন্ড, পৃঃ- ১১১,
(২৩৮) * সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাজায়েল, পৃঃ- ২৪৫, ২য় খন্ড, * আবু দাউদ, কৃত- ইমাম সুলাইমান বিন আশয়াছ সিজিস্তানী, পৃ- ৬৪২, ২য় খন্ড, বাংলা ইসলামিক একাডেমী, ভারত।
(২৩৯) তিরমীজি, আবওয়াব আল তাফসীর, দারুল ফিকর, বৈরুত, ৫ম খন্ড, পৃঃ- ১০০, ও মানাকিব অধ্যায়।
(২৪০) সুনানে দারুমী, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২৭, মা-উতিয়া আন্ নাবীয়্যু অধ্যায়।
(২৪১) কান্জুল উম্মাল, প্রগুক্ত, হাদীছ নং- ৩২০৩৮,
(২৪২) দলায়েলুন নবুয়্যাহ্, আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৬৫,
(২৪৩)* মসনদে আহমদ,

কৃত- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, পৃঃ- ৫, মুদ্রণ- আল মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরুত।
* মসনদে আবী ইয়ালা, কৃত- মুহাদ্দিস আবু ইয়ালা,
* কান্‌জুল ওম্মাল, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং- ৩৯৭৫০,
(২৪৪) তাফসীরে কবীর, কৃত- ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী, মুদ্রণ, দারুল কুতুব আল এল্‌মিয়্যাহ্‌, বৈরুত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ- ১৬৮,
(২৪৫) সুনানে দারুমী, কৃত ইমাম আব্দুল্লাহ্‌ দারুমী সমরকন্দী, ওফাত- ২৫৫হিজরী, ১ম খন্ড, পৃঃ- ২৭, মুদ্রণ- দারুল হাদীছ, কায়রো।
* তিরমীজি, কৃত- আবু ঈসা তিরমীজি, ২য় খন্ড, পৃঃ- ২০২, মাক্‌তাবায়ে আশরাফিয়া।
(২৪৬) * দারুমী, প্রাগুক্ত, পৃঃ-২৭, ১ম খন্ড।
* তিরমীজি, প্রাগুক্ত, পৃঃ-২০২, ২য় খন্ড।
* দলায়েলুল নূবুয়্যাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬৮,
(২৪৭) দারমী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড,পৃঃ ২৮,
(২৪৮) তিরমীজি, প্রাগুক্ত ,পৃঃ ২০১, ২য় খন্ড,
(২৪৯) আশ্‌ শেফা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৫,
(২৫০) কান্‌জুল উম্মাল, প্রাগুক্ত, হাদিছ নং ৩১৭০৫,
(২৫১) সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুমা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড ,পৃঃ ১২৩,
(২৫২) সহীহ মুসলিম,কিতাবুল জুমা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮২,
(২৫৩) দারমী, প্রগুক্ত, পৃঃ ৩০, ১ম খন্ড
(২৫৪) আল্‌ মাওয়াহেব, প্রাগুক্ত, এর ৩য় পরিচ্ছেদ,
(২৫৫) দুর্‌রুল মানছুর, প্রাগুক্ত ৮ম খন্ড, পৃঃ ২৬০,
(২৫৬) কান্‌জুল উম্মাল, প্রাগুক্ত, হাদিছ নং ৩১৮১০,
(২৫৭) সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত,কিতাবুল এজায়াহ ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২০,
(২৫৮) মস্‌নদে আহমদ, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮১ ও ৮২,
(২৫৯) গুলিস্তানে সা'দী, পৃঃ৩, কৃত শেখ সা'দী, মুদ্রণে মাক্‌তাবায়ে ওয়াইসিয়া রেযভিয়া, ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান।
(২৬০) আল মুয়াত্তা, কৃত ইমাম মালেক বিন আনাস ওফাত, ১৭৯ হিঃ, পৃঃ ৩৯২,
আসমাউন নবী অধ্যায়, মুদ্রণ, মুজ্‌তাবায়ী প্রকাশনী দিল্লী, প্রকাশ সন-১৩৪৫হিঃ।
(২৬১) তাহজীবি তারীখে দামেস্কীল কবীর, তরজুমায়ে বেলাল বিন রেবাহ্‌, মুদ্রণ- দারু এয়াহ্‌ ইয়াতিত তুরাছ আরবী, বৈরুত, ৩য় খন্ড, পৃঃ৩১২,
(২৬২) তিরমীজি, প্রাগুক্ত, পৃঃ২০২,
(২৬৩) খাছাইছুল কুব্‌রা, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ৩১৭,
(২৬৪)* কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত, কৃত- ইমাম বায়হাকী, বাবু মা-জা-আ-ফিল্‌ আর্‌শে ওয়াল কুর্‌সী, ২য় খন্ড, পৃঃ১৩৮, মুদ্রণ-মাকতাবাতুল আছরীয়্যাহ্‌, মাঙ্গলা।* খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮, ২য় খন্ড,
(২৬৫) তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, ১৫তম খন্ড, পৃঃ১৬৯,

(২৬৬) তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ:১৩,
(২৬৭) মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত, ফযায়েলুল কুরআন পর্ব, ১ম খন্ড, পৃ:২৭৩,
(২৬৮)* বুখারী শরীফ, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ্ দাওয়া, ১ম খন্ড, পৃ:৯৩২,
* মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত, এছবাতুশ্ শাফায়াহ্ অধ্যায়,১ম খন্ড, পৃ:১১৩,
(২৬৯)* মসনদে আহমদ, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ:৪৩৫,
* বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাফসীর, ২য় খন্ড, পৃ: ৬৮৪,
* মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত, এছবাতুশ শাফায়াহ্ অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃ:১১১,
* তিরমীজি শরীফ, প্রাগুক্ত, শাফায়াত অধ্যায়, হাদীস নং-৪৫৪২,
(২৭০) ইবনে মাযাহ, শাফায়াত অধ্যায়, পৃ:৩২৯, এইচ এম সাঈদ কোম্পানী, করাচি।
(২৭১)* মসনদে আহমদ, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ:১৩৭,
* ইবনে মাজাহ্, প্রাগুক্ত, শাফায়াত অধ্যায়, পৃ:৩৩০,
(২৭২) মসনদে আহমদ, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ:১৭৮,(২৭৩) মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:১১২,
(২৭৪) সীরতে হলভীয়াহ্, ১ম খন্ড, পৃ:২৩১, আল্লামা বুরহান উদ্দীন হালভী, মাকতাবায়ে ইসলামিয়্যাহ্, বৈরুত।
(২৭৫) দালাইলুন নবুয়্যাহ্, (আবু নুয়াঈম) প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ:১৭৮,
(২৭৬) মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, ১ম খন্ড, পৃ:১১২,
(২৭৭) মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, ১ম খন্ড, পৃ:১১২,
(২৭৮) কান্যুল উম্মাল, ১১তম খন্ড, পৃ:৪০৪, হাদীস নং-৩১৮৮৬,
(২৭৯) আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, শাফায়াত পরিচ্ছেদ, মুদ্রণ- মুস্তফা আলবাবী, মিশর, ৪র্থ খন্ড, পৃ:৪৪০,
(২৮০) বুখারী শরীফ, প্রাগুক্ত, আযান পর্ব, ১ম খন্ড, পৃ:১১১,
(২৮১) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ:২২২,
(২৮২) মু'জামুল ওয়াছিত, ১ম খন্ড, পৃ:৫১২, মাক্তাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ,
(২৮৩) মু'জামুল ওয়াছিত, ১ম খন্ড, পৃ:৫১২, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ,
(২৮৪) আল্ মুসান্নাফ, কৃত- আবু শাইবা, হাদীছ নং-৩১৭৯৩, দারুল কুতুবুল ইলইময়্যাহ্, বৈরুত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ:-৩৩১,
(২৮৫) মুসলিম শরীফ, সালাত পর্ব, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:১৬৬,
(২৮৬) তিরমীযি শরীফ, মানাকিব অধ্যায়, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৬৩২,
(২৮৭) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ:২২৬,
(২৮৮) তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, ১৫তম খন্ড, পৃ:১৩,
(২৮৯) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:১৮৭,

(২৯০) মাওয়াহিব, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:৮৮,
(২৯১) জামিউচ ছগীর, হাদীস নং-৪৬৯৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত, ২য় খন্ড, পৃ:২৮৯,
(২৯২) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:৪৯,
(২৯৩) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ:২২২,
(২৯৪) * খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:১৭৯,
* আল্ বাহারুজ জুখারা, কৃত- ইমাম বাজ্জার, ২য় খন্ড, পৃ:- ১৪৬, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদীন মুনাওয়ারাহ্।
(২৯৫) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ: ১৫৫,
(২৯৬) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:১৬৭,
(২৯৭) আশ্ শেফা, প্রাগুক্ত, পৃ:২২১,
(২৯৮) মাসনদে আহমদ, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:৫৯,
(২৯৯) সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:৯৬,
(৩০০) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:১৪৫,
(৩০১) খাছাইছুল কুবরা, ১ম খন্ড, পৃ:১৫৬, প্রাগুক্ত।
(৩০২) খাছাইছুল কুবরা, , ১ম খন্ড, পৃ:১৫৯, প্রাগুক্ত।
(৩০৩) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:১৬২,
(৩০৪) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:১৭১,
(৩০৫) আস্ সীরাতুন নববীয়্যাহ্, কৃত-ইবনে হিশাম, পৃ:২৮৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত।
(৩০৬) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:১৭৮,
(৩০৭) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:১৭৯,
(৩০৮) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ:১৭৮, (৩০৯) খাছাইছুল কুব্রা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ: ১৭২,
(৩১০) আশ্শেফা, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৫,
(৩১১) আশ্শেফা, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৫,
(৩১২) আফজালুল ক্বোরা লেক্বোরায়ে উম্মীল ক্বোরা, ১ম খন্ড, পৃ: ১২১, আল্ মাজমাউচ্ ছাকাফী, আবুধাবী,
(৩১৩) বায়ানুল মীলাদুন্ নববী (উর্দ্দু) পৃ: ১০/১১, এদারায়ে মুয়ারেফে নুমানিয়াহ, লাহোর,
(৩১৪) খাশফুল্ খেফা, হাদিস নং ২১৫৭, দারুল কুতুবুল ইল্মীয়্যাহ বৈরুত, ২য় খন্ড
(৩১৫) শরহে শেফা,কৃত মোল্লা আলী ক্বারী, ১ম খন্ড, পৃ: ৫২৫, দারুল কুতুবুল ইলমীয়্যাহ, বৈরুত,
(৩১৬) শরহে শেফা, কৃত মোল্লা আলী ক্বারী, ১ম খন্ড, পৃ: ৫২৫, দারুল কুতুবুল ইলমীয়্যাহ, বৈরুত,
(৩১৭) সহীহ্ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ: ১৯৯,
(৩১৮) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ: ১৭৬,

(৩১৯) খাছাইছুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৭৬,
(৩২০) সহীহ্ মুসলিম,প্রগুক্ত,১ম খন্ড, পৃঃ ১৯৯,
(৩২১) কান্‌জুল উম্মাল, হাদিছ নং ৩১৯৪৬, ১১তম খন্ড, পৃঃ ৪১৪,
(৩২২) আল মু'জামুল কবীর, হাদিছ নং ৬৬৭৩, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৫৫, আল্ মাক্‌তাবুল ফায়সিলিয়্যাহ্ , বৈরুত,
(৩২৩) সহীহ্ বুখারী, তায়াম্মুম পর্ব, প্রাগুক্ত ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৮,
(৩২৪) আল মুছান্নাফ, কৃত-আবী শায়বা, ৬ষ্ট খন্ড, পৃঃ ৩০৮, প্রাগুক্ত,
(৩২৫) মসনাদে আহমদ, প্রাগুক্ত ১ম খন্ড, পৃঃ ১৫৮,
(৩২৬) মাওয়াহিব, প্রাগুক্ত,২য় খন্ড, পৃঃ২৯৬,
(৩২৭) সহীহ্ ইবনে হাব্বান হাদিছ নং ৬৩৬৫ প্রাগুক্ত, ৯ম খন্ড, পৃঃ ১০৪,
(৩২৮) খছায়েছুল কুব্‌রা, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৮৮,
(৩২৯) সূরা নং ৫৩, আয়াত নং ৪৩,
(৩৩০) মুতালে-উল-মসার্‌রাত, কৃত শেখ মাহদী, মাক্‌তাবায়ে নুরীয়্যা রেজভীয়্যাহ্ ফয়সালাবাদ, পৃঃ ১২৯,
(৩৩১) খছায়েছুল কুব্‌রা প্রাগুক্ত ২য় খন্ড পৃঃ ১৯৮,
(৩৩২) মসনাদে আহমদ, প্রাগুক্ত ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৭৯,
(৩৩৩) আছাইছুল কুব্‌রা প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯৮,
(৩৩৪) আত তাবকাতুল কুবরা কৃত ইবনে সা'য়াদ, জিকরু আলা নবুয়্যত ফি রাসূলিল্‌লাহ অধ্যায়, মুদ্রণ–দারুল কুতুব, বৈরুত, ১ম খন্ড পৃঃ–১৬২
(৩৩৫)খাছাইছুল কুবরা,প্রগুক্ত,১ম খণ্ড *দালাইলুন নুবুয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃঃ–৮৩
(৩৩৬) পৃ–১৬৮ " " "
১ম খণ্ড পৃ– ১০৭
(৩৩৭) " " ১ম খণ্ড–পৃ – ১০৭
(৩৩৮)" " ১ম খণ্ড পৃঃ –১১২
(৩৩৯) " " " " –৪৮
(৩৪০) দলায়েলুন্ নবুয়্যাহ্, প্রগুক্ত, ১ম খণ্ড (আবু নুয়াইম) পৃঃ–৪০
(৩৪১) আত্ তাবকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ–১৫০
(৩৪২)*আল্ বাহরুহুয্ যুখার,প্রাগুক্ত, হাদীছ নং- ৫০৮
২য় খণ্ড, পৃঃ-১৪৬
*খাছায়েছুল কুবরা,প্রাগুক্ত,১ম খণ্ড, পৃঃ–১৬৪
(৩৪৩) " " "১ম খণ্ড, পৃঃ –১৬৪
(৩৪৪) মাওয়াহিব,প্রাগুক্ত,২য়খণ্ড,পৃঃ১৯
(৩৪৪) মাওয়াহিব,প্রাগুক্ত,২য় খন্ড,পৃঃ ১৯,
(৩৪৫) সহীহ্ বুখারী- প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১০৩৫,
(৩৪৬) মুয়াত্তা-প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২৪,
(৩৪৭) সুনানে ইব্‌নে মাজাহ্ - প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৬,
(৩৪৮) মু'জামুল কবীর, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ট খন্ড, পৃঃ ৩৮১,

♣ পিডিএফ সম্পাদনায় ♣

মুহাম্মদ তাহমিদ রায়হান সজীব

জ্ঞানার্জন এবং মেধার উৎকর্ষতা সাধনে বই পড়ার বিকল্প নাই।পবিত্র ইসলাম এবং শরীয়তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ বিষয়াদি সম্পর্কে জানা এবং তা শিখার জন্য সঠিক আকীদার বই পড়া অত্যন্ত জরুরী।তাই অনলাইনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সুন্নী মতাদর্শী বিশাল বই সম্ভার সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করার জন্য 'সুন্নী বই সংগ্রহশালা' প্রজেক্টের আওতায় আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

বিশ্বব্যাপি বাংলা ভাষা-ভাষী সকলের কাছে 'সুন্নী মতাদর্শী' বই পৌঁছে দেয়াই হল আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য।তাই আপনাদের সহযোগীতা এবং এবং সুচিন্তিত মতামত কামনা করছি।

আরো বই পেতে ভিজিট করুন...

<<<Facebook Page>>>

www.facebook.com/sunnibookstore

<<<Facebook Group>>>

Islamic Books Discussion Forum

Blog site: ahlussunnahweb.wordpress.com

অনুবাদকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

১. আ'লা হযরত ইমাম আহ্‌মদ রেযা ও তাসাউফ

২. শাহানশাহ্‌ কে? মূল- আ'লা হযরত (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)

৩. সম্পর্কের মূল্য

৪. ইবনে তাইমীয়্যাহ্‌ কে?

পরিবেশনায়

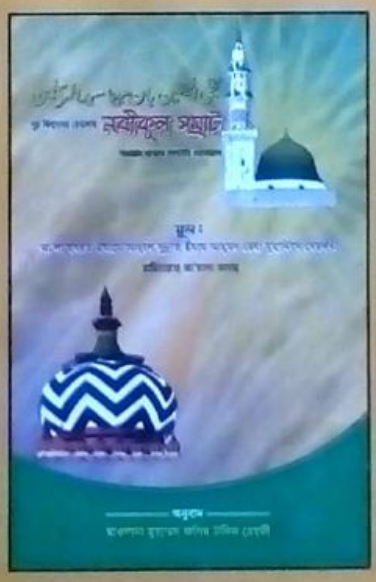

ডিজাইন : [illegible]